২৪ ক্যারাট বার: ৮৮,৫০০
২২ ক্যারাট হলমার্ক: ৮৪,৫৫০
* সোনা ১০ গ্রামের দাম (কর ছাড়া)

৯৯৯ বার/কেজি: ৯০,৪৫০
পোর্শন/কেজি: ৯০,৫৫০
* রুপোর দরে জিএসটি অতিরিক্ত

ডলার ক্রয়মূল্য: ৮৫.৭০
ডলার বিক্রয়মূল্য: ৮৬.৫৫
* সূত্র এসবিআই

এই সময়
সংবাদপত্র

সূর্যোদয় ৫:২৩
সূর্যাস্ত: ৫:৫৪

তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ: ৩৪.২
সর্বনিম্ন: ২৭.১

বৃষ্টিপাত
হয়নি মঙ্গলবার
বিকেল ৫.৩০ পর্যন্ত

আপেক্ষিক আর্দ্রতা
সর্বোচ্চ: ৮৯%
সর্বনিম্ন: ৫০%

★★★
২৬ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৫ শহর সংস্করণ ৬ টাকা ১২ পাতা কলকাতা | YOUNG BENGAL | GLOBAL BENGALI | eisamay.com | epaper.eisamay.co.in | VOLUME 14 / ISSUE 97



চিনের ১০৪: চিনা পণ্যের আমদানিতে ১০৪% শুল্ক কার্যকর করলেন 'ডন'। আদায় আজ থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য



লড়েও হার: কাজে এল না রাহানেদের মরিয়া ব্যাটিং। লখনৌয়ের কাছে হার কলকাতার খেলার সময়

হাসিনার হুঙ্কার: 'আবার আসছি', কামব্যাকের কথা বলে সুবিচারের আশ্বাস হাসিনার এই দুনিয়া



বিল আটকে রাখতে পারেন না রাজ্যপাল: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে বিল আটকে থাকা নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু সরকারের মামলায় শীর্ষ আদালত রাজ্যপালদের বিলে সই করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে মঙ্গলবার। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ বলেছে, বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যপাল এক মাস সময় পাবেন। মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া কোনও বিল যদি তাঁকে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হয়, তা তিন মাসের মধ্যেই করতে হবে। অনন্তকাল ধরে বিল ঝুলিয়ে রাখতে পারেন না রাজ্যপাল। কোর্ট জানিয়েছে, বিলে সম্মতি না-জানিয়ে রাজ্য সরকারের আনা আইন কার্যকরে বাধা দিলে বিভিন্ন সরকারি কাজে ক্ষতি হতে পারে, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের সামিল। (পৃষ্ঠা ১০)

কেউ কেউ স্কুলে ফিরলেও অনেকেই অপেক্ষায় সম্মান ও স্বচ্ছতার

মুখের কথায় ক্লাসে নয়

'যোগ্য'দের হয়ে রাগার আবেদনে কী ইঙ্গিত!

এই সময়, নয়াদিল্লি: 'টেন্টেড' নন, এমন তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যাতে আপাতত স্কুলগুলিতে কাজ চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় — সেই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই আবেদনের উপরে শীর্ষ আদালত কবে শুনানি করবে, তা ঠিক করবেন সুপ্রিম কোর্টের 'মাস্টার অফ দ্য রস্টার', প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তবে তার আগেই নতুন মোড় এসএসসি নিয়ে রাজনীতিতে! এ বার তথাকথিত 'যোগ্য' চাকরিহারাদের

সুপ্রিমে রাজ্য

হয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বাংলার স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে যাতে 'টেন্টেড' নন এমন চাকরিহারাদের কাজে যোগদানের ব্যাপারটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন রাষ্ট্রপতি, সেই মর্মে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এর নেপথ্যে আগামী দিনে বঙ্গে নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত রয়েছেন কি না, তা-ও বোঝার চেষ্টা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬-এর বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে হওয়া প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল করার পর

▶ এরপর তিনের (মুহূর্তে) পাতায়



মেদিনীপুরে ডিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার — স্বরূপ মণ্ডল

❝ মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরা উচিত শিক্ষকদের। তাঁদের একাংশ যদি কাজে না যান, সেটা তাঁদের অভিরুচি। মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, তাতে সাড়া দেওয়া উচিত। **ব্রাত্য বসু।** শিক্ষামন্ত্রী

জেলায় জেলায় বিঘ্ন লেখাপড়ায়

এই সময়: 'যোগ্য' শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের একজনেরও চাকরি তিনি যেতে দেবেন না বলে সোমবারই নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের উদ্দেশে স্কুলে গিয়ে 'ভলান্টারি সার্ভিসের' আহ্বানও জানিয়েছিলেন তিনি। আহ্বানে কেমন সাড়া মেলে, মঙ্গলবার ছিল তার উত্তর পাওয়ার দিন। কিন্তু এ দিন রাজ্যের বড় অংশেই তেমন আশাব্যঞ্জক চিত্র ধরা পড়ল না। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের অনেকে কাজে যোগ না দেওয়ায় প্রভাবিত হলো ফাইভ টু টেনের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে পরীক্ষা, সবই। অথচ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে 'যোগ্যদের' একজনেরও চাকরি যাবে না। শিক্ষা জগতের অনেকেই আশা করেছিলেন, খোদ প্রশাসনিক প্রধানের কাছ থেকে এমন আশ্বাসে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে স্কুলে যাবেন কর্মহারারা।

কিন্তু সেই ধারণা মিলল না কেন? চাকরিহারাদের বক্তব্য, গত বৃহস্পতিবার শীর্ষ কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের মতো প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে এসএসসি-কে দ্রুত নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর জন্য পদক্ষেপ করতে বলছেন স্কুলশিক্ষা সচিব। তাই তাঁদের বড় অংশ মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রী মুখে যা-ই বলুন না কেন, রাজ্য প্রশাসন অন্য পথে হাঁটছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও মঙ্গলবার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে ধরা উচিত শিক্ষকদের। তাঁদের একাংশ যদি কাজে না যান, সেটা তাঁদের অভিরুচি। মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন, তাতে সাড়া দেওয়া উচিত।'

কর্মহারাদের অধিকাংশ অবশ্য কোনও আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

▶ এরপর তিনের (মুহূর্তে) পাতায়

গরহাজিরার সম্ভাব্য কারণ

■ মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস নেহাতই মৌখিক। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পাশে তার জোর কতখানি, সে প্রশ্ন থাকছেই

■ এর মধ্যেই স্কুলশিক্ষা সচিব নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশ দিয়েছেন এসএসসি-কে। কেন?

■ মঙ্গলবার দেখা যায় যে, স্যালারি পোর্টালটাই খুলছে না। কাজেই বেতন নিয়ে সংশয় জারি

নিয়োগ বাতিল নিয়ে আরও খবর 'বি-নিয়োগ বিপর্যয়' পৃঃ ২

তৃণমূলের ঘরে অশান্তি-কল্যাণ

এই সময়: নয়াদিল্লিতে নির্বাচন সদনে গত শুক্রবার প্রকাশ্যেই যে তরজা হয়েছিল, তার ঢেউ সে ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। তা বরং আবদ্ধ ছিল তৃণমূল সাংসদদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যেই। তৃণমূলের এক বর্ষীয়ান সাংসদ যে দলেরই এক মহিলা এমপিকে অশ্রাব্য ভাষায় নিশানা করেছেন প্রকাশ্যে, সেই খবর সোমবার 'এই সময়' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশ করেছিল। তার পরে রাজ্য তথা সর্বভারতীয় মিডিয়ায় এ নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। সে দিন তৃণমূল সাংসদদের নির্বাচন সদন অভিযানের ছবি, ভিডিয়ো এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কিছু স্ক্রিনশট (যার সত্যতা যাচাই করেনি 'এই সময়') তুলে ধরে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তারপরে যা ছিল তৃণমূল এমপি-দের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অন্দরে সীমাবদ্ধ, তা খুল্লমখুল্লা সামনে চলে এল। প্রকাশ্যে কাদা ছোড়াছুড়িতে জোড়াফুলের অস্বস্তি আরও বাড়ল। আর তার পরপরই একের পর এক বিরোধী নেতা তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের শাসকদলকে। তৃণমূলের সাংসদদের অন্দরের এই আকচাআকচি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য গোড়া থেকেই 'এই সময়'-এর হাতে রয়েছে। তবে শালীনতা রক্ষার স্বার্থেই সোমবারের প্রতিবেদনে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাতে কী! জোড়াফুলের যে বর্ষীয়ান সাংসদের বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগ করেছিলেন দলের মহিলা এমপি, সেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই মঙ্গলবার মুখ খুলেছেন। শুধু মুখ খোলেননি, যে ভাবে পাল্টা আক্রমণ করেছেন দলের আর এক বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়, জোড়াফুলে তুলনায় নতুন সাংসদ কীর্তি আজ়াদকে, তাতে মহিলা এমপি-র নিশানায় যে কল্যাণই— সেটা তিনি নিজে স্বীকার করে নিলেন বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের। শুধু সম্ভাব্য আইনি পরিণতির কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত তিনি মহিলা সাংসদের নাম উচ্চারণ করেননি। ওই মহিলা এমপি এ দিনও এই বিতর্কে মুখ খুলতে চাননি। তবে দলের অন্দরে ঘনিষ্ঠ মহলে মহিলা সাংসদ জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন। দলের আরও কয়েকজন সাংসদও বিষয়টি জানিয়েছেন দলের শীর্ষ স্তরে।

এ দিন মালব্য বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন — 'তৃণমূল সাংসদরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন, সেই ভিডিয়ো ও চ্যাটের

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়

'এই সময়'-এ প্রকাশিত খবর


তৃণমূল সাংসদকে নিয়ে অস্বস্তি দলে
প্রকাশ্যে কুমন্তব্য মহিলা এমপিকে!

❝ নারদে টাকা নিয়েছেন, ওঁর কোনও ক্যারেক্টার নেই। সব চোর এক জায়গায়... কেউ উপহার নিচ্ছে, কেউ লন্ডনে যাচ্ছে, কেউ টাকা খাচ্ছে
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

❝ কারও হাতে বেশি ক্ষমতা চলে গেলে অপব্যবহার করা হয়। ওঁর রুচিবোধ নেই, সভ্যতার অভাব রয়েছে। একেবারে দুর্মুখ
সৌগত রায়

আইপিএল স্কোর

লখনৌ	২৩৮/৩ (২০ ওভার)
কলকাতা	২৩৪/৭ (২০ ওভার)
লখনৌ জয়ী ৪ রানে	
পাঞ্জাব	২১৯/৬ (২০ ওভার)
চেন্নাই	২০১/৫ (২০ ওভার)
(পাঞ্জাব ১৮ রানে জয়ী)	

আজ আইপিএলে
গুজরাট : রাজস্থান
(সন্ধে ৭-৩০)
সরাসরি স্টার স্পোর্টস, জিও হটস্টারে

সুপার নিউমেরারি: তদন্তে নয় সিবিআই, নির্দেশ শীর্ষ কোর্টের

এই সময়, নয়াদিল্লি: রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনে (এসএসসি) অতিরিক্ত শূন্য পদ বা সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল, তা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট বলেছে, 'রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, এই পদের অনুমোদন দেওয়া হলেও তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। ২০২২ সালে মামলার শুনানি চলছিল। ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের জায়গা দেওয়ার জন্যই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়। এসএসসি-র তরফেই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সুপারিশ আসে। এসএসসি তাদের আইন অনুযায়ী এমন অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির আবেদন জানাতে পারে। সেই মতো বিজ্ঞপ্তি তৈরি করতে পারে রাজ্যের মন্ত্রিসভা। ফলে নিয়ম লঙ্ঘন হয়নি।' বেঞ্চের তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, 'রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকের সিদ্ধান্ত বৈধ কি না, তা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি? এটাই কি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো?'

গত বৃহস্পতিবার এসএসসি-র ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে হওয়া প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেছিল শীর্ষ আদালত। সে দিনই সিজেআই সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল যে, মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল সুপার নিউমেরারি পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের বিষয়ে শুনানি হবে। ফলে এই মামলায় শীর্ষ আদালত কী রায় দেয়, সে দিকে তাকিয়ে ছিল শাসক-বিরোধী সব পক্ষই। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গত সপ্তাহে সাংবাদিক বৈঠকে এই ইস্যুতেও এক হাত নিয়েছিলেন।

▶ এরপর এগারোর (মুহূর্তে) পাতায়

হাইকোর্ট যা বলেছিল	সুপ্রিম কোর্ট যা বলল
বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুযোগ করে দিতে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের কোন ব্যক্তিরা, তা নিয়ে সিবিআই আরও তদন্ত চালাবে। প্রয়োজন পড়লে সিবিআই তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে	রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠকের সিদ্ধান্ত বৈধ কি না, তা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি? এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো? হাইকোর্টে মামলা দায়েরের সময়ে কেউ মন্ত্রিসভার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাননি। তা হলে কেন হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল?

হরিণের মুখে চিপসের প্যাকেট! দুশ্চিন্তা ছবিতে

অর্ঘ্য বিশ্বাস ■ লাটাগুড়ি

রেল লাইন লাগোয়া জঙ্গল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি হরিণ। দেখা যাচ্ছে, সেই হরিণের মুখে একটি চিপসের প্যাকেট! সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুয়ার্সের চাপড়ামারি রেল লাইনের পাশে এমন একটি ছবি ভাইরাল হতেই সরব হয়েছেন নেটিজ়েনরা।

শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী এই রুটের একদিকে যেমন মহানন্দা বনাঞ্চল রয়েছে, তেমনি চালসা-নাগরাকাটাগামী রেলপথের মধ্যে চাপড়ামাড়ির জঙ্গল। অন্যান্য বনাঞ্চলের তুলনায় এখানে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশি। হাতি, গন্ডার, হরিণ, বাইসন, লেপার্ড, ময়ূর-সহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ এলাকাজুড়ে। এই রুটে সারাদিনে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন-সহ একাধিক প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ি যাতায়াত করে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই চলন্ত ট্রেন থেকে রেললাইনের পাশে চিপস বা অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বাইরে ফেলেন। এ সব ফেলে দেওয়া খাবারের প্যাকেটের টানে রেললাইনের পাশে চলে আসে বন্যপ্রাণীরা। চাপড়ামাড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া রেলপথের দু'প্রান্তেই দিনে দিনে বাড়ছে এই প্রবণতা। যত্রতত্র নানা সামগ্রী ছুড়ে ফেলায় একদিকে পরিবেশের উপর প্রভাব যেমন পড়ছে, তেমনই বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন।

সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গলের এই রেলপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিকের প্যাকেট। ভাইরাল ছবিতে সে রকম একটি প্যাকেট মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে হরিণকে।

'হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন'-এর (ন্যাফ) মুখপাত্র, পরিবেশবিদ অনিমেষ বসু বলেন, 'এটা মারাত্মক চিন্তার বিষয়। এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার আগে রেল এবং বন দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্লাস্টিকের প্যাকেট কোনও ভাবে হরিণ-সহ অন্য বন্যপ্রাণীর পেটে গেলে তা মারাত্মক হতে পারে।'

আরও এক পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'ওই সমস্ত নোংরা প্লাস্টিকের সামগ্রী নিঃসন্দেহে ট্রেন থেকেই ফেলা হচ্ছে। অতি দ্রুত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

▶ এরপর পাঁচের (রাজ্য) পাতায়



চাপড়ামারির জঙ্গলে এই দৃশ্য দেখেই শিউরে উঠেছেন অনেকে — এই সময়

“বিকাশ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কেউ কেউ ইচ্ছে মতো সোশ্যাল সাইটে লিখে যাচ্ছেন। যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বি-নিয়োগ  বিপর্যয়

সিবিআই হরিয়ানা থেকে ওএমআর সংক্রান্ত একটি মাদার ডিস্ক উদ্ধার করেছে। কমিশন ধরে নিক, সেটি সঠিক তালিকা। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়”

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই: ব্রাত্যর অফিসে আজ অভিজিৎ

মাপকাঠি হবে ‘মিরর ইমেজ’? মিলবে কোথায়, ধন্দে সবাই

এই সময়: সুপ্রিম-রায়ের পরে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে সেই ওএমআর শিট এবং তার মিরর ইমেজ। এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারবার এই ওএমআর শিট ও তার মিরর ইমেজ প্রকাশ্যে আনা নিয়ে বারবার বিতর্ক হয়েছে। ২০১৬-এর এসএসসি-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ‘যোগ্য’ ও ‘অযোগ্য’ বাছতে ওই পরীক্ষার সমস্ত চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর-এর মিরর ইমেজ সামনে আনার দাবিতে সরব কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কয়েকজন চাকরিহারাকে নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) অফিসে যান তিনি। তাঁর অভিযোগ, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই যোগ্য-অযোগ্য বাছাই হচ্ছে না। পরীক্ষায় বসা প্রার্থীদের ওএমআর-এর মিরর ইমেজ অবিলম্বে প্রকাশ্যে আনা হোক।’

যদিও এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁকে পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যখন বিচারপতি ছিলেন, তখন উনিই রাজনৈতিক নেতাদের মতো কথা বলতেন। যেমন— প্যানেল বাতিল করে দেবো, সব ভুয়ো, চাল-কাঁকর আলাদা করা যাচ্ছে না! আর সাংসদ হয়ে এখন বিচারপতির মতো কথা বলছেন। যোগ্য ও অযোগ্য নির্ধারণ করা উচিত! এখন একটা কমিটি গঠন করা উচিত! সেই কমিটির মাথায় একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা অন্য কাউকে বসানো উচিত!’



এসএসসি অফিসে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

তথাকথিত ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা কমিশনকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, কেন ওএমআর শিট নষ্টের আগে তার মিরর ইমেজ বা ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ করা হলো না! নাকি সংরক্ষণ করা হলেও, সেই তথ্য আদালতে পেশ করার সদিচ্ছার অভাব ছিল এসএসসি-র? আবার আইনজীবীদের একাংশের দাবি, প্যানেলে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে, যা বেআইনি। যদিও বিকাশ ভবনের কর্তারা তা খারিজ করে দিয়েছেন। এক কর্তার কথায়, ‘২০১৬ সালে নিয়োগ বিধিতে প্যানেল প্রকাশের পরে এক বছরই ওএমআর শিট সংরক্ষণের নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম মেনেই নির্দিষ্ট সময়ে ওএমআর নষ্ট করা হয়েছে।’ যদিও আইনজীবীদের একাংশের পাল্টা যুক্তি, ‘তা হলে ওএমআর-র মিরর ইমেজ সংরক্ষণের পরেই ওএমআর শিট ধ্বংস বা নষ্ট করার কথা।’ সেই মিরর ইমেজ সংরক্ষণ নিয়ে এসএসসি-র কোনও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একটা বড় অংশের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী যেখানে প্ল্যান এ-বি-সি-ডি-ই বলছেন সেখানে কি ভবিষ্যতে সেই সব মিরর ইমেজ বা ডিজিটাল নথি কি খুঁজে পেতে পারে এসএসসি? বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে প্রথম থেকেই মামলা লড়ছেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। তিনি এ দিন বলেন, ‘এসএসসি জানিয়েছিল, ওএমআর নষ্ট করা হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মূল নথি নষ্টের আগে মিরর ইমেজ সংরক্ষণ হবে। কিন্তু এসএসসি-র কাছে ওএমআর-র কোনও মিরর ইমেজ পাওয়া যায়নি। সেটা মিরর ইমেজ রাখার পরে নষ্ট করা হয়েছে, নাকি আদৌ মিরর ইমেজ রাখাই হয়নি, সে বিষয়ে এসএসসি কিছু বলেনি।’

অভিজিৎ এ দিন বলেন, ‘আমরা যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ্যে আনার জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাটব।’ তারপরে সেই তালিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অভিজিৎ। তাঁর যুক্তি, সেখানে ‘অযোগ্য’ বলে বিবেচিত প্রার্থীদের যা শাস্তি দেওয়ার, দেওয়া হবে। কিন্তু ‘যোগ্য’ প্রার্থীদের কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না। বিকেলে এসএসসির দপ্তর থেকে বেরনোর সময়ে অভিজিৎ বলেন, ‘আমরা আমাদের দাবিদাওয়া জানিয়েছি। চেয়ারম্যান না থাকায়, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। কমিশনে থাকা পুলিশ আধিকারিককে জানিয়েছি, আমরা বুধবার আবার আসব।’ তাঁর আরও যুক্তি, সিবিআই হরিয়ানা থেকে ওএমআর সংক্রান্ত একটি মাদার ডিস্ক উদ্ধার করেছে। কমিশন ধরে নিক, সেটিই সঠিক তালিকা। তারপরে সেখান থেকে যাচাই করে যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা হোক। যদিও ব্রাত্যর কটাক্ষ, ‘ওঁর (অভিজিৎ) সাক্ষৎকারে শুনেছিলাম, উনি এক সময়ে চেষ্টা করতেন অভিনেতা হতে। থিয়েটারের একজন নিবিষ্ট ছাত্র হিসেবে বলতে পারি, উনি যদি কখনও অভিনেতা হতে চান, একজন প্রকৃত অভিনেতার বোঝা উচিত, কোনটা কার কাজ। কোন সময়ে কোন পার্ট করতে হয়!’

রাজ্যে ২৬ হাজার চাকরিহারার মধ্যে তথা কথিত যোগ্যদের জট কাটাতে গত কয়েকদিন ধরেই নানা মহলে কমিটি গড়ার প্রস্তাব প্রস্তাব দিচ্ছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এ দিন রাতে এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টক্ শোতে অভিজিতের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য জানান, এই বিষয়ে (কমিটি গঠনে) অভিজিৎ চিঠি দিতেই পারেন। অভিজিৎ তখন বলেন, আজ, বুধবার তিনি নবান্নে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসবেন। সে জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে হবে, এমন নয়। ব্রাত্য তখন তাঁকে নিজের দপ্তরেই বুধবার আসতে বলেন। অভিজিৎ বেলা ১২টায় যেতে চাইলে, ব্রাত্য তাঁকে দুপুর দুটো নাগাদ যেতে বলেন। অভিজিৎ তখন বলেন, ‘আমি অবশ্যই কাল (বুধবার) আপনার অফিসে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসব।’



‘যোগ্য’ শিক্ষকদের চাকরি ফেরতের দাবিতে রাজপথে মিছিলে এআইডিএসও। মঙ্গলবার কলকাতায় — এই সময়

রাজ্যের মামলার তদারকি: মন্ত্রিগোষ্ঠী গড়লেন মমতা

এই সময়: প্রথমে আরজি কর মামলা, এখন স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর চাকরি বাতিল। সমাজমাধ্যমের দেওয়াল জুড়ে নিশানায় মূলত শাসক দলই। বিরোধী দলের ছোট-বড়-মেজ, সব নেতাদের আক্রমণে বিদ্ধ হতে হচ্ছে প্রধানত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শাসক দলের কেউ কেউ সরব হলেও বিরোধীদের মতো সংগঠিত পাল্টা আক্রমণ হয়নি। এ বার তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেতে হলো তাঁর সতীর্থদের। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, বিরোধীদের আক্রমণে কেন তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন তোলেননি? রাজ্যের যুক্তির কথা তুলে ধরেননি? আগামী দিনে এই ধরনের ইস্যুতে সরব হওয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও ‘অ্যাকটিভ’ হওয়ারও পরামর্শ দেন মমতা। সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন মামলার নজরদারিতে মন্ত্রিগোষ্ঠী গড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেওয়ার পরেই সিপিএম নেতা, আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ২৬ হাজার চাকরি যাওয়ার দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। কারণ দুর্নীতি তারাই করেছে। বিকাশের বক্তব্য ছিল, দুর্নীতি মানে দুর্নীতিই, তাতে যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করা যায় না। সংবাদমাধ্যমে তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়াতেও সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে একের পর এক নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের তরফে তার পাল্টা তেমন কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি সোশ্যাল মিডিয়ায়। সূত্রের খবর, গোটা বিষয় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রীদের উপরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই মমতা বলেন, ‘বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কেউ কেউ ইচ্ছে মতো সোশ্যাল সাইটে লিখে যাচ্ছে। এমন কিছু লেখা হচ্ছে যার কোনও মাথামুন্ডু নেই, যুক্তিহীন।’ কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীরা বিষয়টি নিয়ে সে ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়াই দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার কেউ কেউ দিলেও, সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমন ভাবে সক্রিয় নন। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘আমি বারবার বলছি, আপনারা সোশ্যাল সাইটে সক্রিয় হোন।’

মনে করা হচ্ছে, এর প্রেক্ষিতেই এ দিন মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছেন মমতা। সেই গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম, মলয় ঘটক, ব্রাত্য বসু ও অরূপ বিশ্বাসরা বিভিন্ন দপ্তরে চালু মামলাগুলির উপরে নজরদারি চালাবেন। সমস্ত দপ্তরকে আদালত এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে এই কমিটিকে জানাতে হবে। মামলায় জেতাতে আইনজীবী নিয়োগ-সহ মামলার সবকিছু তদারকি চালাবেন এই মন্ত্রীরা। এই মন্ত্রিগোষ্ঠীর মাথায় থাকবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করবেন। নবান্নের একটি সূত্রের দাবি, বহু সময়ে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নজর না দিয়ে গুরুত্বহীন মামলায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ফলে আদালতে মুখ পুড়ছে সরকারের। সে অবস্থা বদলের প্রয়াসেই এই উদ্যোগ।

সূত্রের খবর, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে বিজেপি-সিপিএম এই যোগসাজশ করেছে বলেও এ দিন অভিযোগ করেছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ‘আমি বিশ্বাস করি সিপিএম-বিজেপি যৌথ ভাবে এই কাজটা করিয়েছে।’ কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার সতীর্থদের তা নিয়ে বিশেষ সরব হতে দেখা যায়নি। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, চাকরি বিক্রির বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু এই বিষয়ে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ করতে দেখা যায়নি শাসকদলের মন্ত্রীদের। সূত্রের খবর, তাতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।

‘যোগ্য’ পাস ঝুলিয়ে কারা ইন্ডোরে? উঠছে প্রশ্ন

এই সময়: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গেই বৈঠক করতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করা হবে কী ভাবে, সেই দায়িত্ব ছিল যোগ্য শিক্ষকদের ওপরেই। তালিকা মিলিয়ে নিজেরা ‘আমরা যোগ্য’ লেখা ‘পাস’ তৈরি করিয়েছিলেন তাঁরা। ওই পরিচয়পত্র দেখিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঢুকতে হচ্ছিল চাকরিহারাদের। সোমবার পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, পাস পাওয়ার জন্য এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের হাতাহাতি পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া কিছু ছবিতে(যার সত্যতা যাচাই করেনি ‘এই সময়’) দেখা গিয়েছে, ওই একই ব্যাজ গলায় ঝুলিয়ে সেদিন স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়েছিলেন বেশ কিছু অধ্যাপক এবং এমন শিক্ষক, যাঁদের আদৌ চাকরি যায়নি। এবং এদের প্রায় সকলেই তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার নেতা।

ওই পরিচয়পত্র শিক্ষক নেতারা পেলেন কী করে? প্রশ্নের উত্তরে একাধিক কারণ আলোচনায় উঠে এসেছে। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন, ম্যাডামের সভায় ভিড় বাড়াতে গিয়েছিলেন শাসক দলের শিক্ষক নেতারা।

বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ফেসবুকে ‘আমরা যোগ্য’ লেখা পাস-সহ এমন এক জনের ছবি পোস্ট করেছেন। সেই ছবি সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মহীতোষ গায়েনের। সজল লিখেছেন, ‘যোগ্য শিক্ষকই বটে!’। এর একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। সেখানে ওয়েবকুপার আরও এক নেতাকে ‘আমরা যোগ্য’ পাস পরে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। কেন এসেছেন, প্রশ্ন করা হলে ওই ব্যক্তি উত্তর দিয়েছেন, ‘আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে এসেছি।’

ভাইরাল ছবি



ওই পরিচয়পত্র শিক্ষক নেতারা পেলেন কী করে? নানা কারণ আলোচনায় উঠে এসেছে। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন, ম্যাডামের সভায় ভিড় বাড়াতে শাসক দলের শিক্ষক নেতারা গিয়েছিলেন

আরও যাঁদের ছবি দেখা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন শান্তিনাথ মণ্ডল। তিনি ওয়েবকুপার উত্তর কলকাতার সহ-সভাপতি। এবং সভাপতি চণ্ডীচরণ মুড়া। তিনি মণীন্দ্র কলেজের শিক্ষক। বেহালা কলেজের শিক্ষক তথা দক্ষিণ কলকাতায় ওয়েবকুপার জয়েন্ট সেক্রেটারি অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়কেও দেখা যাচ্ছে ছবিতে। এ ছাড়াও মালদা, রানাঘাট, বসিরহাটের বেশ কিছু স্কুল ও কলেজ শিক্ষককেও দেখা গিয়েছে বৈঠকে। কেন গিয়েছিলেন তাঁরা? শান্তিনাথ বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের নেতৃত্ব (এ ক্ষেত্রে মহীতোষের নাম করেছেন তিনি) যেতে বলেছিলেন। আসলে আমরা ভীষণ ভাবে ওই যোগ্য শিক্ষকদের পাশে রয়েছি। বৈঠকে তাঁদের সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতে সংগঠনের সদস্যরা গিয়েছিলাম।’ ভিড় বাড়ানো বা পরিস্থিতি সামলানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সব মিলিয়ে আমরা ২০-২৫ জন ছিলাম। এতে কি ভিড় বাড়বে? আর বৈঠক তো খুব ডিসিপ্লিনড হয়েছে।’ অরিজিৎ বলছেন, ‘আমরা সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন। ফলে যেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের অনুষ্ঠান হয় আমরা যাই। এ ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের ডাকে গিয়েছিলাম।’

কিন্তু সেখানে প্রবেশ তো ছিল নিয়ন্ত্রিত। যোগ্য শিক্ষকদের পাস তাঁরা পেলেন কী করে? অরিজিৎ বলেন, ‘ সংগঠনের কাছ থেকে পেয়েছি। তবে কাদের কীভাবে ওই পাস পাওয়ার কথা, এটা আমি বলতে পারব না।’ মহীতোষ এবং চণ্ডীচরণকে ফোনে পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের জবাবও দেননি তাঁরা। অভিযোগ, বৈঠকে বিক্ষোভ হলে যোগ্য শিক্ষকদের ভিড়ে মিশে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল এদের কাজ।

গার্ড দিচ্ছেন ভোকেশনাল শিক্ষকরাই

এই সময়, জামালদহ: রুটিন মেনে অনেক স্কুলে শুরু হয়েছে প্রথম ইউনিটের পরীক্ষা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এক সঙ্গে চাকরি হারিয়েছেন স্কুলের ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ফলে বিপাকে পড়েছেন কোচবিহারের জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার হলে গার্ড দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তাই নজরদারির দায়িত্ব এসে পড়েছে স্কুলের ভোকেশনাল কোর্সের শিক্ষকদের উপরে।

ওই স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইউনিট টেস্ট চলছে। শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হওয়ায় স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে বক্তব্য বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীলচন্দ্র দাসের। তাঁর কথায়, ‘এর আগে উৎসশ্রী প্রকল্পে বেশ কয়েকজন শিক্ষক অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তখন স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৭-এ। তার পরেও স্কুলের ১০ জনের চাকরি বাতিল হওয়ায় এখন শিক্ষক সংখ্যা এসে ঠেকেছে ২৭-এ। কিন্তু পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই অন্যান্য কোর্সের শিক্ষকদের দিয়ে আমরা কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘পরীক্ষার সময়ে কোনও রকমে কাজ চালিয়ে নিলেও আসল সমস্যা শুরু হবে সমস্ত ক্লাস শুরু হওয়ার পরে। আগামী ১৩ এপ্রিল থেকে স্কুলের সমস্ত শ্রেণির স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হয়ে যাবে।’

ইন্ডোরে বক্তৃতা দেওয়া শিক্ষিকাই মিছিলের মুখ

এই সময়, মেদিনীপুর: সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন চাকরিহারা এক শিক্ষিকা। মঙ্গলবার মেদিনীপুরে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিল, অবরোধ, ডিআই অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিলেন সেই সঙ্গীতা সাহাই। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুলের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের শিক্ষিকা তিনি। বাড়ি মেদিনীপুর শহরে। সুপ্রিম-নির্দেশে চাকরি গিয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের নিয়ে কলকাতায় এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সেখানে প্রথমে তাঁকেই কিছু বলার জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছিল।

এ দিন মেদিনীপুর শহরের মিছিলের সামনের সারিতে দেখা যায় সঙ্গীতাকে। এ দিনের মিছিলে কী স্লোগান হবে, কোথায় পথ অবরোধ হবে — তাঁর সঙ্গেই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন অন্য শিক্ষিক-শিক্ষিকারা। মিছিল থেকে এ দিন স্লোগান ওঠে, ‘ললিপপে ভুলছি না, যোগ্য সম্মান দিয়ে না ফেরালে, স্কুলে যাচ্ছি না। শিক্ষা কেন ভিক্ষা হলো, রাজ্য সরকার জবাব চাই, জবাব দাও।’ এ দিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মেদিনীপুর কালেক্টরেট মোড়ে মানববন্ধন করে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আধ ঘণ্টা পরে মিছিল করে ডিআই (ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর বা স্কুল পরিদর্শক)-এর অফিসে যান শিক্ষকরা। সেখানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শিক্ষকদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে সবাইকে স্কুলে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। যদিও এ দিন তাঁরা কেউ স্কুলে যাননি। শিক্ষকদের হুঁশিয়ারি, সসম্মানে চাকরিহারাদের স্কুলে ফেরানো না-হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।



মেদিনীপুর ডিআই অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ — এই সময়

সঙ্গীতা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষকা অধিকার মঞ্চের রাজ্য কনভেনারও। তিনি এ দিন বলেন, ‘আজ আমরা চাকরিহারা। রাস্তায় নামতে হয়েছে। যে সময়ে আমাদের স্কুলে থাকার কথা, তখন আমাদের পথে নেমে আন্দোলন করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ভলান্টিয়ার সার্ভিস দেওয়ার কথা বলেছেন। পুষিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। সভা শেষে বেতন কী ভাবে হবে, সে কথা আমরা দু-তিনজন জিজ্ঞেস করলাম। সন্তোষজনক কোনও উত্তর পেলাম না।’ তাঁর দাবি, যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হোক। তাঁরা ভলান্টিয়ার টিচার হতে চান না। স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হওয়ার জন্য লেখাপড়া শিখে পরীক্ষা দেননি তাঁরা।

আন্দোলনরত অন্য শিক্ষকদের কথায়, ‘মেদিনীপুর থেকে আন্দোলন শুরু করলাম। রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলন হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে যোগ্য শিক্ষকদের ক্ষোভের আগুন।’ চাকরিহারা এক শিক্ষিকা আতিকা বানুর কথায়, ‘আমরা যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম। রাজ্য সরকারের জন্য আজ আমরা চাকরিহারা। আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। আমাদের যোগ্য সম্মান দিয়ে না-ফেরানো পর্যন্ত, এই আন্দোলন চলবে।’

প্যানেল বাতিলে নতুন করে চর্চায় ফিরেছে ‘পণ্ডিতস্যার’

দিগন্ত মান্না ■ পাঁশকুড়া

সুপ্রিম-নির্দেশে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। ঠিক সেই আবহে নতুন করে চর্চায় ফিরেছে ‘পণ্ডিতস্যার’। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে লেখা ‘পণ্ডিতস্যার’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। কী অদ্ভুত সমাপতন! সদ্য এসএসসি-র ২০১৬ সালেরই প্যানেল বাতিলের রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

‘পণ্ডিতস্যার’ পড়ে লেখক সুকেশকুমার মণ্ডলকে সম্মানিত করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসের কাহিনিতে লেখক দেখিয়েছেন, কী ভাবে প্রভাব খাটিয়ে একজন অযোগ্য শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যায়। এবং শেষে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তাকে চাকরি খোয়াতে হয়।

সম্প্রতি প্যানেল বাতিলের পরে তাজ্জব উপন্যাসের পাঠকরা। সদ্য যা ঘটল তার প্রতিফলন তো ন'বছর আগে কাহিনি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ‘পণ্ডিতস্যার’ উপন্যাসে! লেখকের সহাস্য প্রতিক্রিয়া, ‘সাহিত্য তো সমাজেরই দর্পণ!’

পাঁশকুড়ার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুকেশকুমার মণ্ডল ২০০৪ সাল থেকে পাঁশকুড়া স্টেশন বাজারে একটি ছাপাখানা চালান। ছাপাখানা চালানোর পাশাপাশি লেখালেখিও করেন। ২০১৬ সালে প্রকাশিত ‘পণ্ডিতস্যার’ সুকেশকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়।

কী রয়েছে উপন্যাসে? ‘পণ্ডিতস্যার’ উপন্যাসের চরিত্র নীলমোহন একজন সৎ শিক্ষিত যুবক। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের তল্পিবাহক না-হওয়ায় এবং ঘুষ দিতে না-পারায় সে শিক্ষকতার চাকরি পায়নি। অথচ ঘুষ দিয়ে চাকরি পায় উপন্যাসের খলনায়ক রবিরঞ্জন শর্মা। এক পণ্ডিতের পাণ্ডুলিপি চুরি করে



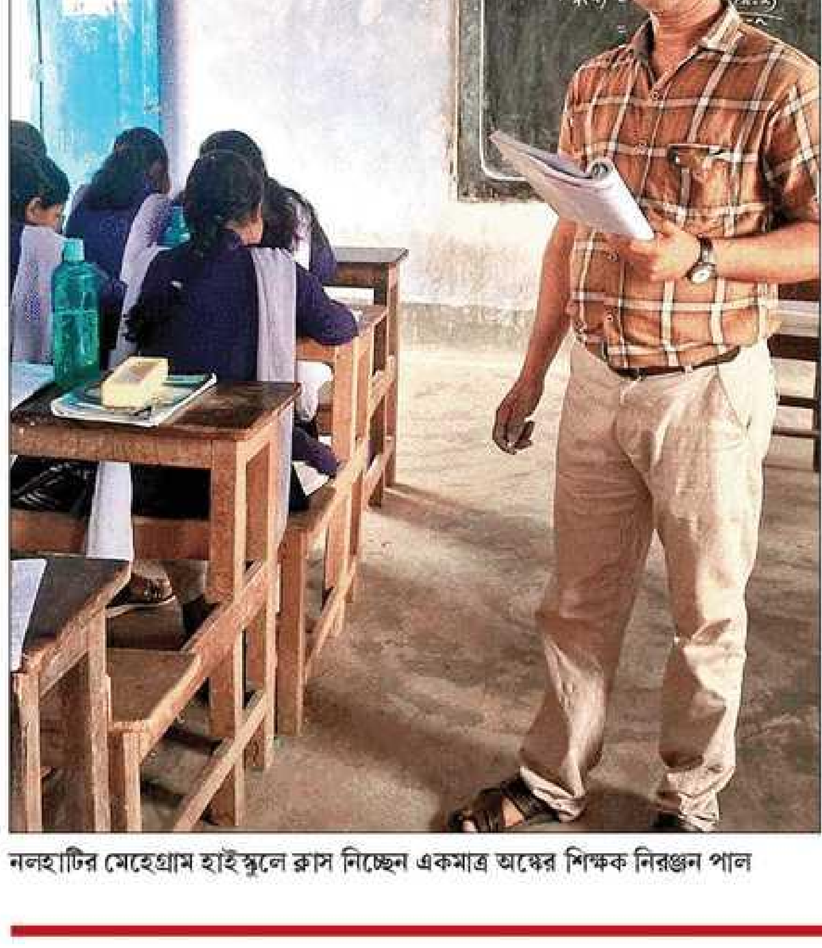
রবিরঞ্জন নিজের নামে একটি বইও প্রকাশ করে ফেলে। পাণ্ডিত্যের জন্য রবিরঞ্জন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়। কিন্তু অনুষ্ঠান মঞ্চেই তার চুরি ধরা পড়ে যায়। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে রবিরঞ্জনের চাকরি চলে যায়। গ্রেপ্তার হয় রবিরঞ্জন।

উপন্যাসটি প্রকাশ পাওয়ার পরে সুকেশ রাষ্ট্রপতি ভবনের ‘রিসিভিং’ বিভাগে বইটি জমা দেন। ২০১৭ সালের ৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ডাক পান সুকেশ। পরের দিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সুকেশের সঙ্গে দেখা করেন।

‘পণ্ডিতস্যার’-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় উপন্যাসের ভূয়সী প্রশংসা করে সুকেশকে চিঠি পাঠান। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। কিন্তু আজ থেকে ন'বছর আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির হুবহু প্রতিফলন দেখা যায় ‘পণ্ডিতস্যার’ উপন্যাসে।

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের পরে ‘পণ্ডিতস্যার’-এর পাঠকরা বিস্মিত। পাঁশকুড়ার বাসিন্দা, কৃষিবিজ্ঞানী কাঞ্চনকুমার ভৌমিক বলেন, ‘সুকেশ আজ থেকে ন'বছর আগে যা লিখেছিলেন, আজ তার হুবহু প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। লেখককে অনেক অনেক অভিনন্দন।’

সুকেশের কথায়, ‘সেই সময়ে দেখেছিলাম, টাকা দিলেই চাকরি মিলে যাচ্ছে। অনেক বেকার যুবককে হা-হুতাশ করতেও দেখেছি। প্রতিবাদের দলিল হিসেবে ‘পণ্ডিতস্যার’ লিখেছিলাম। এখন তো আমার উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে বাস্তব হুবহু মিলে গেল। তবে দুর্নীতির ভিড়ে যে সব যোগ্যরাও চাকরি হারালেন, তাঁদের জন্য খারাপ লাগছে।’



নলহাটির মেহেগ্রাম হাইস্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন একমাত্র অঙ্কের শিক্ষক নিরঞ্জন পাল

রায়ের আগেই বেহাল জেলার বহু স্কুল

রাজ্যে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার হাহাকার রিপোর্টে

এই সময়: চাকরিহারা তথাকথিত ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে বহাল রাখতে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু সেই আবেদনেই পর্ষদ স্পষ্ট করে দিয়েছে, রাজ্যের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলোয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাহাকার কোন স্তরে পৌঁছেছে। রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বহু স্কুলেই বিষয়ভিত্তিক মাত্র একজন করে শিক্ষক আছেন। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরও ব্যতিক্রম নয়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে চাকরি বাতিলের আগেই বহু স্কুলে বর্তমানে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে বিষয়ভিত্তিক মোটে একজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন। এই অবস্থায় সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করতে হলে রাজ্যজুড়ে সমস্ত স্কুলে ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।

পর্ষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৭ হাজার ২০৬ শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। মোট ১ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিরিখে এই সংখ্যাটা ১১.৩৫ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরের ৯,৪৮৭টি স্কুলের মধ্যে আবার ৬,৯৫২টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলও আছে। আবার পর্ষদের অধীনে ৬,৩৫০টি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। সব মিলিয়ে সাড়ে ৭৮ লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী এই তিনটি স্তরে পাঠরত। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট নতুন নিয়োগ অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিতে বহাল রাখার অনুমোদন যাতে দেয়, সেই আর্জি জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম-রায়ে চাকরি বাতিলের ফলে পর্ষদের আবেদনে বেশকিছু স্কুলের বেহাল দশার ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন— মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী ১৯২৬ জন। ২৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৫ জনের চাকরি বাতিলের পরে মোটে দু'জন শিক্ষক রয়েছেন। সেখানে পড়ুয়া পিছু শিক্ষকের

কোর্টে তথ্য পর্ষদের

অনুপাত (পিটিআর) ৭১:১ বদলে এক লাফে বেড়ে ৯৬৩:১ হয়ে যাবে। একই অবস্থা আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টন স্কুলে। ছ'জনের মধ্যে তিনজনের চাকরি চলে যাওয়ায় বিজ্ঞান পড়ানোর একজনও শিক্ষক থাকবেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছোট মোল্লাখালি মঙ্গলচন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে ৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জনেরই চাকরি চলে গিয়েছে। ফলে একজন শিক্ষক পড়ে আছেন। এই জেলারই উপকূল অঞ্চলে জি প্লট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আদালতের রায়ে ১৩ জন শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় ১৪০০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মোটে চারজন শিক্ষক পড়ে থাকলেন। সীতারামপুর জি প্লট মিলন বিদ্যানিকেতনে (এইচএস) ১৮ জন শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছে। ফলে ৫১৪ জন পড়ুয়াকে পড়াবেন দু'জন শিক্ষক। পিটিআর ২৬:১ থেকে বেড়ে এক ধাক্কায় ২৫৭:১ হবে। উত্তর ২৪ পরগনা হাজিনগর আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়ে (এইচএস) ৪৮ জন শিক্ষকের মধ্যে আদালতের রায়ে ৩১ জন শিক্ষককে ছাঁটাই হলে এই স্কুলে মাত্র ১৭ জন শিক্ষক থাকবেন। স্কুলে মোট পড়ুয়া ১০৪৩ জন। জলপাইগুড়ির বানারহাট স্কুলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর উচ্চ মাধ্যমিকে গণিত, রসায়ন এবং অর্থনীতির মতো মূল বিষয় পড়ানোর কোনও শিক্ষকই নেই। মুর্শিদাবাদের গোথা এ.আর. উচ্চ বিদ্যালয়, ৩১ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। স্কুলে ২২৩২ জন পড়ুয়া আছে। ৪৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩১ জনের চাকরি চলে গেলে, এই স্কুলে মাত্র ১৭ জন শিক্ষক থাকবেন। ফলে পিটিআরের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। যা ৪৭:১ থেকে কমে ১৩১:১ হয়ে যাবে।

সরকারের পরিসংখ্যান দেখে পড়ুয়া ও শিক্ষামহলের প্রশ্ন, এতদিন স্কুলশিক্ষা দপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন কী করছিল?

বিকাশ ভবনের কর্তাদের দাবি, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহল সম্মতি দেয়নি বলেই ২০২২ সালে এসএসসি উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের নয়া বিধির খসড়া পাঠালেও আজ পর্যন্ত তার গেজেট বিজ্ঞপ্তি হয়নি। ফলে নিয়োগ অধরা।

'যোগ্য'দের হয়ে রাগার আবেদনে কী ইঙ্গিত!

▶ প্রথম পাতার পর

থেকেই রাজ্যের শাসক-বিরোধী দল একে অন্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে। আশ্বাস-পাল্টা আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে দু'পক্ষের তরফ থেকে। তারপরেও চাকরিহারারা তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছেন দোলাচলে। এই প্রেক্ষাপটে রাহুল বঙ্গের এই চাকরিহারাদের নিয়ে যে ভাবে চিঠি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো চিঠিতে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ঘুরিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকেই বিঁধেছেন তিনি। তবে প্রশাসনের গাফিলতির জন্য যাতে এত ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট না-হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতিকে আর্জি জানান রাহুল। তৃণমূল নেতৃত্বের পাল্টা কটাক্ষ, উনি বাংলার চাকরিহারাদের নিয়ে 'সমব্যথী' হলে ওঁর দলের রাজ্য নেতারা কেন উল্টো সুর গাইছেন!

পর্ষদের আর্জির যাতে দ্রুত শুনানি করা হয়, সেই মর্মে এ দিন শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান রাজ্য সরকারের আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার এজলাসে এই মর্মে মামলাটি মেনশন করে রাজ্যের কৌঁসুলি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে। সোমবার পর্ষদের তরফে নতুন করে মামলা করা হয়েছে। দ্রুত এই মামলার শুনানি করা হোক। সম্ভব হলে বুধবারই করা হোক এই শুনানি।' তখন সিজেআই খান্না জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই মূল মামলাটির নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। এরপরে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই রাজ্যকে আবেদন জানাতে হবে। রাজ্যের কৌঁসুলি জানান, তাঁরা শীর্ষ আদালতের নিয়ম মেনেই আবেদন করেছেন। সিজেআই তখন জানান, তাঁরা বিষয়টি দেখে নেবেন।

এ দিনই রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, 'নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোনও অন্যায়-অপরাধ হলে তা নিন্দনীয়। বিষয়টি অবশ্যই বিচারের আওতায় আসা উচিত। তবে এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যাঁরা সততার সঙ্গে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অবিচার হয়েছে।' রাহুল জানান, 'শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর কয়েক জন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের অনুরোধেই তিনি এই চিঠি লিখছেন। রাহুলের কথায়, 'একসঙ্গে এত শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ফলে বিপাকে পড়েছে লাখ লাখ পড়ুয়া। শিক্ষকের অভাবে ক্লাস করতে পারছে না তারা। ফলে মনোবল ভেঙে যাচ্ছে তাদের।' এই পরিস্থিতিতে বিষয়টিতে সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছেন রাহুল। কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাহুল লেখেন, 'দুটি রায়েই বলা হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু নিয়োগ হয়েছে। আবার অযোগ্যদেরও নিয়োগ হয়েছে। নিয়োগ ঘিরে যে কোনও অপরাধ নিন্দনীয়। অপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় আনতেই হবে। কিন্তু যাঁরা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন, অযোগ্যদের সঙ্গে তাঁদের একইরকম ভাবে বিবেচনা করা গুরুতর অবিচার।'

রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা চিঠিতে রাহুলের আর্জি, 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজেও একজন শিক্ষিকা ছিলেন। স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারবেন, একজন চাকরিহারা শিক্ষকের জীবন যন্ত্রণা। কলঙ্কিত এবং নির্দোষ দু'টি স্তরের চাকরিজীবীরাই তাঁদের চাকরি হারিয়েছেন। তবে ন্যায্য ভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে কলঙ্কিত ব্যক্তিদের এক আসনে বসিয়ে বিচার যুক্তিযুক্ত নয়।'

ওই ফুলের আগুন লাগল



বসন্ত সমাগম কালবৈশাখীর দেখা নেই। রোদে পুড়ছে মহানগর। তার ফাঁকেই প্রকৃতির ক্যানভাসে রঙের খেলা। মঙ্গলবার রেড রোডের কাছে — শুভ্রজিৎ চন্দ্র

উম্পুন-মডেলে ঘূর্ণিঝড় গবেষণা আইআইটি-তে

এই সময়: ছবি আঁকার সময়ে সামনে মডেল রেখে তুলি ধরেন বহু চিত্রশিল্পী। ঠিক তেমন ভাবেই পাঁচ বছর আগে হানা দেওয়া সুপার সাইক্লোন উম্পুনকে মডেল করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতির পূর্বাভাস পাওয়ার গবেষণা চালিয়েছিলেন খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার ফর ওশানস, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সেস-এর (কোরাল) পাঁচ বিজ্ঞানী জে কুট্টিপ্পুরাথ, আরএস অখিলা, এ চক্রবর্তী, এন সুনন্দা এবং আর পিটার। সমুদ্রতলের তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং অন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাপকাঠি কতটা কী হলে উম্পুনের মতো বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে, সেই বিষয়েই গবেষণা চালিয়েছিলেন ওঁরা। সেই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানপত্রিকা 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'-এর

'কোরাল টিম'

আওতাধীন ট্রপিক্যাল সাইক্লোন রিসার্চ অ্যান্ড রিভিউ-তে।

২০২০-র মে মাসের শুরু থেকেই বঙ্গোপসাগরের উপরিতলের তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সমুদ্রের উপরে ততদিনে তৈরি হয়েছিল একটি নিম্নচাপও। সমুদ্রতলের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করায় প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প তৈরি হয়ে নিম্নচাপকে ক্রমশ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এ ভাবেই শুরু হয়েছিল উম্পুনের জন্ম। বিধ্বংসী ওই সুপার সাইক্লোনকে 'মডেল' হিসেবে বেছে নিয়ে কী ভাবে গবেষণা চালিয়েছিলেন খড়্গপুর আইআইটি-র 'কোরাল' টিম, সেই প্রসঙ্গে গবেষক জে কুট্টিপ্পুরাথ বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ তৈরি হয় না। ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য পরিবেশের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বাতাসের গতিবেগ, বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং আরও অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ। আমরা উম্পুনের কয়েক দিন আগে থেকে ওই ঘূর্ণিঝড় তৈরির সময় পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়াগত পরিবর্তনের বিন্যাস কেমন ছিল, তাই নিয়ে গবেষণা করেছি।' ওই গবেষক জানাচ্ছেন, মৌসম ভবন থেকে পাওয়া ২০২০-র মে মাসের একেবারে শুরু থেকে ২০ মে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্তের ডেটা থেকে যে কম্পিউটার সিম্যুলেশন করা গিয়েছে, সেটাই আগামী দিনে ঘূর্ণিঝড়ের গতি-প্রকৃতি বুঝতে কাজে লাগবে।

সারা পৃথিবীতেই আবহবিদরা ঘূর্ণিঝড়ের গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য এমন বিভিন্ন রকমের মডেল ব্যবহার করেন। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ শুরু হওয়ার পর থেকে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ অনেকটা সহজ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় কতটা ক্ষতি করতে পারে, সেই বিষয়ে আরও নিখুঁত মডেল তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। খড়্গপুর আইআইটি-র গবেষণা সেই চেষ্টাকেই আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রাথমিক পাঠ মাস্ট শিক্ষক ডাক্তারদের

এই সময়: পদোন্নতির জন্যে তো বটেই, নতুন মেডিক্যাল কলেজের অনুমতি পাওয়ার জন্যেও এ বার শিক্ষক-চিকিৎসকদের বেসিক কোর্স ইন মেডিক্যাল এডুকেশন টেকনোলজি (বিসিএমইটি) পড়তেই হবে। অন্যথায় আটকে যাবে পদোন্নতি, এমনকী নতুন মেডিক্যাল কলেজের ছাড়পত্রও।

বিসিএমইটি-কে বাধ্যতামূলক করে এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে মডার্ন মেডিসিন চিকিৎসা-শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)। সেই বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি-সহ বিষয়টি জানিয়ে এনএমসি সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যসচিব ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠি দিয়েছে সম্প্রতি।

ছাড়পত্রে শর্ত

এনএমসি-র তরফে সংস্থার অধীন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন বোর্ড চিঠিতে জানিয়েছে, যে সব মেডিক্যাল কলেজ সদ্য পড়ুয়া-ভর্তির অনুমতি পেয়েছে, তাদের তরফে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে হলফনামা দিয়ে এনএমসি-কে জানাতে হবে, আগামী এক বছরের মধ্যে সেখানকার সব শিক্ষক-চিকিৎসককে বিসিএমইটি উত্তীর্ণ হতেই হবে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আর নতুন কোনও মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়া-ভর্তির আবেদনই করতে পারবে না যদি না তাদের সব ফ্যাকাল্টি বিসিএমইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। আর পুরোনো কলেজের ক্ষেত্রে ফ্যাকাল্টিরা যদি এই কোর্স না করেন, সে ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর থেকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে প্রফেসর হতে পারবেন না।

পরিবারের দাবি ওড়াচ্ছে পুলিশ

টলিউড উত্তপ্ত, টাকা দিয়ে চেষ্টা হয় মিটমাটের!

এই সময়: এক প্রৌঢ়কে নিজের জীবন দিয়েএক টেলি-সিরিয়াল পরিচালকের মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালানোর খেসারত দিতে হয়েছে। ঠাকুরপুকুরের ওই ঘটনায় এমনিতেই এখন উত্তপ্ত টলিউড, দোষীর কঠোর শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদে মুখর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই। তার উপর কলকাতা পুরসভার ওই প্রৌঢ় কর্মী আমিনুল রহমানের পরিবার মঙ্গলবার দাবি করেছেন যে, পুলিশের তরফে প্রথমে টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট বা 'সেটলমেন্ট'-এর কথা বলা হয়েছিল। বছর ষাটেকের ওই ব্যক্তির বাড়ির লোকজন এমন অভিযোগ আনার পর গোটা বিষয়টি নিয়ে উত্তাপ আরও বেড়েছে। যদিও পুলিশ ওই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।

ঠাকুরপুকুরের পথ দুর্ঘটনায় ধৃত, ছোট পর্দার পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস ওরফে ভিক্টো-কে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। তদন্তে বেরোয়, স্টিয়ারিং ছিল ভিক্টো-র হাতে, গাড়িটা পর পর ৯ জনকে ধাক্কা দেয়। তাঁদের মধ্যে আমিনুল মারা যান, জখম হন ৮ জন।

অভিনেতা ও পরিচালক-প্রযোজক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার 'এই সময়'-কে বলেন, 'অত্যন্ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ঘটনা। আনন্দ করতে চাইলে বাড়িতে বসে করা উচিত। তার জন্য অন্য কাউকে যদি এমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর কথায়, 'ন্যক্কারজনক ঘটনা। উপযুক্ত শাস্তির প্রয়োজন।' সঙ্গীতশিল্পী জোজো বলছেন, 'আমি ভাষাহীন। এত আইন, নিষেধাজ্ঞার পরেও কী করে এই ঘটনা ঘটে?' ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এ দিন 'এই সময়'-কে ফোনে বলেন, 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।' খরাজ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা রাখা প্রয়োজন। একজনের জীবন চলে গেল!'

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনেই ছিল আমিনুলের ছেলের বিয়ে। ওই অনুষ্ঠানের জন্য রবিবার মিষ্টির অর্ডার দিতে দোকানে গিয়েছিলেন আমিনুল। আর সেই সময়েই গাড়ির ধাক্কায় তিনি প্রাণ হারান। কিছু দিন পর তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল। তার আগেই সব শেষ।

সামাজিক মাধ্যমে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'এত মারাত্মক একটা ঘটনায় সবাই কী করে বেল পেয়ে গেল?' স্বস্তিকার বক্তব্য, 'গাড়ি যে চালাচ্ছিল এবং গাড়িতে যে দু'জন মহিলা ছিল, তারা সবাই সমান দোষী। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' যদিও তদন্তকারীদের বক্তব্য, বেল বা জামিন পাওয়ার কথা আসছে কী ভাবে? অভিযুক্ত হিসেবে এক জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনি এখন পুলিশি হেফাজতে। তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবকই

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এক তদন্তকারী অফিসারের ব্যাখ্যা, 'এ রকম ঘটনায়, আইন অনুযায়ী, গাড়ির স্টিয়ারিং যাঁর হাতে থাকবে, প্রাথমিক ভাবে তিনিই প্রধান অভিযুক্ত। গাড়িতে অন্য যাঁরা ছিলেন, তদন্তে আমরা তাঁদের নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করব। তার পর তাঁদের ভূমিকা জেনে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' তবে স্বস্তিকার সাফ কথা, 'পাড়ায় একদিন হেলমেট ছাড়া স্কুটি চড়ে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম, পুলিশ আটকে দিয়েছিল। হাজারো একটা কৈফিয়ত চাইল। তা হলে মানুষ মেরে ফেলেছে যারা, তাদের ব্যাপারে চুপ থাকলে তো হবে না।'

অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী সামাজিক মাধ্যমে বলছেন, 'কে এই মদ্যপ গাড়িচালক পরিচালক, আমি চিনি না। আগে কোনও দিন নামও শুনিনি। কিন্তু ঘটনাটা জানার পর থেকে গা রি রি করছে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে ভেবে যে, ইনি আমারই কর্মক্ষেত্রের আর এক জন কর্মী।' সুদীপ্তার সংযোজন, 'নেশায় প্রায় অবচেতন যে মহিলা ওই গাড়িতেই ছিলেন, তাঁর মুখ চিনি। লজ্জা করল দেখে। খুব লজ্জা করল।'

পানাগড়ে সার কারখানা, অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

এই সময়: রাজ্যে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্প ছাড়পত্র পেল মন্ত্রিসভার বৈঠকে। তার মধ্যে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে একটি সার কারখানাকে। পানাগড়ে হবে ওই কারখানাটি। এ ছাড়াও জেলায় জেলায় শপিং মল এবং তাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টিও অনুমোদন পেয়েছে এ দিন। কয়েকটি জায়গায় আতশবাজির হাবের জন্য যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলির হস্তান্তরেও মিলেছে সবুজ সঙ্কেত।

সূত্রের খবর, পানাগড়ের শিল্প পার্কে তৈরি হবে সার কারখানা। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে কারখানা তৈরির অনুমোদন মিলেছে। যে সংস্থা ওখানে কারখানা তৈরি করবে, শীঘ্রই তাদের জমি দেওয়া হবে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের চার জেলায় শপিং মল তৈরির বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত মিলেছে। বৈঠক শেষে চন্দ্রিমা বলেন, 'কৃষিকাজকে উৎসাহিত করতে গেলে সারের প্রয়োজন। বর্তমানে অনেকগুলো সারের কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে এ বার রাজ্যে নতুন সারের কারখানা তৈরি হবে।' তিনি আরও জানান, পানাগড়ের শিল্প পার্কে 'মেসার্স এগ্রিসোর্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি' নামের সংস্থাটি সারের কারখানা তৈরি করবে। মন্ত্রিসভায় ওই কোম্পানিকে জমি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিক্ষকরা বিমুখ, বিঘ্ন লেখাপড়ায়

▶ প্রথম পাতার পর

তাঁদের পাল্টা যুক্তি, 'প্রতি মাসে যে পোর্টালের মাধ্যমে আমাদের বেতন হয়, সেই স্যালারি পোর্টাল খোলা যাচ্ছে না! এ দিকে ১০ তারিখের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্যালারি রিকুইজ়িশন জমা দেওয়ার কথা স্কুলের।'

সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর 'ভলান্টারি সার্ভিসের' আহ্বানের পরে এই বেতনের প্রশ্নেই সবচেয়ে বেশি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। এখন পোর্টাল খুলতে গেলে 'রক্ষণাবেক্ষণের' বার্তা মেলায় তাঁদের সংশয় বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। সুপ্রিম কোর্ট কী ক্ল্যারিফিকেশন দেয়, সেটা আগে দেখতে হবে।'

সোমবারের মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বার জানিয়েছেন যে, আদালতের কাছে ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়া হবে। এ ব্যাপারে আইনি লড়াইয়ের জন্য দেশের তাবড় তাবড় আইনজীবীদের সহায়তা নেওয়া হবে বলেও মঞ্চ থেকে জানিয়েছিলেন তিনি। এমনকী, এই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কেউ 'টার্মিনেট' না-করায় তাঁদের যে স্কুলে যেতে বাধা নেই, সে কথা বোঝান তিনি। তার পরদিন রাজ্যের ছবিটা কেমন?

কলকাতার লেক টাউন গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড গার্লস হাইস্কুলের তিন জন টিচারের চাকরি গিয়েছে। তাঁদের কেউই এ দিন স্কুলে যাননি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝাঁপবেড়িয়া হাইস্কুলে ন'জন চাকরি খুইয়েছেন। এ দিন স্কুলে যান মাত্র একজন। উত্তর ২৪ পরগনার আটঘড়া হাইস্কুলে চারজনের চাকরি গিয়েছে। এ দিন সকলেই গরহাজির ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনারই চাতরা নেতাজি বালিকা শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষিকা সোমা ঘোষ মঙ্গলবার বলেন, 'আমাদের চারজন শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে। একজনও আসেননি।' মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা থেকে কলকাতা — কার্যত সব জেলাতেই এক চিত্র ধরা পড়ে মঙ্গলবার।

নদিয়ার ভাতজাংলা কালীপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌভিক কর্মকার এ দিন স্কুলে যাননি। কেন? তাঁর সাফ জবাব, 'যোগ্যদের জন্য ঠিক কী ব্যবস্থা হয়, সেটা যথাযথ ভাবে বুঝে তারপর স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।' পলাশির মীরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাকরিহারা ১১ জন শিক্ষক ও দু'জন শিক্ষাকর্মীর মধ্যে সকলেই এ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষিকা সায়ন্তনী বসু রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আমি বাড়িতেই আছি। হারানো সম্মান ফিরে পেলে, তবেই স্কুলে যাব। ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধের কথা ভেবে স্কুলে যেতে হতে পারে। তবে সিভিক টিচার হতে চাই না।' কালীগঞ্জের বল্লভপাড়া জগন্নাথ আশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগরের কালীনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় — সর্বত্র এক ছবি।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামেও বেশিরভাগ স্কুলে শিক্ষকরা এ দিন গরহাজির ছিলেন। তবে পথে নেমে আন্দোলনে সামিল হন অনেকে। সোমবারের কথারই প্রতিধ্বনি তাঁদের গলায়। এঁদের বক্তব্য, 'আর ললিপপে ভুলব না। স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হতে চাই না আমরা। যোগ্য মর্যাদা-সহ স্কুলে ফেরাতে হবে আমাদের। না হলে এই আন্দোলন সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে।'

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'র রাজ্য কনভেনর সঙ্গীতা সাহা বলেন, 'কোন অধিকারে স্কুলে যাব? সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমাদের চাকরি গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারছি না। আমরা চাই, সরকার যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করুক।'

শুধু পূর্ব মেদিনীপুরেই হাজার দেড়েক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের চাকরি খুইয়েছেন। পাঁশকুড়ার শ্যামসুন্দরপুর পাটনা কৃষ্ণচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। এ দিন তাঁদের কেউ স্কুলে যাননি। খেজুরি, মুগবেড়িয়া, কাঁথি, দেশদত্তবাড়, নয়াপুট, এগরা, পাঁশকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল — কোথাও ব্যতিক্রমী চিত্রের দেখা মেলেনি।

এরই মধ্যে আবার শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ দিন 'যোগ্যরা' হাজির হলেও প্রধান শিক্ষক শেখ গোলাম মুস্তাফা হাজিরা খাতায় সই করতে দেননি তাঁদের। তাঁর কথায়, 'সুপ্রিম কোর্ট প্যানেল বাতিল করার পরে একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি চাকরিহারাদের কী ভাবে সই করতে দিই! তবে কেউ ক্লাস নিতে চাইলে, বারণ করতে পারব না।'

তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে স্কুলমুখী হয়েছেন বীরভূমের সাঁইথিয়া হাইস্কুলের চার শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে আছেন জীবনবিজ্ঞানের সজল দাস ও রসায়নের সনাতন ঘোষ। তাঁরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই স্কুলে এসেছি। আসব।'

বীরভূমেরই নলহাটি বালিকা বিদ্যালয় ও কীর্ণাহারের হাটকালুহা বাদশাহি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবার অন্য চিত্র। জেলার মধ্যে এই দুই স্কুলেই চাকরি খুইয়েছেন সবচেয়ে বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা। দু'টিতেই আট জন করে টিচারের চাকরি গিয়েছে। নলহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিদিশা সিংহ এবং হাটকালুহা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পুলক পাল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরে আশা করেছিলাম যে, এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে আসবেন। কিন্তু তাঁরা আসেননি।'

সোমবারের মিটিংয়ের পরে নেতাজি ইন্ডোরেই এক শিক্ষিকা বলেছিলেন — 'সিভিক হব না, স্কুলের চাকরি ফেরান।' মঙ্গলবারের পরে অনেকেই মনে করছেন, ওই বক্তব্য তাঁর একার নয়। আদতে অধিকাংশ চাকরিহারাই এ কথা ভাবছেন।

দেরিতে ঘুমোনোয় সবার উপরে কলকাতা, ভিলেন সেই মোবাইল

এই সময়: দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ঘুমোতে যান অনেক দেরিতে। আর সেই 'লেট স্লিপার'দের তালিকায় মুম্বই, বেঙ্গালুরুকে পিছনে ফেলে পয়লা নম্বরে রয়েছে কলকাতা। ফলে সকালে ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তি, গা ম্যাজম্যাজ অনুভূতি পিছু ছাড়ে না অধিকাংশেরই। একটি সর্বভারতীয় সমীক্ষায় উঠে এল এমনই তথ্য। গদি প্রস্তুতকারক একটি নামজাদা বেসরকারি সংস্থার করা 'গ্রেট ইন্ডিয়ান স্লিপ স্কোরকার্ড ২০২৫' সমীক্ষা বলছে, ৫৮% ভারতীয়ই রাত ১১টার আগে ঘুমোতে যান না। আর কলকাতায় এই অনুপাত ৭৩% ছুঁইছুঁই।

ফলে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি সিংহভাগ মানুষ যে মেনে চলছেন না, তা স্পষ্ট। ২০২৪-এর মার্চ থেকে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৪,৫০০ জনের উপরে সমীক্ষা চালিয়ে এই ফল মিলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্টাডির এই ফলাফল রীতিমতো উদ্বেগের। কারণ, শুধু ক্লান্তি, গা ম্যাজম্যাজ কিংবা ঘুম-ঘুম ভাবই নয়, গুচ্ছ বিপাকজনিত শারীরিক সমস্যার মূলেও রয়েছে এই



> সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে কমবয়সিদের নিয়ে। ওরা তো ভোর পর্যন্ত মোবাইল ঘাঁটে। এতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারবে না
>
> **সোমনাথ মাইতি।** একটি স্লিপ ল্যাবের কর্ণধার

দেরিতে ঘুমোতে যাওয়ার বদভ্যাস। এতে রোজ রাতে শরীরের প্রাকৃতিক জৈব-ঘড়ির সঙ্গে সংঘাত হয় যা আখেরে ক্ষতি করে শরীরেরই।

TALKING পয়েন্ট

সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে দেরিতে ঘুমোতে যাওয়ার কারণও। দেখা গিয়েছে, প্রধানতম কারণ হলো মোবাইল ফোন ঘাঁটাঘাঁটি। কেউ চ্যাটে ব্যস্ত থাকেন তো কেউ নেট সার্ফিংয়ে। কেউ বিঞ্জ ওয়াচিং তো কেউ আবার মজে থাকেন ওটিটি-তে। রয়েছে টিভি, ট্যাব ও ল্যাপটপে সক্রিয় থাকার অভ্যাসও। মোটের উপরে রাতবিরেতে বিনোদনে মজে ওঠার প্রবণতা বৃদ্ধির দিকেই আঙুল তুলেছে এই সমীক্ষা। এবং এই বিষয়টি অভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মন্দের ভালো অবস্থা চেন্নাই ও হায়দরাবাদের। তবে সেখানকার গড়পরতা লোকজনের মধ্যেও প্রায় ৫৫% মানুষ রাত ১১টার আগে ঘুমোতে যান না।

এর ফলও ভুগছে জনতা। সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে, এই লেট স্লিপারদের মধ্যে ৪৪% লোকজনই ঘুম থেকে উঠে চনমনে অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হন। ৫৯% লোকজনের দিনভরের সঙ্গী হয় ঝিমুনি। সঙ্গে থাকে ক্লান্তি। যা সারা দিনই তাঁদের কাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সমীক্ষায় আরও যে মারাত্মক বিষয়টি উঠে এসেছে, তা হলো, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল ঘাঁটার অভ্যাস রয়েছে দেশের বিভিন্ন শহর নির্বিশেষে ৮৪-৯০% মানুষের মধ্যে। ফুসফুস তথা ঘুম বিশেষজ্ঞ অরূপ হালদার বলেন, 'এই সব ডিভাইসের স্ক্রিন থেকে নীল আলো বেরোয়। এই আলো ঘুম আনতে সহায়ক যে হরমোন, সেই মেলাটোনিনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। ফলে দেরিতে ঘুম আসে। এবং গভীর ঘুম হয় না।'

চিকিৎসকেরা তাই ঘুমোতে যাওয়ার এক-দু' ঘণ্টা আগেই স্ক্রিন দেখা বন্ধ করারই পরামর্শ দিচ্ছেন। স্লিপ মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌরভ দাস বলেন, 'এই স্টাডি একটি ভয়ঙ্কর সত্যি প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। জেনেবুঝে লোকে ঘুমের সঙ্গে আপস করছেন। এতে শুধু ক্লান্তি ও মনোযোগে ব্যাঘাতই দেখা যাচ্ছে না, বিপাকেরও অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, ওবেসিটি, অ্যাংজ়াইটি—সব কিছুরই ঝুঁকি বাড়ে এতে। ভুলে গেলে চলবে না, রাত ১০টায় ঘুমোতে যাওয়া এবং অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমের ব্যাপারটা ঐচ্ছিক বিষয় হতে পারে না।'

তাঁর সঙ্গে একমত কলকাতার একটি স্লিপ ল্যাবের কর্ণধার সোমনাথ মাইতিও। তিনি বলেন, 'সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে কমবয়সিদের নিয়ে। ওরা তো ভোর পর্যন্ত মোবাইল ঘাঁটে। এতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারবে না। রাতটা যে ঘুমোনোর জন্য প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা অনেকেই ভুলে যান। ব্রেনের ইইজি করলে আমরা ল্যাবে বুঝতে পারি যে টানা এই বদভ্যাসের জেরে মস্তিষ্কের জৈব-ঘড়ি নিজেই বুঝে উঠতে পারে না, কখন ঘুমোনো উচিত। একটা সময়ে এই বদভ্যাস রোগে পরিণত হয়।' ইএনটি তথা ঘুম বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর দত্ত অবশ্য এই সমীক্ষার ফলাফলকে 'বিপজ্জনক প্রবণতা' আখ্যা দিয়েও মনে করেন, এত বড় দেশে আরও অনেক বেশি লোকের উপরে সমীক্ষা চালানো গেলে প্রকৃত চিত্রটা আরও স্পষ্ট হতো।

ঝটিতি

হঠাৎ 'হামলা' গার্ডেনরিচে

■ এই সময়: আচমকা 'হামলা' গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সে! মঙ্গলবার সকালে শিপ বিল্ডার্সে 'হামলার' খবর জানাজানি হতেই হইচই পড়ে যায় খিদিরপুর এলাকায়। পরে অবশ্য জানা যায়, সত্যি সত্যি হামলা হয়নি। তবে হাই সিকিউরিটি জ়োনে কোনওদিন সত্যি হামলা হলে কী ভাবে তার মোকাবিলা করা হবে, এ দিন তারই মহড়া হয়েছে। নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক বা গাফিলতি আছে কি না, এ দিন কাউকে কিছু না জানিয়েই তা পরীক্ষা করেন কর্তৃপক্ষ। শিপ বিল্ডার্সের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয় সেখানে। তাই নিরাপত্তা অনেকটাই জোরদার। এ দিনের মহড়ায় প্রথমেই দ্রুত এলাকা খালি করতে বলা হয় কর্মীদের। তখনও কিছু মালুম হয়নি। পরে অবশ্য কর্তৃপক্ষ জানান, প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই মহড়া।

পুলিশে নিয়োগ

■ এই সময়: পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের পুলিশে সরাসরি নিয়োগ করতে নিয়ম বদল করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা সরাসরি পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (আর্মস), ইনস্পেক্টর (আর্মস) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদে সরাসরি নিয়োগের সুযোগ পাবেন। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ক্রীড়া দপ্তরের এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নগর উন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র শিল্প দপ্তরে ৫৩টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে মন্ত্রিসভা। পদগুলিতে আপাতত বেশিরভাগই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হবে।

পুর-অভিযান

■ এই সময়: কালীঘাটে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের ফুটপাথ থেকে দখলদার সরাল কলকাতা পুরসভা। মঙ্গলবার সকালে এই অভিযান চালানো হয়। স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথ দখল করে থাকত কিছু পরিবার, নোংরায় ভরে থাকত রাস্তা। তা পরিষ্কার করা নিয়ে স্থানীয়রাও পুরসভার কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। ১৪ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিনে কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার আগে মন্দির সংলগ্ন এলাকা ঝাঁ চকচকে করা হচ্ছে। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'যে সব পরিবারকে সরানো হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকা রয়েছে। পুরসভার তরফে এঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।'

বিস্ফোরণে আইএসআই, বিষ্ণোই যোগ

অমৃতসর: সোমবার রাতে জলন্ধরে বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়ার বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পাঞ্জাব পুলিশ। পুলিশের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআই এবং গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের যোগ রয়েছে।

সোমবার রাত একটা নাগাদ সভাপতি কালিয়ার বাড়ির সামনে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে বাড়ির এক অ্যালুমিনিয়ামের পার্টিশন ও কাচের জানলা ভেঙে গিয়েছে। এ ছাড়া উঠোনে থাকা এক এসইউভি ও মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেউ হতাহত হননি বলে জানিয়েছেন জলন্ধরের ডিসিপি মনপ্রীত সিং।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, একটি ই-রিকশা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে তা আবার ফিরে আসে এবং তার পরেই বিস্ফোরণ হয়। ফুটেজে ফুলকি ও আগুন দেখা গিয়েছে। জলন্ধর জেলার বিজেপি

জলন্ধরে ধৃত দুই

সভাপতি সুশীল শর্মা জানান, তিন অপরিচিত ব্যক্তি ওই ই-রিকশা থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পাঞ্জাব পুলিশ। স্পেশাল ডিজিপি অমিত শুক্লা জানিয়েছেন, ই-রিকশাটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই রয়েছে। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ জ়িশান আখতার ও পাক গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড।' তিনি জানান, বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জলন্ধরের পুলিশ কমিশনার ধনপ্রীত কৌর জানিয়েছেন ফরেনসিক দলও পরীক্ষা শুরু করেছে।

নিজে বাঁচতে স্ত্রীকে হত্যা!

এই সময়, সোনারপুর: এ যেন ক্রাইম থ্রিলার ওয়েব সিরিজের টানটান চিত্রনাট্য! স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য ছেলের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্ত্রী। কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী। তাই প্রেমের কাঁটা উপড়ে ফেলতে প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুনের ছক কষেছিলেন স্ত্রী। সেটা কোনও ভাবে জানতে পেরে যান স্বামী। নিজে খুন হতে পারেন, এই আশঙ্কায় স্ত্রীকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি স্বামীর। সোনারপুরের মাহিনগর এলাকার ঘটনা। স্ত্রীকে খুন করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্বামীকে। মৃতের নাম প্রিয়াঙ্কা গায়েন। ধৃত বাপি গায়েন।

পুলিশি জেরায় বাপি দাবি করেন, ফোনে আড়ি পেতে তিনি জানতে পারেন, সুপ্রকাশ ও প্রিয়াঙ্কা তাঁকে খুনের ছক করছেন। তার পরেই স্ত্রী'কে খুন করার সিদ্ধান্ত নেন। গত ৫ এপ্রিল ভোরে ঘুমন্ত স্ত্রী'র গলায় গামছা জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। তার পরে ছ'বছরের ছেলেকে নিয়ে চম্পট দেন। অবশেষে ধরাও পড়ে যান।

বল্লভভাই 'আমাদের', প্রমাণে মরিয়া কংগ্রেস

এই সময়, নয়াদিল্লি: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে নিয়ে বিজেপি বনাম কংগ্রেসের লড়াই নতুন নয়। এ বার সেই উত্তরাধিকারের লড়াইকেই অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল কংগ্রেস। সর্দার প্যাটেলের জন্মভূমি গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদে আয়োজিত এআইসিসি অধিবেশনের প্রথম দিনে আয়োজিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকে সর্দার প্যাটেলের নামে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে বিজেপিকে তোপ দেগেছে কংগ্রেস শিবির। এই প্রসঙ্গেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের অভিযোগ,



আমেদাবাদে এআইসিসি-র অধিবেশনে সনিয়া ও রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার — এই সময়

এআইসিসি

'বিজেপি এবং আরএসএস যৌথভাবে সর্দার প্যাটেলের কৃতিত্বকে 'চুরি' করার চেষ্টা করেছে বারবার। কিন্তু তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে।' খাড়্গের সংযোজন, 'বরাবরের মতোই সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে হাতিয়ার করেই দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে আমাদের দল।'

সর্দার প্যাটেলের জন্ম ও কর্মভূমি গুজরাট থেকেই বরাবর লড়াইয়ের প্রেরণা পেয়েছে কংগ্রেস, জানিয়ে কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেন, 'গুজরাট হচ্ছে সেই রাজ্য যেখান থেকে কংগ্রেস তাদের ১৪০ বছরের ইতিহাসে সব থেকে বেশি শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছে। আমরা আবার এখানে একত্রিত হয়েছি অনুপ্রেরণা ও শক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে। আমাদের দলের প্রকৃত শক্তি হলো দেশের একতা, অখণ্ডতা এবং সামাজিক ন্যায়ের মতাদর্শ। সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে। এর জন্যই সবার আগে আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে।' তবে প্রায় ৬৪ বছর পরে ফের এআইসিসি-র বৈঠক হচ্ছে।

মঙ্গলবার আমেদাবাদের এআইসিসি অধিবেশনে আয়োজিত বর্ধিত সিডব্লিউসি-র বৈঠকে উপস্থিত ১৫৮ জন সদস্যরা সবাই সর্দার প্যাটেলের নামাঙ্কিত প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। বৈঠকের পরে কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ এবং কে সি বেণুগোপাল জানান, বুধবার দলের অধিবেশনে ২টি প্রস্তাব পাশ হবে। জাতীয় ইস্যু এবং গুজরাটের রাজনৈতিক বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হবে। এ দিনের বৈঠকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের বিষয়ে কথা হয়েছে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয় নিয়েও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এ দিন প্রস্তাব দেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রার' মতো এ বার 'দেশ বাঁচাও' যাত্রা করুন রাহুল গান্ধী। বেকার যুবদের স্বার্থে রেলপথে 'ভারত বাঁচাও যাত্রা' করার জন্যও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

আজ বৈঠকের শেষ দিন। বিজেপি যে ধর্মীয় মেরুকরণ ও বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে চলছে, সংবিধানকে ক্রমাগত 'অর্থহীন' করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কী ভাবে এগনো হবে, সে বিষয়ে নীতি নির্ধারণ হতে পারে।

জার্মানির লগ্নি স্বাগত রাজ্যের

এই সময়: রেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত জার্মানির সংস্থাগুলিকে রাজ্যে লগ্নি করার আহ্বান জানালেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা। জার্মানি থেকে আসা এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এই আর্জি জানান। ইন্দো-জার্মান রেলওয়ে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার উপর মঙ্গলবার কলকাতায় আয়োজিত একটি টেকনিক্যাল সিম্পোজিয়ামে মন্ত্রী বলেন, 'রেলওয়ে ক্ষেত্রে জার্মানির যে সব সংস্থার বিশ্ব জুড়ে নাম রয়েছে, তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্যে বাংলা অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্য। এশিয়ার চিরাচরিত বাজারগুলি থেকে জার্মানি তাদের নজর অন্য দিকে ঘোরাচ্ছে। আমাদের আশা বাংলা ও জার্মানির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে রেলওয়ে ক্ষেত্রে, অদূর ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে।' এ দিন সিম্পোজিয়ামে ভারতীয় ও জার্মান নানা রেলওয়ে শিল্পের প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

কিছু ওয়ার্ডে সভাপতি বদল করল জোড়াফুল

এই সময়: দক্ষিণ কলকাতার সাতটি ওয়ার্ডের সভাপতি বদল করল তৃণমূল। যে ওয়ার্ডগুলিতে সভাপতি বদল করা হয়েছে সেগুলি বেহালা পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত। সেখানকার বিধায়ক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা নেতৃত্ব এই রদবদল করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

বেহালা

তৃণমূল সূত্রের খবর, দলনেত্রীর অনুমোদন নিয়ে বেহালার মোট সাতটি ওয়ার্ডের সভাপতি পদে বদল করা হয়েছে। তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবাশিস কুমার এই বদলের কথা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন। পার্থর অনুপস্থিতিতে এতদিন দেবাশিস নিজে বেহালা পশ্চিম বিধানসভার সাংগঠনিক কাজ দেখাশোনা করতেন। সূত্রের খবর, বেহালার ১১৯, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০ এবং ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন সভাপতি করা হয়েছে। এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে সভাপতির পদে দীর্ঘদিন কেউ ছিলেন না। তৃণমূলের মূল সাংগঠনিক বদল অবশ্য এখনও বকেয়া রয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রথমে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে অদলবদল হবে। জেলাস্তরে এই অদলবদলের পরে ব্লক ও টাউন স্তরে সাংগঠনিক রদবদল হবে। এই সাংগঠনিক রদবদলের পাশাপাশি তৃণমূলের কয়েকটি শাখা সংগঠনের রাজ্য ও জেলা-স্তরের নেতৃত্বে রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, যেহেতু পার্থ প্রায় তিন বছর জেলবন্দি রয়েছেন তাই বেহালা পশ্চিমে দলের সাংগঠনিক কাজ একজন বিধায়ক যে ভাবে মনিটরিং করেন, তা হচ্ছিল না। কয়েকজন ওয়ার্ড সভাপতি সে ভাবে সক্রিয় ছিলেন না। ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতির মৃত্যুর পরে দীর্ঘদিন সেই পদ ফাঁকা ছিল। এই প্রেক্ষাপটে দলনেত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সাতটি ওয়ার্ডে নতুন নেতাকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাঠ দেখতে ব্রিগেডে নেতৃত্ব

এই সময়: আগামী ২০ এপ্রিল সিটু, কৃষক সভা, খেতমজুর সংগঠন সহ চারটি বাম গণসংগঠনের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ হতে চলেছে। চিরাচরিত প্রথা মেনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে এ বার মঞ্চ করতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। আগামী ১৯ তারিখ ময়দানে মঞ্চ বাঁধার অনুমতি পাবে বামেরা। যদিও তার আগেই ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সংক্রান্ত কাজ এগিয়ে রাখতে চান বাম নেতারা। সে দিকে তাকিয়েই মঙ্গলবার ব্রিগেডে যান অনাদি সাহু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সিটু

২০শে বাম সমাবেশ

নেতারা। কোথায় মূল মঞ্চ বাঁধা হবে, সাইড স্টেজ কোথায় হবে, মঞ্চ ও জনতার মাঝে কতটা গ্যাপ রাখা হবে, তা নিয়েই পরিকল্পনা করা হয়। সিপিএমের কলকাতা জেলা নেতৃত্বও এদিন হাজির ছিলেন সেখানে। ব্রিগেডের মঞ্চ সহ সমাবেশের সার্বিক প্রস্তুতির দায়িত্বে চিরকাল থাকেন কলকাতার নেতৃত্ব। এবারেও কল্লোল মজুমদার, সংগ্রাম চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কলকাতার সিপিএম নেতৃত্ব মঞ্চ সহ ব্রিগেডের দায়িত্বে থাকবেন।

ডিজিপি নিয়োগে নীতি বদলাচ্ছে রাজ্য সরকার

এই সময়: যোগী রাজ্য উত্তরপ্রদেশের মতো বাংলাতেও রাজ্য পুলিশের ডিজিপি পদে নিয়োগের জন্য নয়া নিয়ম কার্যকর করতে উদ্যোগী হলো নবান্ন। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই নিয়ম কার্যকর হলে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমার আরও দু'বছর ওই পদে থাকতে পারবেন। এ জন্য রাজ্যের অধীনে একটি সিলেকশন কমিটি তৈরি করা হবে। সে ক্ষেত্রে এতদিন ধরে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী, ডিজিপি পদে নিয়োগের জন্য রাজ্যকে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সিনিয়র আইপিএসদের নামের তালিকা আর পাঠিয়ে অনুমতির জন্য বসে থাকতে হবে না। বদলে রাজ্যই সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ডিজিপি নিয়োগ করতে পারবে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ডিজিপি পদে নিয়োগের জন্য রাজীব কুমারের নাম সুপারিশ করে দিল্লিতে পাঠানো হলেও কেন্দ্র সেক্ষেত্রে কোনওভাবেই তাতে সম্মতি দেবে না বলে মনে করছে নবান্ন। ফলে রাজীব কুমারের চাকরির মেয়াদ ৬ মাস বাকি থাকতেই নতুন নিয়ম প্রণয়ন করতে চায় রাজ্য। যাতে সেই নিয়ম অনুযায়ী রাজীব কুমারকে আরও দু'বছরের জন্য স্থায়ী ডিজি পদে নিয়োগ করা যায়।

গত নভেম্বরে উত্তরপ্রদেশ সরকার যে নতুন নিয়ম প্রণয়ন করে তাতে ঠিক হয়, ওই রাজ্যে ডিজিপি নিয়োগ করবে একটি সিলেকশন কমিটি। যেখানে প্রার্থীর চাকরির মেয়াদ, অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হবে। এছাড়া অবসরের আগে অন্তত ছ'মাস চাকরি বাকি থাকতে হবে সেই প্রার্থীর। এবং নিয়োগ পাওয়ার পরে তিনি অন্তত দু'বছর ওই পদে থাকবেন।

হকার কমপ্লেক্স থেকে সবুজ বাজির নয়া হাব

এই সময়: হকার উচ্ছেদ নিয়ে গোলমালের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, বিভিন্ন জেলায় হকারদের ব্যস্ত রাস্তা থেকে সরিয়ে একটি বহুতল শপিং মলে ঠাঁই দেওয়া হবে। জানানো হয়েছিল, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হওয়া শপিং

সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার

কমপ্লেক্সে দু'টি তলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করা হবে। এর আগে এই ধরনের চারটি কমপ্লেক্সের ছাড়পত্র মিলেছিল। মঙ্গলবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও চার জেলায় নতুন কমপ্লেক্স গড়ার অনুমোদন মিলল। সেই সব কমপ্লেক্সে থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দোকান। চন্দ্রিমা জানান, কোচবিহার, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর এবং বাঁকুড়ায় নতুন কমপ্লেক্স তৈরি হবে। আগে জলপাইগুড়িতে দু'টি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে একটি করে এই ধরনের কমপ্লেক্স তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজ্যে একের পর এক বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে গিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাণ। গত কয়েক বছরে এমন ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বাজি তৈরি হয় যে সব জেলায়, সেখানে জমি চিহ্নিত করে সবুজ বাজি হাব তৈরি করা হবে। বাজি কারিগরেরা সেখানেই বাজি তৈরি করতে পারবেন। সেখানে সব রকম পরিকাঠামো থাকবে। জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল আগেই। এ বার সেই জমি হস্তান্তরের জন্য অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা।

নির্দেশ ফুটেজ জমা দেওয়ার

এই সময়: আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুন হওয়া চিকিৎসকের নাম প্রকাশ্যে আনার অভিযোগ উঠেছিল কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার সেই মামলায় ভিডিয়ো ফুটেজ আদালতে জমা দিতে মামলাকারীর আবেদন

বিনীতের নামে মামলা

গ্রহণ করল আদালত। এ দিন সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকে মামলায় যুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অন্যদিকে, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও হলফনামা জমা দিয়েছে রাজ্য। বিনীত গোয়েলকেও হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ৬ মে মামলার পরের শুনানি। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতা পাণ্ডে নামে এক আইনজীবী বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তিনি আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও নির্যাতিতার নাম করে আইন অমান্য করেছেন তৎকালীন কমিশনার।

চপারের কোপ

এই সময়: আড্ডার মধ্যেই হঠাৎ তিন জন মিলে হামলা চালালেন একজনের উপরে। জখম ওই তরুণ। সোমবার রাত দুটো নাগাদ ঘটনাটি গড়িয়াহাটের কাঁকুলিয়া রোডে। জখমের নাম রবি রাজবংশী ওরফে ভোলু। তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের ধারণা, টাকাপয়সা নিয়ে পুরোনো গোলমালেই এই ঘটনা। সোমবার রাতে নয়ন সমাদ্দার, পিন্টু এবং যিশুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন ভোলু। হঠাৎই তাঁকে চপার দিয়ে কোপাতে থাকেন বাকিরা।

ধাক্কা কিয়স্কে

এই সময়: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশ-কিয়স্কে ঢুকে গেল একটি ডাম্পার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ অরবিন্দ সেতুর কাছে। তবে তখন কিয়স্কে কেউ ছিলেন না। উল্টোডাঙা থেকে খান্না মোড়ের দিকে যাওয়ার সময়ে ডাম্পারটি প্রথমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইট বারে আটকে যায়। হাইট বারের কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। তার পর রাস্তার পাশে থাকা পুলিশ-কিয়স্কে ধাক্কা দেয় ডাম্পারটি। চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, ডাম্পারটি আটক করা হয়েছে।

চুরিতে গ্রেপ্তার ২

এই সময়: মোটরবাইক চুরি করে পালানোর সময়ে পুলিশের হাতে বমাল ধরা পড়ে গেল দু'জন। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে যাদবপুরের পোদ্দার নগরের কাছে। যাদবপুর ট্র্যাফিক গার্ডের সার্জেন্ট কিরণময় মান্না মোটরবাইকটিকে আটকান কারণ, চালক ও আরোহী দু'জনেরই হেলমেট ছিল না। তার পর বাইকের কাগজপত্র দেখতে চান তিনি। পরে নম্বরের সূত্রে মোটরবাইক মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ জানতে পারে, সেটি চুরি গিয়েছে।



গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং-এর বিপণির মাধ্যমে গত অর্থ বছরে সারা দেশে ১৫৫ কোটি টাকার বেশি বিক্রি হয়েছে গোদরেজের এসি, ফ্রিজ সমেত নানা কনজ়িউমার অ্যাপ্লায়েন্সেস। যে মাইলফলক স্মরণীয় করে রাখতে মঙ্গলবার কলকাতায় গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং-এর সদর দপ্তরে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন (বাঁ দিক থেকে) গোদরেজ অ্যাপ্লায়েন্সেস-এর জ়োনাল হেড অজয় ভরদ্বাজ, গ্রেট ইস্টার্নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেন্দ্র কুমার বৈদ এবং গোদরেজ অ্যাপ্লায়েন্সেস-এর ব্রাঞ্চ হেড ভৈরব সিং— এই সময়

চলন্ত ফলকনুমা থেকে বিচ্ছিন্ন দুই এসি রেক!

এই সময়: হঠাৎই কমতে শুরু করেছিল গতি। কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে থেমে গিয়েছিল দু'টি এসি কামরা। আতঙ্কিত যাত্রীরা প্রথমে মনে করেছিলেন ট্রেনটি হয়তো লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে। কিন্তু 'আসল' ঘটনা জানার পর আতঙ্কের পাশাপাশি বিস্ময়েরও শেষ রইল না যাত্রীদের। তাঁরা জানলেন, সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হাওড়া আসার ফলকনুমা এক্সপ্রেস বেলাইন হয়নি, তার দু'টি এসি কামরা মূল ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গতি হারিয়ে ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল!



বিপত্তির পরে দাঁড়িয়ে ট্রেন — পিটিআই

মঙ্গলবার সকালে হাওড়াগামী ফলকনুমা এক্সপ্রেস যখন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার সুম্মাদেবী ও মান্দাসা গ্রামের মাঝে, তখনই খুলে যায় ট্রেনের দু'টি এসি কামরার 'কাপলিং' বা জোড়। এর ফলে মূল ট্রেনটি বেশিরভাগ কামরা নিয়ে হাওড়ার পথে এগিয়ে গেলেও বাকি দু'টি এসি কামরা ট্র্যাকেই থমকে ছিল। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরে ফলকনুমা এক্সপ্রেসকে ফের পিছিয়ে এনে তার সঙ্গে কামরা দু'টিকে জোড়া হয়। তার পর ট্রেনটি আবার হাওড়ার দিকে রওনা দেয়। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এর জন্য ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দু'ঘণ্টা দেরিতে চলতে শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ ট্র্যাকে ফলকনুমা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য তার পিছনে পর পর দাঁড়িয়ে পড়েছিল একের পর এক ট্রেন। রীতিমতো সমস্যায় পড়েন ওই রুটের অন্য ট্রেনের যাত্রীরাও।

ঘরে বাইরে

কোন হলে কোন ছবি

■ হিন্দি

■ সিকন্দর (কোয়েস্ট) ০৯.০৫, ১০.০০, ১১.০০, ১৩.০০, ১৪.০০, ১৬.০০, ১৭.০০, ১৯.০০, ২০.০০, ২১.০০, ২২.০০, ২৩.০০, (ফোরাম) ০৯.০৫, ১০.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (সাউথসিটি) ১০.০০, ১১.৪০, ১৩.০০, ১৪.৪০, ১৬.০০, ১৯.০০, ২০.০০, ২২.০০, ২২.৪৫, ২৩.০০, (সিসি-১) ০৯.০৫, ১০.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (সিসি-২) ১০.০০, ১২.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, (হাইল্যান্ড) ১০.৩০, ১২.০০, ১৩.৩০, ১৫.০০, ১৬.৩০, ১৮.০০, ১৯.৩০, ২১.০০, ২২.৩০, (মেট্রো) ০৯.৩০, ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (বেলুড়) ১০.৩০, ১২.০০, ১৩.৩০, ১৫.০০, ১৬.৩০, ১৮.০০, ১৯.৩০, ২১.০০, ২২.৩০, (মধ্যমগ্রাম) ১০.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, (স্বভূমি) ১০.০০, ১২.০০, ১৩.০০, ১৫.০০, ১৬.০০, ১৮.০০, ১৯.০০, ২১.০০, ২২.০০, PVR (অবনী) ০৯.৩০, ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (মনিস্কোয়্যার) ০৯.১৫, ১০.৩০, ১২.১৫, ১৩.৩০, ১৫.১৫, ১৬.৩০, ১৮.১৫, ১৯.৩০, ২১.১৫, ২২.৩০

শব্দ-লব্ধ ২২৮১



পাশাপাশি:
১। পোশাকপরিচ্ছদ
৩। গোপনে অপসারণ
৫। লতা, বল্লী
৯। পূজার যোগ্য
১০। বসন্তকাল
১১। মানসিক প্রফল্লতাবিধান

উপর-নীচ: ১। নির্বিচারে অন্যের লাগানো কথায় বিশ্বাস করে এমন ২। পরিব্রাজক ধর্ম, সন্ন্যাস ৪। আয়ত্ত ৬। নতমুখ ৭। মাঝামাঝি অবস্থাযুক্ত ৮। তিতিক্ষা

সমাধান ২২৮০



আজকের দিন

■ এরিস/মেষ (২০ মার্চ-১৯ এপ্রিল) কর্মচারীদের পদোন্নতির যোগ। নিজের শরীর ঠিক থাকবে। প্রেম পর্বে কোনও বাধা নেই।

■ টরাস/বৃষ (২০ এপ্রিল-১৯ মে) দাম্পত্য সুখ বজায় থাকবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে দিনটা খুবই ভালো। ব্যবসায় লাভ কিছু বাড়তে পারে। শরীর নিয়ে চিন্তা নেই।

■ জেমিনি/মিথুন (২০ মে-২০ জুন) বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। অর্থকষ্ট থাকবে না। দাম্পত্যজীবন ভালো কাটবে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে।

■ ক্যানসার/কর্কট (২১ জুন-২১ জুলাই) প্রেমে বিরোধের যোগ প্রবল। শত্রুদের এড়িয়ে চলবেন। দূরে কোথাও যাবেন না। ব্যবসা মন্দাভাব চলবে। শরীর চলনসই।

■ লিও/সিংহ (২২ জুলাই-২১ অগস্ট) আগের কাজ আগে শেষ করতে পারবেন। সন্তানের সাফল্যে গর্ব বাড়বে। শরীর-স্বাস্থ্য চলনসই।

■ ভার্গো/কন্যা (২২ অগস্ট-২০ সেপ্টেম্বর) অর্থাগমের নতুন রাস্তা আজ পেতে পারেন। পাওনা টাকা আদায় হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভালোই হবে।

■ লিব্রা/তুলা (২১ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর) শুভ দিন। ব্যবসা লাভ বাড়বে। কর্মস্থলে পরিবর্তন নেই। শরীর নিয়ে আজ চিন্তা নেই।

■ স্করপিও/বৃশ্চিক (২৩ অক্টোবর -২১ নভেম্বর) বেকারদের সুপ্রস্তাব আসতে পারে। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা নেই।

■ স্যাজিটেরিয়াস/ধনু (২২ নভেম্বর-২২ ডিসেম্বর) অর্থ খরচ হতে পারে। ব্যবসায় লগ্নি বাড়াতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। নতুন প্রেম প্রস্তাব আসতে পারে।

■ কেপ্রিকর্ন/মকর (২৩ ডিসেম্বর -১৯ জানুয়ারি) কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন। সন্তানের জন্য উদ্বেগ বাড়তে পারে। প্রেমে ঘনিষ্ঠতা।

■ অ্যাকোয়ারিয়াস/কুম্ভ (২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি) লগ্নি বাড়াতে পারেন। আজ খ্যাতিলাভের যোগ আছে। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। গৃহশান্তি বজায় থাকবে। প্রেম চলবে।

■ পাইসেস/মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-১৯ মার্চ) ব্যবসায় কম লাভ হবে। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা। বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

শ্রীরামানুজ

পঞ্জিকা মতে

বার: বুধ ২৬ চৈত্র, ১৪৩১ সন, ৯ এপ্রিল, ২০২৫।
তিথি: দ্বাদশী দং ৪৩।৪৫ রাত্রি ঘ ১০।৫৬।
অমৃতযোগ: দিবা ঘ ৭।৫ মধ্যে পুনঃ ৯।৩৪ গতে ১১।১৪ মধ্যে পুনঃ ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে পুনঃ ১।৩৩ গতে উদয়াবধি।
বারবেলা: ঘ ৮।৩৩ গতে ১০।৬ মধ্যে পুনঃ ১১।৩৯ গতে ১।১২ মধ্যে।
কালরাত্রি: ঘ ২।৩৩ গতে ৩।৫৯ মধ্যে।
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে)

জমি চিহ্নিত সেক্টর ফাইভ থেকে তেঘরিয়া পর্যন্ত ৬.৬ কিমি রাস্তায়

কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ২.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ প্রহর গুনছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির (সিআরএস) পরিদর্শনের। সিআরএস-কর্তারা এই অংশ পরিদর্শন করে যাত্রী পরিবহণের অনুমোদন দিলেই হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত প্রায় ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে চলতে শুরু করবে মেট্রোর রেক। মেট্রো-পথে হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত যেতে খুব বেশি হলে ১২ মিনিট এবং সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত যেতে খুব বেশি হলে আরও ১৫ মিনিট লাগবে। গ্রিন লাইনের এই অংশ যখন যাত্রী পরিবহণের জন্য পুরোদস্তুর তৈরি, ঠিক তখনই গ্রিন লাইনের সম্প্রসারণের কাজও শুরু করে দিল মেট্রো রেল। সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ থেকে তেঘরিয়া পর্যন্ত অংশে যে পথে মেট্রো চালানো হবে, সেই পথ চিহ্নিতকরণ বা ডিমার্কেশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ থেকে হলদিরাম (তেঘরিয়া) পর্যন্ত মেট্রো রেল চালানোর জন্য যে রুট বাছা হয়েছিল, তার দৈর্ঘ্য ৬.৬৫ কিলোমিটার। সেক্টর-ফাইভ ছাড়ার

সম্প্রসারণ মেট্রো রেলের গ্রিন লাইনেও

পর যথাক্রমে কৃষ্ণপুর, কেষ্টপুর, বাগুইআটি এবং রঘুনাথপুর পার করে তেঘরিয়ায় পৌঁছনোর কথা মেট্রোর। তবে গ্রিন লাইনের এই সম্প্রসারিত অংশের নির্মাণ নিয়ে গোড়া থেকেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ। মেট্রো চেয়েছিল, এই অংশের নির্মাণের খরচ রাজ্যের সঙ্গে আধাআধি ভাগ করে নিতে। কিন্তু তাতে রাজ্য সরকার উৎসাহী ছিল না। এ বিষয়ে একাধিক বার বৈঠক সফল না-হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর তরফে রেলবোর্ডকে প্রকল্পের পুরো খরচই বহন করতে বলা হয়। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়, প্রকল্পের খরচ ২ হাজার ২৬৫ কোটি টাকা।

কলকাতা মেট্রোর কর্তারা বলছেন, 'রেলমন্ত্রী গোড়া থেকেই জানিয়ে আসছেন, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা না-হলে নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ কখনও বাধা হবে না। গ্রিন লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ছিল। কয়েকটি ধাপে ওই কাজ হওয়ার কথা। প্রথম দিকের ধাপগুলো অতিক্রম করা হয়েছে। এ বার এই অংশের পালা।'

কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ থেকে মেট্রোকে নিয়ে যাওয়া হবে ভিআইপি রোড পার করে কেষ্টপুর খালের উপর দিয়ে। হলদিরামের (তেঘরিয়া) যেখানে এই রুট শেষ হবে বলে আপাতত ঠিক হয়েছে, সেই জায়গা থেকে বিমানবন্দরের মেট্রো টার্মিনাস ২ কিলোমিটারেরও কম দূরে। গ্রিন লাইনের এই অংশটি পুরোটাই এলিভেটেড করা হবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে। তবে হলদিরাম স্টেশন থেকে দিনের শেষে মেট্রোর রেকগুলোকে বিমানবন্দর টার্মিনাসে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে সুড়ঙ্গপথে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ, অগ্নিগর্ভ জঙ্গিপুর

উত্তেজনা, সংঘর্ষ ■ পুলিশের গাড়িতে আগুন, ভাঙচুর ■ ইটের আঘাতে জখম পুলিশকর্মী

এই সময়, জঙ্গিপুর: সংশোধিত ওয়াকফ বিলে ইতিমধ্যে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি। নতুন এই আইন নিয়ে প্রতিবাদ ঘিরে অশান্তির আগুন মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পুলিশকে লক্ষ্য করে চলে দেদার ইটবৃষ্টি। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের দু'টি গাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকেও পাল্টা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়।





দাউ দাউ করে জ্বলছে পুলিশের গাড়ি। (ডান দিকে) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ। মঙ্গলবার

মঙ্গলবার বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ওমরপুর মোড়ের কাছে কয়েক হাজার মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বের হয় সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে। ওই মিছিলের জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। এর ফলে জাতীয় সড়ক ও জাতীয় সড়ক লাগোয়া লালগোলা-জঙ্গিপুর রাজ্য সড়কও কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অবরোধ তুলতে।

প্রথমে পুলিশ বুঝিয়ে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের সেই অনুরোধ মানতে রাজি হননি বিক্ষোভকারীরা। এরপরেই শুরু ঝামেলা। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বেপরোয়া ভাবে লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েক জনের মাথা ফাটে বলেও অভিযোগ। তখন উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইট ছুড়তে শুরু করলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে স্থানীয় মানুষ ছোটাছুটি করতে থাকেন।

পুলিশও নিজেদের বাঁচাতে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে গেলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দু'টি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি যে এ রকম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে, পুলিশ তা আগাম আঁচ করতে পারেনি।

রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান শেখ বলেন, 'কলকাতায় এ দিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছিল। বৈঠক শেষে খবর পেয়েই রওনা দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। খুবই দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত ঘটনা।'

বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর কথায়, 'প্রতিবাদ মিছিলকে ঘিরে রঘুনাথগঞ্জে উত্তেজনা তৈরি হয়। আমার কাছে এটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার। ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রতিবাদ যেন সাম্প্রদায়িক রং না-নেয়, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি না-করে, সেই আবেদন জানাই।' জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সুবলচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব বুঝেও লঘু করে দেখেছে। সে জন্যই এ দিন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। দায় পুলিশকেই নিতে হবে।'

জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, 'কী হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা আমরাও করি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে আছেন। এলাকার মানুষকে বলব শান্ত থাকতে।'

ইমাম-মোয়াজ্জেমদের সংগঠনের রাজ্য ও মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন,

বন্ধ ইন্টারনেট

'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের নামে এ দিন সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। রাস্তা অবরোধ করে ভোগান্তির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে দোষীদের শনাক্ত করে পদক্ষেপ করুক। কিন্তু নিরীহ সাধারণ মানুষ যেন পুলিশের হয়রানির মুখে না-পড়ে, সেটাও দেখার কথা বলেছি পুলিশ-প্রশাসনকে।' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক্স-হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ঘটনার পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলা হয়েছে, 'জঙ্গিপুরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। যাঁরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গুজব ছড়ানোর চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকলকে অনুরোধ, গুজবে কান দেবেন না। শান্ত থাকার জন্য আবেদন করছি।'

মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র বলেন, 'আইনশৃঙ্খলার অবনতি এড়াতে রঘুনাথগঞ্জ ও সুতি থানা এলাকা জুড়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তা থাকবে।' সেই সঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত জঙ্গিপুর জুড়ে সমস্ত ধরনের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলেও জানা গিয়েছে।

হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআইকে তদন্তভার কোর্টের

পর্যবেক্ষণে আরজি কর-দুর্নীতি

এই সময়: নদিয়ার মুরুটিয়া থানার পুলিশের হেফাজতে শওকত মণ্ডল নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে— এই অভিযোগ সামনে এসেছিল বছর দুয়েক আগে। ওই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্ত চেয়ে ২০২৩ সালের ২৫ অগস্ট মামলা দায়ের করেন শওকতের পরিবার। সেই মামলায় মঙ্গলবার সিবিআই-তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ— এর আগে এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই রায় সুপ্রিম কোর্টও বহাল রেখেছিল। বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গে ওই হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে আর্থিক অনিয়মের মামলাতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। নদিয়ার মুরুটিয়ার শওকত মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনাতেও তাই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলো বলে বিচারপতি জানিয়েছেন।

আদালত সূত্রের খবর, মৃত শওকতের স্ত্রী মঞ্জুরা বিবিই ওই ঘটনায় মামলাকারী। একটি পুরোনো মাদক মামলায় শওকতের দাদা মোহন মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। যদিও তাঁদের গ্রেপ্তারির জন্য পুলিশ বাড়িতে এলে মোহন এবং তাঁর স্ত্রী পুলিশকে জানান, ওই মামলায় তাঁরা আগেই জামিন পেয়েছেন। অভিযোগ, সে কথা শোনার পরে পুলিশ ৩ লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই টাকা না-দেওয়ায় মোহনের ভাই শওকত মণ্ডলকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ছিল শওকতের স্ত্রী মঞ্জুরা বিবির। তার পরে ভোরে স্থানীয় একটি বাঁশবাগানে উদ্ধার হয়েছিল শওকতের দেহ। সেই সময়ে মঞ্জুরা বিবি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্য পুলিশকে দোষারোপ করে মামলা করেন। আবার, সেই রাতেই পুলিশ মোহন মণ্ডলের স্ত্রী মাফুজা বিবিকে থানায় তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। শুধু তা-ই নয়, একটি খুনের মামলায়

নদিয়ার মুরুটিয়া থানা

তাঁকে অভিযুক্তও করা হয়, এমনটা দাবি। তার পর মাফুজা কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করে।

শুধু তা-ই নয়, মাফুজার অভিযোগ ছিল যে, পুলিশ তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এই অভিযোগ তুলে তিনি ঘটনার সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই সময়ে ওই ডিভিশন বেঞ্চের নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল।

মাফুজা বিবির মামলায় হাইকোর্ট যেহেতু সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে, তাই মঞ্জুরা বিবি তাঁর স্বামী শওকত মণ্ডলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনাতেও ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

নিয়োগ বাতিলে নাম, দায়িত্বে অনড়



ক্লাস নিচ্ছেন জিয়াউল হক (নীল শার্টে) —এই সময়

এই সময়, সুতি: গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাঁর চাকরিটা আর নেই। শুক্রবার থেকে কার্যত ক্লাস না নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মাসিক বেতন পাওয়া নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। কিন্তু খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে শুধুমাত্র ভালোবাসার টানেই স্কুলে আসছেন মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি-১ ব্লকের বহুতালি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জিয়াউল হক। শীর্ষ কোর্টের রায় আর যাই হোক স্কুলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা কেড়ে নিতে পারেনি।

এসএসসি-র ২০১৬-র প্যানেল বাতিলের কারণে যে স্কুলে শিক্ষকরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জিয়াউল। ১৭ জনের মধ্যে ১১ জনই চাকরি খুইয়েছেন এই স্কুলে। এদের মধ্যে সাত জন বিজ্ঞানের। এ ছাড়া বাংলা, ইতিহাস, এডুকেশন ও দর্শন বিষয়ে একজন করে চাকরিহারা। এই মুহূর্তে স্কুলে চারজন স্থায়ী শিক্ষক ও দু'জন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। তবে গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করেছেন 'স্কুলে ফিরতে'।

জিয়াউল গত শুক্রবারও নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে এসেছেন। হাজির ছিল পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারাও। জিয়াউল বলেন, 'গত ২ এপ্রিল থেকে প্রথম ইউনিট টেস্ট শুরু হয়েছে। চলবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত। গত শুক্রবারও পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ছাত্রদের কথা চিন্তা করে বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম কথা বলেছে, আমি শুনিনি। পড়ুয়া ও স্কুলকে ভালোবাসি, তাই আসছি।' জিয়াউল জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক। পরীক্ষা চলাকালীন ওদের মাঝপথে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়, সেটা অনুভব করেছেন। পাশাপাশি জানান, অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু সবকিছু টাকা দিয়েও বিচার করা যায় না। ক্লাস নেওয়া ছাড়াও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজ রয়েছে বলে জিয়াউল জানান।

আদালতের রায়ে নিমেষের মধ্যে বদলে গিয়েছে রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর চালচিত্র। গত বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ কোর্টের রায়ের পরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও নিজের দায়িত্বে অনড় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জিয়াউল। তাঁর এই ভূমিকায় খুশি সহ-শিক্ষকরাও। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পাশে তাঁরা সব সময়ে

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

আছেন বলেও জানান। তবে এতদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে যে গদি আঁটা চেয়ারে বসতেন, সেই চেয়ার ফাঁকা রেখে তার পাশেই একটি কাঠের চেয়ারে বসে স্কুল পরিচালনা করে চলেছেন জিয়াউল।

তাঁর কথায়, 'মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠাতে হয়। 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টালে আপডেট করতে হয় নিয়মিত। একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পরীক্ষার নম্বর আপলোড করতে হয়। এ ছাড়া পড়ুয়াদের প্রত্যেক মাসে আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ানোর বিষয়টিও দেখতে হয়। এত কিছু কাজ সামাল দেওয়ার জন্যই স্কুলে আসছি। হঠাৎ করে নতুন কেউ দায়িত্ব এলে সব কাজ বুঝতে উঠতেই সময় চলে যাবে।'

অন্তঃসত্ত্বার আত্মহত্যার চেষ্টা, নাম জড়াল বিধায়কের

এই সময়, বেলডাঙা: গ্রামে সালিশি সভা চলছিল। অন্তঃসত্ত্বা এক তরুণীর দুরবস্থা নিয়ে। সালিশি সভা বানচাল হওয়া এবং তার পরে বাড়িতে গিয়ে গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে ওই তরুণীর আত্মহত্যার চেষ্টায় নাম জড়াল বেলডাঙার বিধায়ক, তৃণমূলের হাসানউজ্জামান শেখের। মঙ্গলবার দুপুরের ঘটনা।

সভা বসে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানা লাগোয়া একটি জায়গায়। তরুণীর বাড়ি বেলডাঙার মাঝপাড়ায়। যেখানে গিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে তাঁর বাবা জানান। পুলিশ সূত্রের খবর, দেড় বছর আগে বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই পণের দাবিতে ওই তরুণীর উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়।

বেলডাঙা

আবার, কিছু দিন আগে তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্বামী ২০২১-এ একজনকে বিয়ে করেছিলেন, তবে গোপন করে গিয়েছিলেন সে কথা। তরুণী সেটা জানার পরে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার আরও বাড়ে। এ দিন দুপুরে ওই তরুণীর উপস্থিতিতে সালিশি সভা বসেছিল।

তরুণীর বাবার অভিযোগ, 'বিধায়ক ওই সালিশি সভায় হাজির হয়ে আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের পক্ষ নিয়ে গোটা সভা বানচাল করেন। তার পরেই মেয়ে সভা ছেড়ে বাড়ি গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। মেয়ের কিছু হলে বিধায়ক দায়ী থাকবেন।' ওই তরুণীকে স্থানীয়রা কোনও রকমে উদ্ধার করে নিয়ে যান বেলডাঙা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁর বিপদ কাটেনি বলে সূত্রের খবর। বিধায়ক হাসানউজ্জামান শেখের বক্তব্য, 'ওই তরুণীর পরিবার ডিভোর্সের পথে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু ওই তরুণী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাই, এখন ডিভোর্স না-করে আরও দু'মাস সময় নিয়ে সম্পর্ক ঠিক করার কথা আমি বলি।'



ট্যাঙ্কারের চালককে গণপিটুনি থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ —এই সময়

বাবাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পথে ট্যাঙ্কারে পিষ্ট মেয়ে

এই সময়, শিলিগুড়ি: ক্যান্সার আক্রান্ত চিকিৎসাধীন বাবাকে নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়ার সময়ে গ্যাসের ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির অদূরে জটিয়াকালী এলাকায়। মৃতার নাম অরুণা গুরুং (৩৩)। তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোডে।

একটি স্কুটিতে অন্য এক মহিলার

শিলিগুড়ি

সঙ্গে তিনি জটিয়াকালী এলাকার একটি বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। নার্সিংহোমের ঠিকানা হদিশ করতে তাঁরা রাস্তার পাশে গ্যাসের ট্যাঙ্কারের সামনে স্কুটিটি দাঁড় করান। কিন্তু আচমকাই চালক গ্যাসের ট্যাঙ্কার চালাতে শুরু করেন। ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় অন্য মহিলা ছিটকে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়লেও অরুণা চাকার তলায় পড়ে পিষে যান। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে ট্যাঙ্কার চালককে দাঁড় করান। পুলিশি অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ শুরু করেন।

তাঁদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার সময়ে ঘটনাস্থলে একজন পুলিশকর্মী থাকলেও তিনি জখম মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেননি। প্রায় ঘণ্টাখানেক ছটফট

ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় অন্য মহিলা ছিটকে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়লেও অরুণা চাকার তলায় পড়ে পিষে যান। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে ট্যাঙ্কার চালককে দাঁড় করান

করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা করে। অন্য জখম মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। উত্তেজিত বাসিন্দাদের সামলাতে লাঠি নিয়ে তাড়া করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় যান চলাচল শুরু হলেও এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ দূর হয়নি।

তাঁদের অভিযোগ, ঘোষপুকুর থেকে সলসলাবাড়ি ফোর লেনের কাজ অজানা কারণে ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালী পর্যন্ত দুই কিলোমিটার এলাকায় বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে এই এলাকায় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। এখানে হাইস্কুল এবং প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। বার বার বলার পরেও রাস্তার কাজ যেমন শেষ করা হচ্ছে না, তেমনই পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে না। পুলিশ এ দিন গ্যাসের ট্যাঙ্কার চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা, মামলা হাইকোর্টে

এই সময়: রামনবমীর পরে এ বার হনুমান জয়ন্তীতেও রেড রোড চত্বরে শোভাযাত্রার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলো 'হিন্দু সেবা দল'। আগামী ১২ এপ্রিল রেড রোডে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করতে চাইলেও পুলিশের অনুমতি পায়নি ওই সংগঠন। ফলে, শোভাযাত্রার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার মামলাটি দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতির তীর্থঙ্কর ঘোষ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আজ, বুধবার এই মামলার শুনানি হতে পারে। 'হিন্দু সেবা দল' হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১১টা পর্যন্ত রেড রোড চত্বরে শোভাযাত্রা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেজন্য তাদের পুলিশের অনুমতি প্রয়োজন। উল্লেখ্য, চলতি বছর শর্তসাপেক্ষে রাজ্যের একাধিক জায়গায় রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা করার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

হরিণের মুখে

▶ প্রথম পাতার পর

চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া সামগ্রীর টানেই বন্যপ্রাণীরা রেললাইনে চলে আসছে। এতে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।' গোরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে-র বক্তব্য, 'এই ধরনের ঘটনা হয়ে থাকলে দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি জঙ্গলের ওই জায়গা প্লাস্টিকমুক্ত করতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী বিজ্ঞানী বিপ্লব দাসের কথায়, 'যে কোনও প্রাণীর জন্য প্লাস্টিক ক্ষতিকর। খাদ্যনালীতে আটকে যাওয়ার পাশাপাশি শরীরে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।' আলিপুরদুয়ার রেলের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমকে ফোন করা হলেও তাঁর বক্তব্য মেলেনি।'

নজির কালীগঞ্জে, ফের শুরু ভোটার তালিকা সংশোধন

এই সময়: বিধায়কের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। তবে তার দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন।

যদিও 'ভূতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে রাজনৈতিক বিতর্কে কার্যত মান্যতা দিয়ে কমিশন এই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার-তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল মঙ্গলবার থেকে। এ জন্য কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ভোটার-তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যা নজিরবিহীন। এতদিন বছরে এক বারই নির্বাচন কমিশন সংশোধিত ভোটার-তালিকা প্রকাশ করত। জানুয়ারি মাসে সেটা হতো। কোনও উপনির্বাচনের আগে কমিশনের ভোটার-তালিকা প্রকাশের রীতি নেই। শুধুমাত্র এই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার-তালিকাই সংশোধন করা হচ্ছে। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই কেন্দ্রের মানুষ ভোটার-তালিকায় নাম তোলা বা মৃত ও ভুতুড়ে ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানাতে পারবেন। কমিশন ৫ মে এই কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার-তালিকা প্রকাশ

শুধুমাত্র কালীগঞ্জ বিধানসভার তালিকাই সংশোধন হচ্ছে। ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত মানুষ নাম তোলা বা মৃত ও ভূতুড়ে ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানাতে পারবেন

করবে। জনমানসে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ফেরাতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। কমিশন খসড়া ভোটার-তালিকা প্রকাশ করে জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত ভোটার-তালিকা প্রকাশের পর গত তিন মাসে ৩২৮ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬০ জন মৃত। বেড়েছে বুথের সংখ্যাও। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ২৬১টি বুথ ছিল। এ বার ৪৮টি নতুন বুথ যুক্ত হয়েছে। মোট বুথ ৩০৯।

আঙুলের ছাপ ফেরাল ঘর ছাড়া তরুণীকে

মহম্মদ মহসিন ■ উলুবেড়িয়া

পথ হারিয়ে, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে, হোমে ঠাঁই হয়েছিল যাঁর, আঙুলের ছাপের মহিমায় তিনি ফিরলেন বাড়ি।

সেই আঙুলের ছাপ হয়ে উঠল পুনর্মিলনের গোপন চাবিকাঠি। আট বছর পরে নিজের পরিবারের কাছে ফিরলেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ওই তরুণী। কিশোরী বেলায় বাড়ি থেকে দিদির বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে কোনও ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল সেই মেয়ে। অনেক পথ পেরিয়ে হোমে ঠাঁই হয় তার। আজ তিনি তরুণী। এতদিন পরে নিজেদের মেয়েকে, বোনকে চিনতে পেরে বুকে টেনে নিয়েছেন বাবা, অসুস্থ, শয্যাশায়ী মা, দাদা, দিদি। ভূমিকন্যাকে ফিরে পেয়ে খুশিতে ঝলমল করছে নদিয়ার চাকদহ থানার ঘোড়াঘাটা গ্রামও।

কী নাম সেই মেয়ের? কী নামে ডাকা যায় তাঁকে? মেহেন্দা, নাকি সঞ্চিতা?

তা হলে ফিরতেই হচ্ছে গপ্পে।

আট বছরেরও কিছু আগের কথা। এক হারিয়ে যাওয়া কিশোরীকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি হোমে রাখে। এক বছর পরে তার ঠাঁই হয় হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার কাটিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুমোদিত আশা ভবন সেন্টার-এবিসির হোমে। নিজের নাম-ঠিকানা ভুলে যাওয়া ওই মেয়ের নাম মেহেন্দা রেখেছিলেন হোম কর্তৃপক্ষই। ওই হোমের অধিকর্তা জন মেরি বারুই বলেছিলেন, 'এখানকার আবাসিকরা সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। মেহেন্দা হলো এই রকম বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন।'

হোমের আধিকারিক, কর্মী, এমনকী সরকারি আধিকারিকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ডাকাবুকো স্বভাবের মেহেন্দা। হোমের অন্দরেই, কোনও এক কাক-ডাকা ভোরে নিশ্চুপে কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা রেখেছিল সেই মেয়ে। ওই হোমের সুপারিনটেন্ডেন্ট অরুণিমা জাশু জানিয়েছেন, ২০১৭-য় সালে আবাসিকা হিসেবে তাঁদের কাছে পাঠানো হয় মেহেন্দাকে। হোমের নিয়ম মেনেই তার ঠিকানা খুঁজে বের করার বহু চেষ্টা হয়।



বাড়ি ফিরে পেল হোমের আদরের মেহেন্দা —এই সময়

কিন্তু কোনও সাহায্য মেলেনি মেহেন্দার কাছ থেকে। কোথায় তার বাড়ি? কোনও নদীর ধারে নাকি পাহাড়ের কোলে? মা আছেন? ভাই-বোন? — কিছুই বলতে পারেনি সে।

চেষ্টা চলছিল অন্য দিকেও। ঘোড়াঘাটা গ্রাম থেকে আচমকা হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে খুঁজে পেতে ২০১৭ থেকে চেষ্টার কসুর করেনি পরিবার। মেয়ের বাবা শ্রীদাম হীরা জানিয়েছেন, তাঁর ছয় মেয়ে ও এক ছেলে। ছোট মেয়ে সঞ্চিতা ছিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। সে বছর ১৭ ডিসেম্বর দিদির বাড়ি যাওয়ার সময়ে হারিয়ে যায় সঞ্চিতা। দাদা সুদীপ্ত বলছেন, 'একাধিক বার চাকদহ থানায় অভিযোগ দায়ের করি। পুলিশ বোনের সন্ধান দিতে পারেনি। হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বোনকে আর কোনও দিন পাব না।'

কিন্তু সময় তার গভীরে এঁকেছিল অন্য এক সত্য।

নতুন আশা

নিয়মানুযায়ী, হোমের আবাসিকদের আধার কার্ড করাতে হয়। সেই আধার কার্ড করার সময়ে এখন বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। মেহেন্দার নাম দিয়ে সেই আধার কার্ড করতে গিয়ে থমকে যান আধিকারিকেরা। দেখেন তাঁর আঙুলের ছাপ মিলে যাচ্ছে অন্য একজনের সঙ্গে। হুবহু! কম্পিউটারই জানিয়ে দেয়, সঞ্চিতা হীরা নামের কোনও এক কিশোরীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে মেহেন্দার আঙুলের ছাপ! যার বাড়ি চাকদহের ঘোড়াঘাটা গ্রামে। তবে কি সঞ্চিতাই সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে? হোমের কাউন্সেলর অমৃতা শ্যামল কালবিলম্ব না করে নিজেই ঘোড়াঘাটায় উপস্থিত হন। খোঁজ-খবর করে নিশ্চিত হন, সঞ্চিতাই সেই মেয়ে। অমৃতার পিছু পিছু সঞ্চিতার পরিবার এসে উপস্থিত হয় হাওড়ার হোমে।

এর পরে? মধুরেণ সমাপয়েৎ।

মেহেন্দা আবার সঞ্চিতা হয়ে গত শুক্রবার ফিরে গিয়েছেন গ্রামে। তাঁকে ফিরে পেয়ে চাকদহের এক ছোট মিষ্টির দোকানের মালিক শ্রীদাম, পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী মা শান্তি, দাদা সুদীপ্ত, দিদিরা চোখের জলে বাকরুদ্ধ। এবিসির অধিকর্তা জন বলছিলেন, 'হোমের আবাসিকদের নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার যে আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।'

বলতে বলতে তাঁর চোখেও জল! সন্তানসম কাউকে দূরে পাঠানোর কষ্ট? হবেও বা। আশাভবন সেন্টারের হোমে পড়ে থাকে শ্রীদামের দোকানের এক হাঁড়ি মিষ্টি।

পিএফে নয়া সুবিধা

এই সময়: তাদের কর্মী সদস্যদের সহজেই ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (ইউএএন) তৈরি এবং তা সক্রিয় করার সুবিধা দিতে নতুন ব্যবস্থা আনল ইপিএফও। আধার ভিত্তিক ফেস অথেনটিকেশন ব্যবহার করে এ বার থেকে ইউএএন তৈরি এবং তা সক্রিয় করতে পারবেন কর্মীরা। ইউএএন নম্বর তৈরির ক্ষেত্রে তথ্যগত ভুল কমাতে এবং ব্যবহারকারীদের উন্নত অভিজ্ঞতা দিতে এই ব্যবস্থা চালু করেছে ভবিষ্যনিধি সংস্থাটি।

এত দিন নিয়োগকর্তারাই কর্মীদের ইউএএন নম্বর জেনারেট করতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে বাবার নাম এবং মোবাইল নম্বরের মতো ব্যক্তিগত তথ্যে প্রচুর ভুল দেখা যেত। আবার অনেক সময় নিয়োগকর্তারা কর্মীদের তাদের ইউএএন তথ্য দিতেও পারতেন না। যার ফলে ইউএএন নম্বর 'অ্যাক্টিভেশন'-এ দেরি হতো। নতুন ব্যবস্থায়, কর্মীরা উমঙ্গ অ্যাপে ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে সরাসরি ইউএএন জেনারেট এবং অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। নিয়োগকর্তারাও উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমে কর্মীদের ইউএএন তৈরি করতে পারবেন।

চিনকে ১০৪% শুল্ক বোমা ট্রাম্পের

এই সময়: তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প। কথায় কথায় চিনের মতো মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের উপর অবিশ্বাস্য আমদানি শুল্ক কার্যকর করে দিতে পারেন। প্রথমে ২০%, তারপর ৩৪%। এবং সবশেষে গতকাল বেজিং-এর তরফে মার্কিন মুলুকের উপর পাল্টা চাপানো ৩৪% শুল্ক তুলে না নেওয়ায় রাতারাতি ৫০%। সব মিলিয়ে ১০৪%।

তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাবি করতেই পারেন, নীচের নিন্দুকরা বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবিরের। তাই তাঁর শুল্কনীতির অপব্যাখ্যা করছেন।

কার্যকর আজ থেকেই

তবে জেপি মর্গ্যান চেজ় প্রধান জ্যামি ডিমন থেকে ব্ল্যাকরক সিইও ল্যারি ফিঙ্ক, ব্রিজ়ওয়াটার অ্যাসোসিয়েট (বিশ্বের বৃহত্তম হেজ় ফান্ড)-এর প্রতিষ্ঠাতা রে ডালিও থেকে পার্শিং স্কোয়্যার সিইও বিল অ্যাকম্যান বা কেপিএমজি'র ডায়ান সোয়ঙ্ক—মন্দা আসার সম্ভাবনা নিয়ে সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাজেন্ডায় একমত এঁরা সবাই। যদিও

কোন সূত্রে এঁরা জোট বেঁধেছেন এই ভাবনায় যে 'রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ'-এর ধাক্কায় অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন মুলুকে মন্দা আসছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া আঙ্কল স্যামের জন্যও 'শক্ত' হবে।

এঁদের মতে, প্রেসিডেন্ট শুল্ক আকাশছোঁয়া করে দেওয়ায় রাজকোষে বাড়তি অর্থ ঢুকবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। দেশে উৎপাদন বাড়বে কি না, নাগরিকদের চাকরি বাড়বে কি না, অর্থনীতির বৃদ্ধির চাকা ঊর্ধ্বগামী হবে কি না—কোনও অ্যাঙ্গেলেই হালকা আশার আলোও দেখা যাচ্ছে না।

তবে একটা সম্ভাবনা (আশঙ্কাও বটে) এবং তার সমস্ত ইকোনমিক ইন্ডিকেটর একযোগে একটাই সিগন্যাল দিচ্ছে— আর যাই হোক, মার্কিন অর্থনীতির পরিস্থিতি 'গুটি গুটি পা পা' করে হেঁটে মন্দার দিকেই এগোচ্ছে। অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাতারাতি অবস্থান ১৮০ ডিগ্রি পাল্টে ফেলে (যাতে তিনি সিদ্ধহস্ত) রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ পুরোপুরি 'রোল-ব্যাক' করলেও মন্দা আসার সম্ভাবনা পুরোটা আটকানো যাবে না। আর ট্যারিফ চালু হলে... হাতেগরম ফল পাওয়া যাবে খুব শীঘ্রই।

শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো এক লিখিত বার্তায় ডিমন জানিয়েছেন, মার্কিন অর্থনীতিতে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যে আমদানি হওয়া পণ্য বাদ দিয়ে চিন্তা করলেও ছবিটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। যে ভাবে ঘরোয়া বাজারে 'ইনপুট কস্ট' বেড়েছে এবং চাহিদার ধরন বদলাচ্ছে, তাতে স্বল্পকালীন মেয়াদে বর্ধিত হারে মূল্যবৃদ্ধির জেরে মন্দা আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সরাসরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য-নীতিকে একহাত নিয়ে ডিমনের দাবি, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বন্ধু-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য-চুক্তি সেরে ফেলার বদলে যে ভাবে তাদের উপর একতরফা শুল্কের তোপ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা মার্কিন অর্থনীতির জন্য ভালো হবে না। ভারত বা ব্রাজ়িলের মতো ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে থাকা দেশকে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জোর দেওয়ার বদলে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য ও লগ্নির বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দিলে তা মার্কিন অর্থনীতির জন্য অনেক ভালো হতো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোন যুক্তিতে তা করলেন না, তা বোঝা যাচ্ছে না।'

শেয়ারবাজার সূচক

সূচক	বন্ধ	বাড়া/কমা
সেনসেক্স	৭৪,২২৭.০৮	(+)১০৮৯.১৮
নিফটি ৫০	২২,৫৩৫.৮৫	(+) ৩৭৪.২৫
মিডক্যাপ ১০০	৪৯,৮৩৮.০০	(+)১০২৮.৫৫
স্মলক্যাপ ১০০	১৫,৩৮৯.০০	(+) ৩২১.১০
নিফটি ব্যাঙ্ক	৫০,৫১১.০০	(+) ৬৫০.৯০

ডলার । পাউন্ড । ইউরো

কারেন্সি	ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য
মার্কিন ডলার	৮৫.৭০	৮৬.৫৫
ব্রিটিশ পাউন্ড	১০৮.৬০	১১১.২২
ইউরো	৯৩.০০	৯৫.৪৮

সোনা-রুপো

পাকা সোনা বার দাম (বৃদ্ধি/হ্রাস)
₹ ৮৮,৫০০ (-৬০০)*

পাকা সোনা বার (পোর্শন)
₹ ৮৮,৯৫০ (-৬০০)*

হলমার্কযুক্ত গয়নার সোনা
₹ ৮৪,৫৫০ (-৫৫০)*

রুপো (পোর্শন/কেজি)
₹ ৯০,৫৫০ (+১২৫০)*

*জিএসটি অতিরিক্ত, শর্তাবলী প্রযোজ্য
* সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম

*অঙ্ক টাকায় *সূত্র: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে 'সফল' প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা



সৌম্যকান্তি ঘোষ

২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল 'প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা'র সূচনা করেন নরেন্দ্র মোদী। মুদ্রা যোজনার আওতায় ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বন্ধক ছাড়া ঋণ দেওয়া হয়। চারটি বিভাগে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে - শিশু, কিশোর, তরুণ এবং ২০২৪-২৫ সালে শুরু হওয়া তরুণ প্লাস।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই যোজনায় ৫২ কোটিরও বেশি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, ঋণ দেওয়া হয়েছে ৩২.৪ লক্ষ কোটি টাকা। এটি এমএসএমই-গুলিকে দেওয়া মোট ঋণের প্রায় ২০%। অগ্রাধিকার খাতে এমএসএমই-গুলিকে দেওয়া ঋণ ২০১৪ আর্থিক বছরে এসসিবি-র সংশোধিত নেট ব্যাঙ্ক ঋণের ১৫.৮% ছিল, ২০২৪ আর্থিক বছরে এই হার বেড়ে প্রায় ১৯.৩% হয়েছে।

সহজে ঋণের এই সরবরাহ এমএসএমই উদ্যোগগুলিকে শুধু যে আর্থিকভাবে স্বাধীন করে তুলেছে তাই নয়, তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মুদ্রা যোজনার মোট অ্যাকাউন্টগুলির সাপেক্ষে শিশুর ভাগ ২০১৬ সালের ৯৩% থেকে কমে ২০২৫ সালে ৫১.৭% হয়েছে। এই একই সময়কালে কিশোরের ভাগ ৫.৯% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৪.৭%। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বহু শিশু অ্যাকাউন্ট ক্রমশ বিকাশ লাভ করে কিশোর-এর উচ্চতর ঋণ নিয়েছে এবং এমএসএমই সংস্থাগুলি ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। গড় ঋণের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। আর্থিক বছর ২০১৬-এ গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৯,০০০ টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে ১.০৫ লক্ষ টাকা হয়েছে।

এই যোজনার অন্য সুফল হল, মহিলা এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি/অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন। ৫২ কোটি মুদ্রা অ্যাকাউন্টের মধ্যে ৫০% হলো তপশিলি জাতি/উপজাতি/অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের। ঋণের টাকার ৩৫% তাঁরা পেয়েছেন।

মুদ্রা যোজনার আওতায় থাকা অ্যাকাউন্টগুলির ৬৮% মহিলাদের নামে। রাজ্যওয়াড়ি ভাগের দিক থেকে দেখতে গেলে বিহারে মহিলা উদ্যোক্তার সংখ্যা সব থেকে বেশি (৪.২ কোটি), এর পরে রয়েছে তামিলনাড়ু (৪ কোটি) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৩.৭ কোটি)। মোট অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টের হার বিচার করলে প্রথমে থাকবে মহারাষ্ট্র (৭৯%), এর পরে রয়েছে ঝাড়খণ্ড (৭৫%) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৭৩%)।

২০২০ সালের ১ জুলাই 'উদ্যম' পোর্টালের সূচনা হয়েছে। এখানে নথিভুক্ত মোট এমএসএমই-র মধ্যে ২০.৫% মহিলা মালিকানাধীন। পোর্টালে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মোট কর্মসংস্থানের ১৮.৭% সৃষ্টি হয় এই মহিলা মালিকানাধীন এমএসএমই-গুলি থেকে। এই সব তথ্য সম্মিলিতভাবে বোঝাচ্ছে যে, মুদ্রা ঋণ শুধু আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথই প্রশস্ত করছে না, একই সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর রাজ্যগুলির দিকে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিচ্ছে।

(লেখক ষোড়শ অর্থ কমিশনের সদস্য এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। মতামত ব্যক্তিগত)

দরপত্র ও নোটিশ

কোর্ট বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে শ্রীমতি সবিতা মুখার্জী মহাশয়া, বুক নং – ৪, ভল্যুম নং ১, ০০০৭০ নং আমমোক্তার দলিল যাহা পাতা ৭৮০ হইতে ৭৯০ লিখিত ১৬.০১.২০১৫ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস, হাওড়া অফিসে রেজিস্টিকৃত শ্রী ধ্রুব সত্য মুখার্জির নিকট হইতে নিযুক্ত বিধায় জেলা হাওড়া, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৫ বর্গফুট বাস্তু জমি। সাং ১২ নং উমেশ ব্যানার্জি হোল্ডিং ভুক্ত থানা – শিবপুর, জেলা হাওড়া অন্তর্গত সম্পত্তি বিগত ইংরেজি ১০/০৭/২০১৬ তারিখে ০৪৬১৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শ্রীমতী সোমশ্রী ঘোষ কে বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত দলিলখানি হাওড়া এ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং সোমশ্রী ঘোষ মিউটেশনের জন্য হাওড়া টাউন সার্ভে অফিসে (বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও) ৩নং, কার্তিক দত্ত রোড, হাওড়া ৭১১১০১ আবেদন করিয়াছেন, যাহা মিউটেশন কেস নং MN/2025/0515/1218, যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ অদ্য তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নিকট যোগাযোগ করিবেন নতুবা একতরফা বিচার হইবে ।

Subhankar Mondal (Advocate)
Howrah Judge's Court

বিজ্ঞপ্তি

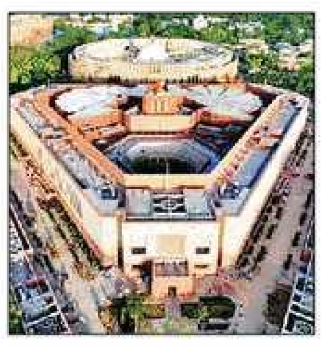
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রোহিত কুমার। সাং বিষ্ণুপুরবেথা থানা মাঝয়া, ডিস্ট্রিক্ট বিহার, পিন নং 844116। গত 18.12.23 তারিখ 06652/2023 নং দলিলমূলে শোভা গুপ্তা এর নিকট হইতে একটি জমি ক্রয় করেন। যাহার মৌজা জাফরপুর J.L. No. 9, L.R. Dag No. 1239 পরিমান 1K. 14Ch. 20sq.ft. উক্ত বিক্রেতা স্বস্তি রায়চৌধুরী ও ব্রততী রায়চৌধুরী আমোক্তার নিযুক্ত করে বিপ্লব রায়চৌধুরীকে। যাহা A.D.S.R. Barrackpore সাবরেজিস্ট্রী অফিসে 00285/2014 রেজিস্ট্রীকৃত আমোক্তারনামা। প্রকাশ থাকে যে উক্ত আমোক্তার নামা বিষয়ে দাতাগনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে BL & LRO B K P II Panihati অফিসে আপীল করতে পারেন। অন্যথায় সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে ও আইননানুগ কার্য্য হইবে।

এই সময়
কথাসরিৎ

তিক্ততা ক্যান্সারের মতো। এটা নিজেকেই কুরে কুরে খায়। কিন্তু রাগ আগুনের মতো। সব কিছু পুড়িয়ে দেয়।
মায়া অ্যাঞ্জেলু

কার্যকরী, তবুও...

সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনে বিভাজনরেখাটি স্পষ্ট



সংসদে সাম্প্রতিক বাজেট সেশনটি ভালো-মন্দ— দুই কারণেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এ বছর। রাজ্যসভা ও লোকসভা— এই দু'টি কক্ষেই দীর্ঘ আলোচনা হয় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৫ নিয়ে। ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে। সফল অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন দুই কক্ষের অধ্যক্ষরা। শাসক দল বিজেপি-ও খুশি সঙ্গীদের সমর্থন পেয়ে। বিশেষত ওয়াকফ আইন সংশোধনের ব্যাপারে যে ভাবে বিজেপি পাশে পেয়েছে তার সঙ্গীদের, তাতে তাদের স্বস্তিতে থাকারই কথা। দীর্ঘ আলোচনার পরে সংসদে পাশ হয়েছে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির প্রস্তাব। বিরোধীরাও তাদের বক্তব্য পেশ করতে পেরে সন্তুষ্ট। এই অধিবেশনে বিজেপি যে শুধু আইনি পরিবর্তনগুলি নিয়ে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থন হয়েছে তা নয়, রাজনৈতিক সমর্থকদেরও খুশি করতে পেরেছে।

তবে এর মানেই যে ছবিটি খুব ভালো, সে কথা বলা চলে না। বিজনেস অ্যাডভাইসরি মিটিং-এ দুই কক্ষেই তীব্র মতানৈক্য হয়, এক সময়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় ওয়াক আউট করেন। বলার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি, এই অভিযোগে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা ও বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াইও অমীমাংসিত রইল। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের সমর্থনে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে বিজু জনতা দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে। বিজেডি নেতা নবীন পট্টনায়ক ওয়াকফ বিলের বিপক্ষে ছিলেন। এ ব্যাপারে পার্টিতে হুইপ জারি না করার সিদ্ধান্তে অনেক পার্টি সদস্যই বিরক্ত ছিলেন। বিজেপি ও এআইডিএমকে-র মধ্যেও বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে। এআইডিএমকে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে। তবে টিডিপি ও জেডি(ইউ) স্বভাবতই বিজেপির পক্ষে কথা বলেছে। ওয়াকফ বিলের গুরুত্ব, তাৎপর্য নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সরকার যে এই বিষয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও মতই গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করেনি, সেটাও কিন্তু দেখা গেল এই আলোচনায়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। রাজ্যসভার একজন মনোনীত মুসলিম সদস্য ছাড়া কোনও মুসলিম সাংসদই এই সংশোধনীর সমর্থন করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাসক জোটের একজনও নির্বাচিত মুসলমান সদস্য সংসদে নেই। হতে পারে যে, এই বাজেট সেশনে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে। কিন্তু এই সেশনে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণও যে তীব্রতর হয়েছে, তা স্পষ্ট। আলোচনা হলে সাধারণত বিষয়গুলি নিয়ে মতৈক্য বাড়ে। কিন্তু এই অধিবেশনে সেটা হল না। সেটা ব্যর্থতা।

দায় এবং দায়িত্ব



বেশ ক'যুগ হল প্রায় সব সরকারি বেসরকারি অফিস কাছারিতে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচয় ঘটেছে। দেওয়ালে ঝোলানো সিলিন্ডারটির ব্যবহার সম্পর্কে নাগরিকদের কম-বেশি ধারণা থাকলেও, প্রয়োজনের সময়ে কত জন তা কাজে লাগাতে পারেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। অথচ আগুন লাগলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, আগুনের কোন নির্দিষ্ট জায়গা বরাবর নল থেকে বেরোনো রাসায়নিক তাক করা দরকার ইত্যাদি না জানলে বিপদ বাড়ে। কোন ধরনের অগ্নিকাণ্ডে জলের ব্যবহার অপরিহার্য, কোথায় বালতিতে রাখা বালি না ছেটালে গোলমাল বৃদ্ধির আশঙ্কা, তাও জানা দরকার। জন-পরিসরে বালি রাখা থাকলেও তা ধূমপান পরবর্তী পর্যায়ে বিড়ি-সিগারেটের অবশিষ্টাংশ গোঁজার কাজেই ব্যবহৃত হয়, অনেকেই মনে করেন সেটিই ওই বস্তুর একমাত্র কার্যকারিতা। অথচ প্রতি বছর শহরের নানা জায়গায় আগুন লাগে, এবং সেগুলির সবটাই খুব বড় আকারে বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু হয়, তাও নয়। অতএব গোড়াতেই অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা কাজে লাগালে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। সম্প্রতি কলকাতার একটি এসি বাসে ধোঁয়া বেরোতে দেখে যাত্রীরা হতচকিত হয়ে পড়লে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, বাসে-ট্রেনে অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থা থাকা দরকার কি না। নাগরিকদের প্রশিক্ষণও কি দেওয়া যায় না?

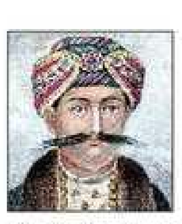
অসংখ্যা

৩৩১৬০২

(তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার ছ'শো দুই)— ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ আমেরিকায় ভারতীয় পড়ুয়ার সংখ্যা। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দিনকেদিন

৯ এপ্রিল



১৭৫৬: নবাব আলিবর্দি খাঁ প্রয়াত হলে মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। তিনিই ছিলেন শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁকে হত্যা করার পরেই বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়।



১৯৪৮: জয়া বচ্চন জন্মগ্রহণ করেন জব্বলপুরে। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবি দিয়ে তাঁর সিনেমা জগতে আত্মপ্রকাশ। ন'টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ছাড়াও ১৯৯২ সালে 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন।

গায়ত্রীমন্ত্র

মহেন্দ্রনাথ সরকার

বোধিবৃক্ষ

প্রত্যেক মন্ত্রের স্পন্দন সৃষ্টি করবার শক্তি আছে। এ স্পন্দনের ভেতর থাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্য। মন্ত্র ছন্দে যুক্ত। কারণ মন্ত্র বিশেষে ছন্দের রূপ হয় ভিন্ন। সব মন্ত্রই একরূপ ধৃতি জাগায় না। যে সব মন্ত্র শক্তির ছন্দকে জাগায় তারা দ্যোতনশীল, জ্ঞানের দিকে তারা নিয়ে যায়। কোন কোন মন্ত্র আনন্দের বিধৃতি জাগায়। মন্ত্রশাস্ত্রে যাঁরা কুশল তাঁরা এ জন্যেই মন্ত্রের বিভাগ অতি নিপুণভাবে করেন। গায়ত্রীমন্ত্র অত্যন্ত গম্ভীর। এর ছন্দ বিকাশশীল, অন্তরকে ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিনিবেশ থেকে উন্মুক্ত করে বিরাট বোধে পূর্ণ করে। অন্তরকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও প্রসারিত করে। এ গায়ত্রীমন্ত্রের এমনি ছন্দ যে অতিমাসানুভূতি সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়— বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে পরিচিত হই। মুক্তির কল্যাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে এ মন্ত্র। তখন সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের সঞ্চার। গায়ত্রীমন্ত্রের তিনটি বিভাগ। চেতনার সূক্ষ্ম লোকে, স্থূল লোকে ও অন্তঃজগতে প্রকাশকে অবলম্বন করে এ বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রহ্মচেতনা সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম লোকে প্রকাশিত, স্থূল লোকে প্রকাশিত, অন্তরেও প্রকাশিত। গায়ত্রীমন্ত্র এ প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্তশ্চেতনা, বহিশ্চেতনা ও সূক্ষ্ম চেতনা সবই এক চেতনার বিকাশ-এটিরই স্মরণ ও বোধ করিয়ে দেয় গায়ত্রীমন্ত্র। গায়ত্রীমন্ত্র বিশ্ব-চেতনা (যার প্রতীক হল 'সবিতা') ও জীব-চেতনার ভেদকে অপসারিত করে দেয়। যখন অন্তরদীপ্তির ও বিশ্বদীপ্তির সম্বন্ধ হয়, তখন অন্তর হয় বিশ্ববিজ্ঞানে পূর্ণ। সে যুক্ত হয় বিশ্ব-ছন্দে। ('উপনিষদের আলো' থেকে গৃহীত)

একজন স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ানের মুখ বন্ধ করার তোড়জোড় থেকেই স্পষ্ট, ব্যঙ্গের তির লক্ষ্যভেদে সফল

কুণালরাই বর্তমান ভারতের ধনঞ্জয় বৈরাগী?



বীর দাস, কুণাল কামরা কিংবা বরুণ গ্রোভার, এই কৌতুকশিল্পীরাই ক্রমশ হয়ে উঠছেন ক্ষমতার বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর। ফলে তাঁদের প্রতি প্রায়শই শাসকের খাঁড়া উদ্যত হতে দেখা যাচ্ছে। লিখছেন **সুমন সেনগুপ্ত**



ব্যঙ্গবিভূষণ ১। 'গ্রেট ডিক্টেটর' (১৯৪০) ছবির একটি কিংবদন্তি দৃশ্যে চার্লি চ্যাপলিন

সাম্প্রতিক সময়ে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরাকে নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় শাসক দলের রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের ব্যঙ্গ করে তিনি অনুষ্ঠান করে থাকেন। তিনি মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি স্টুডিয়োতে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'নয়া ভারত'। তা ইয়ুটিউবে মুক্তি পাওয়ার পরে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযোগ, তিনি একজন নেতাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন। কেন দল ভাঙিয়ে ওই নেতা কিছু বিধায়ককে নিয়ে সরকার ফেলে দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন করেছেন। তার পরেই সেই রাজনৈতিক দলের অনুগামীরা স্টুডিয়ো ভাঙচুর করেছে, ফোনে কুণাল কামরাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। বিষয়টা এখানেই শেষ হয়নি, সরকারের তরফ থেকে মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী বলেছেন, কুণাল কামরাকে তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির একটি অনলাইন পোর্টাল কার্যত কুণাল কামরাকে 'ব্যান' করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে সরকার এত চিন্তিত কেন? কেনই বা তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে?

এই প্রশ্নের এক রকম উত্তর কুণাল কামরা নিজে দিয়েছেন। সরকার চায়, একজন শিল্পী তাদের বশংবদ হোন, তাদের গুণকীর্তন করুন। তাদের খারাপ কাজের যেন সমালোচনা না করা হয়। তিনি আরও বলেছেন, যাতে কোনও প্রেক্ষাগৃহে তাঁর মতো শিল্পী আর অনুষ্ঠান না করতে পারেন, সেই জন্য বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহগুলোকেও সতর্ক করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার, যাতে কুণাল কামরার মতো শিল্পীরা তাঁদের অনুষ্ঠান করার জন্য কোনও জায়গা না পান। শুধু তাই নয়, যাদের ওই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির দায়িত্ব ছিল, তাদের ওই রাজনৈতিক দলের ছোট বড় নেতারা বলেছেন, কুণাল কামরার সঙ্গে সব ধরনের সংস্রব ছিন্ন করতে।

এ তো গেল এক ধরনের যুক্তি, কিন্তু আরও একটা যুক্তি আছে, যা নিয়ে কথা বলা উচিত। কুণাল কামরার শ্রোতা বা দর্শক কারা? তাদের কি এত ক্ষমতা, যে তারা সরকার বদল করে দিতে পারে? আসলে সরকার জানে, এই দর্শক বা শ্রোতা হয়তো ভোট দিয়ে সরকার বদলে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এই মানুষরা প্রভাবশালী। এই মানুষরা যদি কুণাল কামরার কথায় প্রভাবিত হয়ে, কিছু মানুষের কাছেও সেই কথা পৌঁছে দেয়, তা হলে তা দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পাশাপাশি সরকার এটাও জানে, ব্যঙ্গ একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। চিৎকার করে, গলার শিরা ফুলিয়ে যে কথা বললে মানুষ পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে, সেই একই কথা যদি অন্য ভাবে হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়, তা হলে তা সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং যাবে। সেই জন্যেই সরকারের তরফ থেকে যাঁরা সে দিন কুণাল কামরার ওই অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজির ছিলেন তাঁদের কাছে চিঠি পাঠানো হচ্ছে, এবং বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকার যেমন কুণাল কামরার হাসির মোড়কে ওই রাজনৈতিক কথা সহ্য করতে রাজি নয়, তেমনই যাঁরা ওই অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন তাঁদের কাছেও একটা বার্তা দিতে চাইছে, কুণাল কামরা কিংবা ওই ধরনের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর যা ভূমিকা ছিল, এখনকার সময়ে কুণাল কামরা, বরুণ গ্রোভার বা অন্যান্য অনেক স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ানের ভূমিকা অনেকটা সে রকম। কেউ কবিতা লিখছেন এবং তার মাধ্যমে মানুষকে বলছেন 'কাগজ দেখাব না' আবার কেউ সোজাসুজি প্রধানমন্ত্রীর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন। শুধু কুণাল কামরা নন, এই ধরনের ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করছেন এমন বেশ কিছু মানুষকে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দেখতে পাচ্ছি। বীর দাস, মুনাওয়ার ফারুকি, শ্যাম রঙ্গিলার মতো শিল্পীরা আছেন, সঙ্গে রয়েছেন বেশ কিছু ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। অমেরিকার বুকে যখন বীর দাস বলে উঠেছেন তাঁর 'টু ইন্ডিয়াজ়' অনুষ্ঠানে যে, আমাদের দেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে দিনের বেলা মহিলাদের দেবী জ্ঞানে পুজো করা হয় আর রাতে সেই মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়, তখন তাঁকেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। অনুষ্ঠানটি তীব্র ভাবে সমালোচিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনি মামলাও দায়ের হয়। ক্ষুব্ধ হয়ে ওই অনুষ্ঠানের সমালোচকরা তাঁর বিরুদ্ধে ভারতকে বদনাম করার অভিযোগ আনেন। বীর দাস বলেন, তিনি ওই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি-র মুখপাত্র আদিত্য ঝা, বীর দাসের বিরুদ্ধে 'দেশকে অপমান' করার জন্য পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন এবং অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতারের দাবি জানান। অভিযোগ ছিল, 'নারী ও ভারতের বিরুদ্ধে' এই অবমাননাকর বক্তব্য উসকানিমূলক এবং এটি আন্তর্জাতিক ভাবে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। আর কে না জানে, আজকের ক্ষমতাসীন দল এই আবেগে ভর করেই ২০১৯ সালে আবার ক্ষমতায় ফিরেছিল, এই আবেগে ভর করেই তারা যে কোনও সরকার-বিরোধী সমালোচনাকে অনায়াসে 'দেশবিরোধী' আখ্যা দিতে পারে।



ব্যঙ্গবিভূষণ ২। কুণাল কামরা ▶

কুণাল কামরা সে দিন কিন্তু বীর দাসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিজের ওপরও যখন এই আক্রমণ এসেছে, তিনি কিন্তু স্পষ্ট করে সরকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, একটি পোস্ট দিয়েছেন— 'কী ভাবে একজন শিল্পীকে হত্যা করা যায়: একটি ধাপে ধাপে গাইড'। এ ক্ষেত্রে শুধু শিল্পীদের নয়, তাঁদের শ্রোতাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় এবং সমাজে একটা বার্তা দেওয়া হয়— এই ধরনের শিল্প আসলে অপরাধ, এবং মানুষজন যেন এই অপরাধকে সমর্থন না করে। কুণাল কামরার মতে, এমন পরিস্থিতিতে একজন শিল্পীর কাছে মাত্র দু'টি পথ পড়ে থাকে— 'তাঁদের আত্মা বিক্রি করে ক্ষমতা বা সরকারের পুতুল হয়ে যাওয়া অথবা নীরব হয়ে যাওয়া'।

অনেকে মনে করতে পারে, এটি একটি সাধারণ হুমকি, কিন্তু এটি একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। এত চাপ তা সত্ত্বেও কুণাল কামরা কিন্তু মাথা নোয়াননি। উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ জনতার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাননি। উন্মত্ত জনতা মনে করতে পারে, তাদের পিছনে রাজনৈতিক শক্তি আছে, কিন্তু তাদের যেটা নেই তা হল শিরদাঁড়া, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার মানসিকতা। তাদের সাময়িক ভাবে বড় নেতা মনে হলেও, আসলে তারা খুব নিচু মানের অনুগামী ছাড়া কিছু নয়। তাই কুণাল কামরা বলেছেন, তিনি এই ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়াবেন না, তাদের হাতের পুতুল হবেন না। কুণাল বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীরা তাঁর শিল্প প্রদর্শনে যে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতার উল্টো দিকে হাটাই বেছে নিতে চান। সবাই স্তাবক নন, তাই বহু মানুষ কুণালের এই হার-না-মানা লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন এবং অর্থ দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

ইতিহাস থেকে সাহিত্য, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাজনীতিতে বিদূষকদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তা সে গোপাল ভাঁড় হোক বা বীরবল, এই মানুষদের কীর্তি সর্বজনবিদিত। কিন্তু এখনকার সময়ের সঙ্গে তাদের ফারাকটা কোথায়? সম্রাট আকবর থেকে শুরু করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, সকলেই এই বিদূষকদের মাইনে দিয়ে পুষতেন, যাতে রাজকার্য চালানোতে যদি ভুলচুক হয়, বিদূষকরা হাস্যরসের মাধ্যমে সেগুলি ধরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এখন রাজার সমালোচকের বদলে স্তাবকের সংখ্যা বেশি। ফলে শাসকের সিদ্ধান্তের কোনও সমালোচককেই তাঁরা আর গ্রাহ্য করেন না। আর এখন সে রাজাও নেই, তাই বিদূষকদের কাজও অন্য রকম। তাঁদের অনেকে এখন নাগরিকদের সচেতন করার কাজটি করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কমেডি শিল্পের কিংবদন্তি চার্লি চ্যাপলিন এবং তাঁর শিল্প সৃষ্টির কথা বিশেষ করে বলতে হবে। চ্যাপলিন নিজেও স্বৈরতন্ত্রের প্রবল বিরোধী ছিলেন। ১৯৪০ সালে নির্মিত তাঁর 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিটিতে তিনি অ্যাডলফ হিটলারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও ইহুদি বিদ্বেষেরও সমালোচনা করেছিলেন তাঁর বাঙ্ময় অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। ফলস্বরূপ জার্মানি ও অন্যান্য দেশে এটির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়। চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কমেডি তৈরিতে, ট্র্যাজেডি উপহাসের চেতনাকে উদ্দীপিত করে'। চ্যাপলিনের মতে, কমেডি এমনই শিল্প যা রাষ্ট্রের সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এবং তাকেই উপহাসের পাত্র বানিয়ে তোলে। আজকের কুণাল কামরা-র শো যেন চার্লি চ্যাপলিনের কথারই প্রতিধ্বনি।

একা একজন মানুষ, যখন দেশের নাগরিকদের মধ্যে এই বোধ তৈরি করে দিতে পারেন যে, তারা একযোগে বলে ওঠে, ধনঞ্জয়কে কারাগার থেকে মুক্ত না করলে তারা রাজার কথা শুনবে না, তখনই লড়াই জমে ওঠে। কুণাল কামরা একা হয়েও আজকে সেই লড়াইটাকেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন বলেই সরকার তাঁর মতো একজন শিরদাঁড়াযুক্ত মানুষকে ভয় পাচ্ছে। তবে এই ভয়টা ভালো। ক্ষমতা যখন মানুষের ব্যঙ্গকে, মানুষের প্রশ্নকে ভয় পায়, তখন বুঝতে হবে এখনও সব আশা শেষ হয়ে যায়নি, সব লড়াই মিথ্যে নয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক রবীশ কুমার কিছু দিন আগে একটা কথা বলেছিলেন, সব লড়াই হয়তো তাৎক্ষণিক ভাবে জেতা যায় না, কিন্তু কিছু লড়াই করতে হয়, এটা জানাতে যে, কিছু মানুষ সরকারের বিরোধিতা করেছিল। কুণাল কামরা নিজেও তা-ই হয়ে ওঠেন, আজকের 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী, যাঁর কাজ মানুষকে সচেতন করা এবং বলে ওঠা, 'খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি'।

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তুকার

এই মুহূর্তে 'বিদ্যালাভে লোকসান, নাই অর্থ, নাই মান'?



অন্ধ্রপ্রদেশে জনৈক ব্যক্তির আত্মহনন ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনাই প্রমাণ, কোন গভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়ে এ দেশের নবীন প্রজন্ম। লিখছেন **শৌভিক রায়**

সম্প্রতি, অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ার ভি চন্দ্র কিশোর, আত্মহত্যার পর, খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন।

আত্মহত্যা অবশ্য এই দেশে নতুন কিছু নয়। মহাভারতেও দেখা যাচ্ছে, পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর খবর পেয়ে, শোকাতুর পিতা অর্জুন গায়ে আগুন লাগিয়ে দেহত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হস্তক্ষেপে অবশ্য তা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান ভারতে, প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেন। বিগত কুড়ি বছরে প্রতি লক্ষে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে ৭.৯ থেকে ১০.৩ হয়েছে।

কাজেই তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি-র জনৈক কর্মী ভি চন্দ্র কিশোরের আত্মহননের সংবাদে আপাত ভাবে সাধারণ বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ও তার কারণ জানলে অবশ্যই চমকে উঠতে হয়। তিনি শুধু নিজেই মৃত্যুকে বেছে নেননি। গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ার আগে, জলে চুবিয়ে হত্যা করেছেন নিজের দুই কিশোর সন্তানকে। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পড়াশোনায় সাধারণ এই সন্তানরা ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবে না।

কাকিনাড়ার এই ঘটনাটিকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা ব্যতিক্রম মনে করা ভুল হবে। এই মুহূর্তে এ দেশে এই জাতীয় আশঙ্কায় ভোগা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ঠিক, সবাই আত্মহননের বা হত্যা করার চরম পথ বেছে নিচ্ছেন না, কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ধরনের উদ্বেগে ভুগে মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে। ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ সার্ভে জানাচ্ছে, ভারতের মোট জনসংখ্যার ১০.৬ শতাংশ মানুষ কোনও না কোনও মানসিক রোগে ভুগছে। এবং আরও পনেরো শতাংশের মানসিক রোগী হওয়া ঠেকাতে তাৎক্ষণিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

তথ্যের কচকচানিকে দূরে সরিয়ে রেখে, যদি একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেও দেখি, তবু যেন এই হত্যা ও আত্মহত্যার কারণ সত্যিই অবাক করে তোলে। একেই তো পিতার হাতে সন্তানদের হত্যা ব্যাপারটাকে হজম করতে অসুবিধে হয়, তার ওপর কারণ জেনে বিস্মিত হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু বাস্তব হল, সেটিই ঘটেছে।

নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজকের অসংখ্য অভিভাবক নিদারুণ আশঙ্কিত। বিশেষ করে, যাদের সন্তান মধ্যমেধার বা তার নীচের, তাদের তো দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যাদের পারিবারিক ব্যবসা আছে, তাদের তবু রক্ষে। কিন্তু চাকরির ওপর নির্ভরশীল বাবা-মায়েরা প্রত্যেকেই আজ কমবেশি ডিপ্রেশনের শিকার।

ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র। বেসরকারি ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিযোগিতা। নামী প্রতিষ্ঠানের তকমা ছাড়া সেখানে ইন্টারভিউতেই ডাক পাওয়া দুষ্কর। আর ডাক পেলেই যে চাকরি হবে, তার গ্যারান্টি কোথায়! চাকরি প্রার্থীরও তো কিছু নিজস্বতা থাকতে হবে। যদি সেটার অভাব থাকে, তবে নামকরা প্রতিষ্ঠানের তকমাও কিছু করতে পারে না। তা ছাড়া শুধু চাকরি পেলেই তো হল না! যোগ্যতার প্রমাণ না দিতে পারলে, ছাঁটাই হতে আর কতক্ষণ! ফলে চাকরি পাওয়া মানে সব চাপ থেকে মুক্ত হওয়া গেল, এ রকম ভাবারও কোনও কারণ নেই।

> **শুধু আত্মহত্যাই নয়, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে, এই ভাবনা থেকে আজকাল স্কুল-কলেজ থেকে ড্রপ আউটের সংখ্যাও বাড়ছে।**



বিপন্ন। পড়ুয়াদের আত্মহত্যা নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র 'প্লেসিবো'-র (২০১৪) একটি দৃশ্য

এ সবের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যোগ্যতা অনুসারে চাকরি কোথায়? আইআইটি-র মতো দেশের প্রিমিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়ছে। বি টেক প্রোগ্রামে এই পরিমাণ কম হলেও, এম টেক ও পিএইচডি-র ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু ৫০ শতাংশেও ঠেকে কখনও। কিন্তু এই অবস্থা কেন? মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যায়, উচ্চ শিক্ষায় যারা যাচ্ছে, তারা কর্মক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক ব্যাপারেই আগ্রহী হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, এই রাজ্য তো বটেই, সারা দেশের অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রের চিত্রটি বড্ড করুণ। ফলে পাঁচ বছর ধরে গবেষণার কঠিন পথ পেরিয়ে, কাউকে যদি এলেবেলে কাজে নিযুক্ত হতে হয়, তা হলে সে এই ঝুঁকি নেবে কেন?

আইআইটি-র পিএইচডি প্রোগ্রাম থেকে ইস্তফা দেওয়া রসায়নের এক গবেষক ছাত্রের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি স্পষ্ট বললেন, 'কেন পাঁচ বছরের ঝুঁকি নেব! চাকরি কোথায় তার পর? আমার মতো যারা পিএইচডি করছে, তাদের অধিকাংশই চেষ্টা করছে যে ভাবে হোক তাড়াতাড়ি কিছু একটা পেয়ে বেরিয়ে যেতে।' আর এক পড়ুয়াকে জানি, যিনি কানপুরে একটি পোস্ট-ডক্টরেট প্রোজেক্ট শেষ করে, চিনে যাচ্ছেন আর একটি প্রোজেক্ট করতে। দেশে যে অফার পাচ্ছেন তিনি, সেগুলির অর্থমূল্য সামান্য। স্থায়ী চাকরি নেই কোথাও। সেই পড়ুয়ার বাবা-মা চিন্তিত। এ ভাবে প্রোজেক্ট করে কত দিন চলবে!

মেধাবী পড়ুয়াদের যদি এই অবস্থা হয়, তবে সাধারণ ছাত্ররা যাবে কোথায়? অভিভাবকরাই বা কী করবেন! 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-এ এদের জায়গা ঠিক কোথায়? সন্তানকে সাধারণ থেকে অসাধারণ বানাবার প্রচেষ্টায় হয়তো তাই আজ কোটার মতো শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও তো আত্মহত্যার মিছিল। চাপ নিতে না পেরে ২০২৪ সালে সেখানে ১৭ জন আত্মহত্যা করেছে। তার আগের বছর সংখ্যাটি ছিল ২৬। বড় মেট্রো শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের এই পথ বেছে নেওয়ার সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। পিছিয়ে নেই গ্রামীণ ভারত। বিগত এক দশকে সেই সংখ্যা ৬ হাজার ৫৫৪ থেকে ১৩ হাজার ৪৪-এ দাঁড়িয়েছে। আর এ রাজ্যে সম্প্রতি সেই পরিমাণ কিছুটা কমলেও, ২০২০ সালে ৪৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য পড়ুয়াদের আত্মহত্যার এই বিপুল সংখ্যার পেছনে শুধুমাত্র যে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা একমাত্র কারণ, সেটা বলা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশই যে সেই কারণে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শুধু আত্মহত্যাই নয়, ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে, এই ভাবনা থেকেও, আজকাল স্কুল-কলেজ থেকে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। পড়ার চাইতে অন্য কিছু এখন থেকেই করা ভালো। এ রকমই ধারণা তাদের। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরীক্ষা না দেওয়ার ঘটনাও। নিজের এক মেধাবী ছাত্রীকে জানি। পড়াশোনায় ডুবে থাকা মেয়েটি এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করতে পারল না শুধুমাত্র একটি ভয়ের কারণে। তার রেজ়াল্ট ভালো হবে না। নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে পারবে না। অন্যরা তার থেকে এগিয়ে যাবে। তার অভিভাবকরাও এতটাই শঙ্কিত যে, তাদের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হচ্ছে। ছাত্রীটির কথা তো ছেড়েই দিলাম।

অন্ধ্রপ্রদেশের এই ঘটনাটি আমাদের সবাইকে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে। শুধুমাত্র হত্যা ও আত্মহত্যার তত্ত্ব দিয়ে যদি এটিকে আমরা বিচার করি, তবে ভুল করা হবে। এর শেকড় ছড়িয়ে আরও গভীরে। আসলে রাষ্ট্র যখন নিজে অসংবেদনশীল দেউলিয়াপনায় ভোগে, তখন তার নাগরিকদের ওপর এ ভাবেই অভিঘাত নেমে আসে। সঠিক কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যতের ন্যূনতম নিরাপত্তা না থাকলে, আগামীতে এ রকম ঘটনা বাড়বে বই কমবে না!

লেখক কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন



বিভিন্ন বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

পাঠান ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'প্রতি সম্পাদক'। চিঠি পাঠান পত্রিকার ঠিকানায়। সঙ্গে ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন। ই-মেল আইডি: pratisampadak.eisamay@gmail.com

অন্যসময় prime

এই সময় কলকাতা বুধবার ৯ এপ্রিল ২০২৫



অনিশ্চিত বক্স অফিস নিয়ে চিন্তায়

অজয় দেবগণের ছবি 'রেড ২' মুক্তি পাবে কিছু দিনের মধ্যে। ছবির প্রচারে নায়ক বলেন অনিশ্চিত বক্স অফিস নিয়ে তিনি সব সময়ে চিন্তায় থাকেন। কোন ছবি হিট বা ফ্লপ হবে, তা বোঝাই যায় না

করিনা-পৃথ্বীরাজ এবার একসঙ্গে

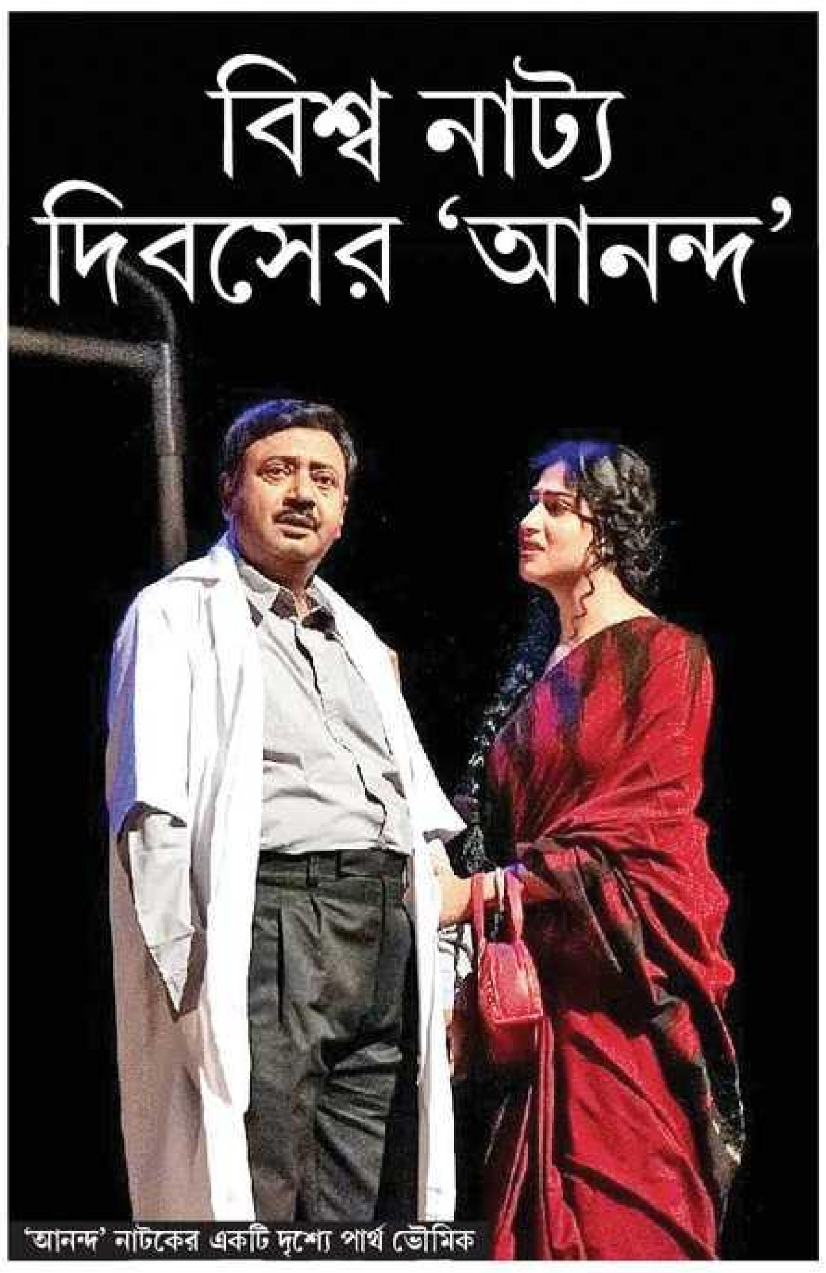
একসঙ্গে দেখা গেল করিনা কাপুর খান আর পৃথ্বীরাজ সুকুমারণকে। মেঘনা গুলজ়ারের 'দায়রা' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার ছিল তাঁদের। সেই ছবিই কি তবে শুরু হতে চলেছে?

মনোমালিন্য মিটিল ম্যাডোনার

ম্যাডোনা আর এলটন জনের এক যুগের মনোমালিন্যের অবসান হলো। ম্যাডোনা জানান, এলটনের সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছেন তিনি। খবর, গায়িকার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এলটন



বিশ্ব নাট্য দিবসের 'আনন্দ'



'আনন্দ' নাটকের একটি দৃশ্যে পার্থ ভৌমিক

বিভাস চক্রবর্তী

'এ বারের বিশ্ব নাট্য দিবস ভালোই কাটল। যদিও প্রতিবারের মতো, এই উপলক্ষে প্রদত্ত কোনও বিদেশি বা বিদেশিনী নাট্যশিল্পীর বিশেষ বাণীটি আমাদের নাটককার চন্দন সেনের লেখনী মারফত এ বার এসে পৌঁছল না। অন্তত আমার কাছে তো নয়ই। তবে বোলপুরের নাট্যদল 'ইলোরা'-র মলয় ও রেইনি যথারীতি এ বারও তাদের দূত হিসেবে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাদবপুরের নাট্যদল 'দলমাদল'-এর সঞ্জয় সাহা এবং সুধা কুন্তকারকে। আমাকে দিয়ে 'ইলোরা'-র এ বছরের নাটকের বর্ষকথা পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের জন্য। পত্রিকাটি নিয়ে গত বছরই বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্র বলেছিলেন, 'নাটকের খুব দরকারি পত্রিকা। এমন ভাবনার নাট্যপত্রিকা শুধু বাংলা কেন, এ-দেশ বা বিদেশেও আরেকটি আছে কি না, আমার জানা নেই।' সত্যিই, একে পোড়া-কপাইল্যা বাংলা থিয়েটারের বার্ষিক এনসাইক্লোপেডিয়া বলা চলে, বেশ কয়েক বছর ধরে আমি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হই।



বিভাস চক্রবর্তী



নাটকের একটি দৃশ্য

সন্ধেবেলায় গেলাম অ্যাকাডেমির মঞ্চে নাটক দেখতে। 'নৈহাটি ব্রাত্যজন'-এর 'আনন্দ'। 'আনন্দ' মানে বহু বছর আগেকার সেই সুপারহিট হিন্দি ছবির কাহিনির নাট্যরূপ। ছবির পরিচালক (এবং হয়তো কাহিনিকারও) ছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে দুই নায়ক-অভিনেতা রাজেশ খান্না এবং অমিতাভ বচ্চন। সে ছবি আমার দেখা হয়নি। লক্ষ করেছি, ছবির কাহিনি নিয়ে নাটক করার একটা রেওয়াজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলেছেন নৈহাটির এই নাট্যদলটি। ইতিমধ্যে তাঁরা ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি' এবং দীনেন গুপ্তর 'বসন্ত বিলাপ' মঞ্চে নিয়ে এসেছেন। যখন চৌরঙ্গী পাড়ায় বিস্তর হলিউড-ছবি দেখছি, তার মধ্যে অনেক বিখ্যাত নাটকের চলচ্চিত্ররূপও দেখেছি। কিন্তু চলচ্চিত্র থেকে তৈরি নাটক খুব একটা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য বিদেশি নাটক খুব কমই আসত কলকাতায়। নাট্যদলটির কর্ণধার বলে যাঁকে চিনি, সেই পার্থ ভৌমিককে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফিল্ম থেকে নাটক করার হেতুটা কী? তিনি বললেন, প্রথম দিকে তিনি যখন গ্রুপের জন্য এদিক-ওদিক নাটকের সন্ধান করছেন, তখন এক বিশিষ্ট সিনিয়র নাটককার-নির্দেশক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন নাটকের জন্য এর-ওর-তার দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবে, তা-ও সব সময়ে ভালো নাটক যে জুটবে তারও কোনও গ্যারান্টি নেই, বরঞ্চ অতীতে যেসব ফিল্ম বাঙালি মনে বেশ দাগ কেটেছে বলে মনে হয় তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সেগুলোর ভালো নাট্যরূপ দাও।

আনন্দ সেন নামের একটি যুবক এসে ভর্তি হয়েছে শহরের একটি নার্সিং হোমে-- প্রায় অনারোগ্য এক মারণ রোগ নিয়ে। কিন্তু এখানে পা দিয়ে অচিরেই আনন্দ জয় করে নেয় ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসাকর্মী সবাইকে তার রসবোধের ঔজ্জ্বল্যে, বুদ্ধির প্রখরতায় এবং জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে। বাংলা সিনেমা-থিয়েটারের অভিজ্ঞ এক নাটককার এবং চিত্রনাট্যকার পদ্মনাভ দাশগুপ্তের নাট্যরূপ নিয়ে অতি সতর্কতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে কাজ করেছেন দলের পরিচালক অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই সময়ের এক শ্রেষ্ঠ ডিজ়াইনার দেবাশিস, যিনি বর্তমান বাংলা মঞ্চের এক উজ্জ্বল আবিষ্কারও বটে। সেন্টিমেন্ট, আবেগ এবং সহানুভূতি জড়িয়ে-মড়িয়ে প্রযোজনাটিকে সস্তা বাজারমুখী করে তোলার সম্ভাব্য পথগুলির মুখে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগিয়ে অনুভবের সূক্ষ্ম গলিগালা ধরে এগিয়েছেন তাঁরা। যা দেখে বহুদিন পর আমার মতো এক নাট্যপাষণ্ডের চোখের কোনেও জল এসেছিল সে দিন। এই সময়ের দমবন্ধ পরিবেশে বাস করতে বাধ্য এবং অভ্যস্ত দর্শক যেন এক টুকরো সুন্দর জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে এবং মানবিকতার বিশ্বাসটুকু বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চান।

অভিনয় ঠিকঠাক না হলে প্রযোজনাটি তার অভীষ্ট মাত্রায় পৌঁছত না। বহুদিন আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেপার্টরির 'ফাগুন রাতের গপপো'তে (শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিম') পাক-এর ভূমিকায় এই আনন্দের ভূমিকাভিনেতা ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে দেখে আমি বলেছিলাম, ও আমার দেখা শ্রেষ্ঠ 'পাক'। সম্প্রতি দেবাশিসের প্রযোজনা 'ঘরের মধ্যে বাড়ি'-তে আবার ওর অভিনয় দেখে আপ্লুত হয়েছিলাম আমি-এই নাটকে আমাকে যুগপৎ আনন্দ এবং কান্নায় ভাসিয়েছে ও। অন্য দিকে প্রথম দর্শনেই বন্ধু বনে-যাওয়া এক হৃদয়বান ডাক্তারের ভূমিকায় পার্থ ভৌমিকের নিরুচ্চার অনুভবী অভিনয়ও আমাকে মুগ্ধ করেছে। 'ফেরারি ফৌজ'-এর উৎপলীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারী পুলিশ অফিসার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নাটকে ভালো লাগে অপর এক ডাক্তারের ভূমিকায়। স্বল্প পরিসরেও নজর কেড়েছেন দুই অভিনেত্রী— কস্তুরী চক্রবর্তী এবং দেবযানী সিংহ। অভিনেতা অনুরণ এ-নাটকেও তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন। চিকিৎসার নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং ইনস্টলেশন দিয়ে সন্দীপ বিশ্বাস এক বিশ্বাসযোগ্য অথচ শিল্পসম্মত মঞ্চ-স্থাপত্য রচনা করেছেন। আলোক পরিকল্পনা এবং প্রক্ষেপণে যথারীতি সফল শুভঙ্কর দে ও তাঁর টিম।

এ-নাটক মানুষকে দেখায়, মানুষ কত ভালো হতে পারে। একই সঙ্গে হারানোর বেদনা এবং খানিকক্ষণের জন্য হলেও, ফিরে পাওয়ার আনন্দ সে অনুভব করে।'



তারকাদের ফ্রেম-টেম!

শুটিং স্পট থেকে... বর্ধমানের আউশগ্রামের কালিকাপুরের জঙ্গলে শুটিং করছেন অভিনেতা দেব। তাঁর পরের ছবি 'রঘু ডাকাত'-এর। ডাকাতি করে ফেরার দৃশ্যের শুটিং হয় মঙ্গলবার। ছবি: প্রত্যুষ চক্রবর্তী



বাংলার নতুন দুই গানের 'আইডল'

মুম্বইয়ের এক রিয়্যালিটি শো-এ প্রথম হয়েছেন মানসী ঘোষ আর দ্বিতীয় শুভজিৎ চক্রবর্তী। কেমন ছিল তাঁদের এই যাত্রাপথ? খেতাব জিতে কী প্রতিক্রিয়া তাঁদের? শুনলেন আরাত্রিকা দে

মানসী ঘোষ আর শুভজিৎ চক্রবর্তী মুম্বইয়ের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো-এর প্রথম আর দ্বিতীয় স্থান জিতে নিয়ে ফের প্রমাণ করলেন গানের জগতে বাঙালিরা বেশ এগিয়েই আছে। এই দুই প্রতিভার জয়ে খুশি বাংলার মানুষ। মানসী নিমতার মেয়ে। আর শুভজিতের বাড়ি খড়গপুরে। কেমন ছিল তাঁদের এই জার্নি?

আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারে যেমন হয়, তেমনই পড়াশোনার পাশাপাশি গান, নাচ, আঁকা শিখেছেন মানসী। ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারেন, গানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা গভীর। তখন থেকেই তাঁর সুরযাত্রার শুরু। গান নিয়ে এগোনোয় অনেক কথাও শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে সব পিছনে ফেলে আজ গোটা দেশের মনের মানুষ মানসী ঘোষ। 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সময়টা থেমে গিয়েছে। বিজয়ী হিসেবে আমার যখন নাম ঘোষণা করা হয়, শুভজিৎ বেশি খুশি হয়েছিল। আমি তো স্থির হয়ে বসে ছিলাম কিছুক্ষণ। দীর্ঘ আট মাসে যে কত কিছু শিখেছি! ওগুলোই আমার জীবনের সম্পদ', বক্তব্য তাঁর। এর সঙ্গে মানসী যোগ করেন, 'জেতার আনন্দের পাশাপাশি মন খারাপও আছে। আট মাস কম সময় নয়। পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলাম সবাই।' মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকে স্টেজ শো করে উপার্জন করছেন 'রাইজ়িং স্টার'। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি গানের জন্যও সকলের নজর কেড়েছেন তিনি। মানসী জানান, 'স্কুলের পুরোনো বন্ধুরা, শিক্ষকরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। মনে হচ্ছে স্বপ্নের জীবন বাঁচছি।' বিচারকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সখ্য কার সঙ্গে ছিল? গায়িকার জবাব, 'বাদশা স্যারের সঙ্গে। প্রথম দিন থেকেই ওঁর সঙ্গে একটা বন্ডিং তৈরি হয়েছিল। শ্রেয়া ম্যামও (ঘোষাল) ভীষণ সাপোর্টিভ। এই শো আমাকে শুধু সাফল্য দেয়নি, অনেক সম্পর্কও উপহার দিয়েছে।'

অন্য দিকে চক্রবর্তী পরিবারেও উৎসবের আমেজ। শুভজিতের মাটির বাড়ি পাকা হচ্ছে আপাতত। ফোন ধরলেন গায়কের বাবা। শুভেচ্ছা জানিয়ে অসংখ্য ফোন আসছে, জানান তিনি। অভাবের সংসারেও ছেলের গান কখনও বন্ধ হতে দেননি তিনি। শুভজিৎ তারই প্রতিদান দিয়েছে বলে মত তাঁর। গায়ক কী বলছেন? 'কোনওদিন ভাবতে পারিনি এই দিনটা দেখব। বিশ্বাস করতে পারছি না। এই ফলাফল দায়িত্ব বাড়াল। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে, এত বড় মঞ্চে আমি বাংলার লোকসঙ্গীতকে তুলে ধরতে পেরেছি। এবং সেটা এত মানুষ পছন্দ করেছেন', বক্তব্য তাঁর। বিচারকদের মধ্যে শ্রেয়া ঘোষালই প্রিয় শুভজিতের। 'শ্রেয়া ম্যাম যে আমাকে কতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, বলে বোঝাতে পারব না। জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত ছিল ওঁর সঙ্গে এক মঞ্চে গান গাওয়া। সবার ভালোবাসায় ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি', বলছেন তিনি। শুভজিতের বাবার পানের দোকান আছে। একটা সময়ের পর সেই দোকান সামলাতেন শুভজিৎ। রিয়্যালিটি শো-এর মঞ্চে বিচারকদের পান সেজে খাইয়েছিলেন তিনি। সেই ব্যবসাও আগামী দিনে নতুন করে সাজানোর ইচ্ছে আছে তাঁর। 'এই আট মাসে পানের দোকানে তালা পড়েছে। দোকানটা নতুন করে সাজাতে চাই। তবে আপাতত লক্ষ্য শুধু ভালো গান গাওয়া। নানা অনুষ্ঠান করা, প্লেব্যাক করা। তার পর সময় বাঁচলে দোকান', বলছেন শুভজিৎ।

শ্রেয়া ম্যাম যে আমাকে কতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, বলে বোঝাতে পারব না
শুভজিৎ চক্রবর্তী

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সময়টা থেমে গিয়েছে
মানসী ঘোষ



ইনশর্ট

৪৩-এ পা আল্লু অর্জুনের

মঙ্গলবার ৪৩-এ পা দিলেন আল্লু অর্জুন। স্ত্রী স্নেহা রেড্ডি ও দুই সন্তানের সঙ্গে বার্থডে সেলিব্রেশনে মেতে উঠেছিলেন অভিনেতা। প্রিয় নায়কের জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে অভিনেতার বাড়ির সামনে ভিড় করেছিলেন অগণিত অনুরাগী। বাড়ির গেটের সামনে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেন আল্লু। যার সুবাদে অভিনেতার নতুন লুকও সামনে এসেছে। এ দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তায় ভাসেন নায়ক। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকারা তাঁকে উইশ জানান। এদিকে, আল্লুর জন্মদিনে তাঁর পরের কাজের অফিশিয়াল ঘোষণাও সামনে এসেছে। অ্যাটলির সঙ্গে জুটি বেঁধে সাই-ফাই অ্যাকশন ফিল্ম করতে চলেছেন তিনি। তা ছাড়া 'পুষ্পা ৩'-র কাজও কিছু দিনের মধ্যেই তিনি শুরু করে দিতে চলেছেন বলেই জানা যাচ্ছে।



শিরান-অরিজিতের অ্যালবাম



এড শিরানের সঙ্গে জুটি বেঁধে অ্যালবাম আনতে চলেছেন অরিজিৎ সিং। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে যে তথ্য জানিয়েছেন ব্রিটিশ গায়ক। সেই সাক্ষাৎকারে অরিজিতের বাড়ি যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন শিরান। কিছু দিন আগে ভারতে কনসার্ট করতে এসে জিয়াগঞ্জে গিয়েছিলেন শিরান। গায়ক বলেছেন, 'অরিজিৎ সিং দুরন্ত একজন গায়ক। ওঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও দারুণ। ভারতে এমন এক জায়গায় ও থাকে, যেখানে যেতে বেশ খানিকটা কাঠখড় পোড়াতে হয়। মানে ধরুন ৩ ঘণ্টার ফ্লাইটের পর ৫ ঘণ্টা ড্রাইভ করে পৌঁছতে হয়। আসলে ওঁর (অরিজিৎ) ডাকেই গিয়েছিলাম।' আর শিরানের সেই বক্তব্য সামনে আসার পরই তা ভাইরাল হয়েছে। অনেক অনুরাগীই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, কনসার্টের পর এ বার অ্যালবাম, অরিজিৎ-শিরানের যুগলবন্দি শোনার-দেখার অপেক্ষায় তাঁরা।

রাখির চোখে 'পেন্টাল'



'আমার বস' সিনেমার সুবাদে ২২ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরেছেন রাখি গুলজ়ার। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়ের ছবির শুটিংয়ের সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর বেশ ভালো বন্ডিং হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সহঅভিনেতাদের বেশ মজার নামকরণ করেছিলেন তিনি। এছাড়া তাঁর চোখে 'পেন্টাল' হলেন কাঞ্চন মল্লিক। সিনেমা নির্মাতা সংস্থার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, কাঞ্চনের সঙ্গে পুরোনো দিনের প্রখ্যাত কমেডিয়ান কনওয়ারজিৎ পেন্টালের মুখের আদলের মিল রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাখি গুলজ়ার। যে প্রসঙ্গে কাঞ্চন বলেছেন, 'রাখীদির মতো একজন লেজেন্ডের মুখে নিজের নাম শুনেই তো প্রাণ ভরে উঠেছিল। উনি যখন আমাকে 'পেন্টাল' বলে ডাকতেন, সেই সময়গুলো আমার জীবনের অপূরণীয় অনুভব ছিল। হয়তো আমার নাকের যে আকৃতি, বা মুখের ভঙ্গিমায় কিছু একটা দেখেছিলেন উনি— কিন্তু যে পেন্টালজি-র মতো একজন অসাধারণ অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, এটা আমার জন্য এক বিশাল সম্মান।'

জেদ ছাড়েননি জন আব্রাহাম

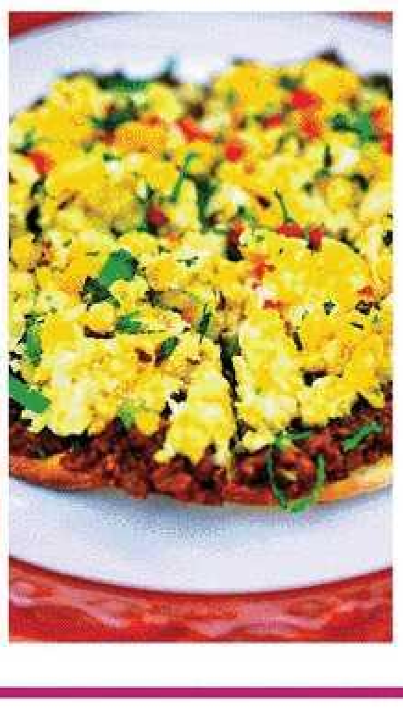
বলিউডে ডেবিউয়ের পরে সমালোচকদের তির্যক মন্তব্যে বিদ্ধ হয়েছিলেন। অনেকেই কার্যত সে ভাবে কোনও নম্বর দিতে চাননি। কিন্তু নিজেকে প্রমাণের জেদ নিয়ে লড়ে গিয়েছিলেন। এমনটাই জানিয়েছেন জন আব্রাহাম। অভিনেতা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সেই তথ্য। শুরুর দিকের কয়েকটা সিনেমার পর অভিনেতাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকে। কেউ-কেউ তকমা দিয়েছিলেন ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যাক্টর। জন বলেছেন, 'প্রত্যেকটা কাজে নতুন কিছু শিখতে পারছি কি না, সেই প্রশ্নটা নিজেকে করতাম। ইতিবাচক উত্তর পেলে কাজ করে গিয়েছি। সমস্ত পরিচালকের সঙ্গে কাজই অনেক কিছু শিখিয়েছে।'



অথেনটিক মোগলাই খাবারের সমারোহ, 'কাবুল টু কলকাতা' ফুড ফেস্টিভ্যাল

বিরিয়ানি, রেশমি কাবাব, চিকেন তন্দুরির মতো খাবার এ শহরের অলিতে-গলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাবুলি পোলাও, লাহোরি নিহারি, ডাল গোস্ত, ডাল বালুচির মতো খাবার চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বার মিলতে পারে এই সব অথেনটিক মোগলাই খাবার। শহরে চলছে 'কাবুল টু কলকাতা' ফুড ফেস্টিভ্যাল। কাবুল যেতে না পারলেও, এ বার কলকাতায় বসে মোগলাই, আফগান খাবার খাওয়া সম্ভব। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কাবুল, পেশোয়ার, লাহোরের খাবার রয়েছে 'কাবুল টু কলকাতা'র মেন্যুতে। কাবুলি পোলাও, বোলানি, নারগিসি কোফতা, কোরমা ই নাদ্রু— এগুলো হলো কাবুলের অথেনটিক খাবার। ল্যাম্ব, গাজর, কিশমিশ দিয়ে তৈরি হয় কাবুলি পোলাও। আবার ডাল, কুমড়ো ও আলুর পুর দিয়ে তৈরি আফগানি রুটিই হলো বোলানি। নাদ্রু হলো পদ্মের কাণ্ড। সেই লোটাস স্টেমের তৈরি কোরমা পরিবেশন করা হচ্ছে ফুড ফেস্টিভ্যালে।





কাবুলের পাশাপাশি লাহোরও রয়েছে মেন্যুতে। গোটা মুরগি ম্যারিনেট করে ডিপ ফ্রাই করা— এই লাহোরি চারঘার কদর এই উৎসবে সবচেয়ে বেশি। ইদ চলে গিয়েছে। তবু এখানে পাওয়া যাচ্ছে হালিম। পাশাপাশি রয়েছে লাহোরি নিহারি, ডাল গোস্ত। পেশোয়ারের জনপ্রিয় বড়া কাবাব ও মাটন গলৌটি পরিবেশন করা হচ্ছে উৎসবে। নিরামিষ খাবারের তালিকাও বেশ লম্বা। লাহোরের ইয়াকনি পোলাও, পেশোয়ারের সিদ্ধ কে ছোলে, কাবুলের ডাল বালুচি, কী নেই এখানে! এই সব নিরামিষ খাবারে রয়েছে ব্যাপক মশলার ব্যবহার। তবে যার কথা না বললেই নয়, তা হলো খাগিনা। পিৎজ়ার মতো করে পরিবেশন করা হয় পদটি। নীচে থাকে পাতলা রুটি। তার উপর মাটনের কিমা। আর একদম উপরে ডিম ভুর্জি ও সব্জি। একটা স্লাইস খেলেই মন ভরে যাবে।

দুই জায়গার সংস্কৃতিকে আমরা খাদ্যের মাধ্যমে তুলে ধরছি। আফগান, মোগলান, পার্সি ও বাঙালির সংস্কৃতিকে খাবারের আকারে পরিবেশন করা হচ্ছে
সুনয়ন প্রামাণিক
এগজ়িকিউটিভ শেফ

এগজ়িকিউটিভ শেফ সুনয়ন প্রামাণিক বলেন, 'দ্য কাবুল টু কলকাতা ফুড ফেস্টিভ্যাল শুধু খাবারের উৎসব নয়, দুই জায়গার সংস্কৃতিকে আমরা খাদ্যের মাধ্যমে তুলে ধরছি। আফগান, মোগলান, পার্সি ও বাঙালির সংস্কৃতিকে খাবারের আকারে পরিবেশন করা হচ্ছে।' লাহোর, কাবুল ও পেশোয়ারের পাশাপাশি দিল্লি ও কলকাতার খাবারও মিলছে ফুড ফেস্টিভ্যালে। দিল্লির জনপ্রিয় মাহি টিক্কা, জামা মসজিদের তন্দুরি চিকেন, কলকাতার মেটিয়াবুরুজের গোস্ত বিরিয়ানি, চিকেন রেজ়ালাও রয়েছে। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে কাবুল টু কলকাতা ফুড ফেস্টিভ্যাল। চলবে আগামী তিন মাস।

—মেঘা মণ্ডল

ছবি: অর্ণব চক্রবর্তী

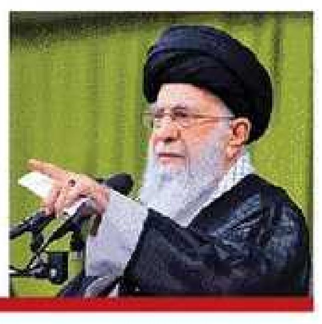
সৌজন্য: আলফ্রেসকো, দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন কলকাতা

CMYK



মহিলাদের সম্মানহানি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরমেশ্বর দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেন

চাপের মুখে পিছু হটল ইরান? ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে শনিবার সরাসরি বৈঠক হবে বলে খবর



গভর্নরদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ কোর্ট

'অনন্ত কাল বিল স্থগিতের ক্ষমতা নেই রাজ্যপালের'

নয়াদিল্লি: রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যেই রাজ্যপালকে সাংবিধানিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে বিরাট জয় পেল তামিলনাড়ু সরকার। রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া ১০টি বিল স্বাক্ষর না করে অনন্ত কাল ফেলে রাখায় সেই রাজ্যের রাজ্যপাল আর এন রবিকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর সিদ্ধান্ত 'অসাংবিধানিক', 'অবৈধ' ও 'স্বেচ্ছাচারী' বলে মন্তব্য করেছে বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ। এর পরেই শীর্ষ আদালত রাজ্যপালদের বিলে সই করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়। বিচারপতি পারদিওয়ালার বেঞ্চ এ দিন বলে, বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যপাল এক মাস সময় পাবেন। মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া বিল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি পাঠান, তা তিন মাসের মধ্যেই করতে হবে। অনন্তকাল ধরে কোনও বিল ঝুলিয়ে রাখতে পারেন না রাজ্যপাল। একই সঙ্গে বেঞ্চ জানিয়েছে, যে ১০টি বিল রবি আটকে রেখেছিলেন সেগুলোতে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলেই গ্রাহ্য করা হবে। যে সব বিল তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন, সেই সব সিদ্ধান্তই দিন থেকেই তা কার্যকর হয়েছে বলে মান্যতা দেওয়া হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তাঁর কথায়, 'এটা শুধু তামিলনাড়ুর নয়, সব রাজ্যের জয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে আমাদের সংগ্রাম চলবে।' এই রায়ের পরেই রাজ্যপাল আর এন রবিকে অপসারণের দাবিতে সরব হয়েছে ডিএমকে পরিচালিত এম কে স্ট্যালিনের সরকার।

তামিলনাড়ু সরকারের পাশ করানো ১০টি বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না-দেওয়ায়, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। শুনানিতে সংবিধানের ২০০ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে আদালত জানায়, রাজ্যপালের সামনে কোনও বিল রাজ্য সরকার পাঠালে, তাতে সম্মতি দেওয়া, তা স্থগিত করা, পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারকে



ফেরত পাঠানো বা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর বিকল্প থাকে। তবে তার অর্থ এই নয় যে রাজ্যপাল নিজের খুশি মতো যত দিন খুশি রাজ্য আইনসভায় পাশ হওয়া বিল সই না করে আটকে রেখে দেবেন।

সংবিধানে যখন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হলে বিতর্ক কেন?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা, দেশের সংবিধানে রাজ্যপালের সময়ের কথা দু'টি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — ১৬৩ ও ২০০। প্রথমটিতে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও দ্বিতীয়টিতে বিল পাশের বিষয়ে। পরেরটিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা রয়েছে, রাজ্যপাল যদি কোনও বিলে সম্মতি না দিয়ে স্থগিত ও রাজ্যকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন, তা হলে তা তাঁকে 'যত দ্রুত সম্ভব' করতে হবে। কিন্তু এই 'যত দ্রুত'-র কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা সংবিধানের কোথাও বলা নেই। আর তাকে হাতিয়ার করেই বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোয় বহু বিল রাজ্যপালেরা কোনও কারণ ছাড়া আটকে রাখছেন বলে অভিযোগ। তবে ওই অনুচ্ছেদে এ-ও বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বার যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় রাজ্য ফের তার কাছে সই করানোর জন্য পাঠায়, তিনি তাতে সই করতে এক রকম বাধ্য। কিন্তু বহু রাজ্যপাল 'যত দ্রুত-র' সময়সীমা না থাকায় তা নিয়ে বিল না ফেরত পাঠিয়ে 'ঝুলিয়ে রাখছেন'।

একজন রাজ্যপাল কত দিনের জন্য বিল আটকে রাখতে পারেন?

এই নিয়ে ২০১৬-য় 'নবান রেবিয়া-বনাম ফেলিক্স ডার্সেন ডেপুটি স্পিকার'-এর মামলায় খাস সুপ্রিম কোর্টই জানিয়েছিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কোনও বিল রাজ্যপাল আটকে রাখতে পারেন না। যত দ্রুত সম্ভব নিজের বক্তব্য জানিয়ে বিধানসভায় ফেরত পাঠাবেন। ১০২ ও ১০৩ নম্বর বিবৃতিতে তা স্পষ্ট করা হয়েছে।'

এ দিন বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ভারতীয় সংবিধানে 'সম্পূর্ণ ভেটো' বা 'পকেট ভেটো'র কোনও ধারণা নেই। বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সামনে তিনটি বিকল্প থাকে। কোনও বিল ফের বিধানসভায় পাশ করানোর পরে যদি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়, তা হলে সেটা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য রেখে দেওয়ার সুযোগ নেই। ব্যতিক্রম হবে তখনই, যদি প্রথমবার যে বিল পাশ করানো হয়েছে, সেটা থেকে দ্বিতীয় বার পাঠানো বিলটিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

সেই রেশ ধরেই রাজ্যপালকে নিজের দায়িত্ব মনে করিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, রাজ্যপালকে খাটো করা হচ্ছে না। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্ধারিত নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে তাঁকে। আইনসভা এবং রাজ্য সরকারের মাধ্যমে মানুষের যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়, সেটার সম্মান করতে হবে। বিলে সম্মতি না জানিয়ে রাজ্য সরকারের আনা আইন কার্যকর করায় বাধা দিলে তা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যা মানুষের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ। আদালত বলে, তাই রাজ্যপালকে নিরপেক্ষ সহ বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। সংঘাতের সময়ে সহমত ও সমাধানের অগ্রদূত হতে হবে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঐক্য বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

আইনবিশেষজ্ঞদের অনেকে জানাচ্ছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের মনে করিয়ে দেবে, তাঁদের করণীয় কী। সাংবিধানিক পরিকাঠামোয় একজন রাজ্যপাল বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে কী করতে পারেন এবং কী করতে পারেন না, সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের রায় তার একটি দলিল হিসেবে থাকবে।

পেন্ডিং বিল অনুমোদন পাবে, আশা বিমানের

এই সময়: রাজভবনে বিল আটকে রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া ২৩টি বিল অনুমোদন পাবে বলে আশাবাদী তৃণমূলের পরিষদীয় নেতৃত্ব। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর রাজভবন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। ২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া ২৩টি বিল রাজ্যপালের অনুমোদন পায়নি। কয়েকটি বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। এর ২৩টি বিলের মধ্যে বেশ কয়েক বছর আগে পাশ হওয়া লিঞ্চিং বিল থেকে সম্প্রতি পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলও রয়েছে।

জগদীপ ধনখড় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হওয়ার পর থেকে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে নবান্নর সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত শুরু হয়। সিভি আনন্দ বোসের সময়েও একাধিক বিল বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর এমকে স্ট্যালিন সরকারের সঙ্গে সেখানকার রাজভবনের সংঘাত নিয়ে মামলার রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছে, অনুমোদনের জন্য পাঠানো বিল রাজভবন ফেলে রাখতে পারবে না। বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল দ্বিতীয়বার রাজভবনে পাঠানো হলে রাজ্যপাল সেই বিলে অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকবেন। বিমান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের রাজ্যপাল এই বিষয়ে নজর দেবেন এবং যে ক'টি বিল পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো যাতে অনুমোদন পায় তা দেখবেন।'

রাজ্য বিধানসভায় ২০১৬ সালে পাশ হওয়া ডানলপ অধিগ্রহণ বিল সব থেকে পুরোনো বিল যা এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। তৃণমূলের পরিষদীয় নেতৃত্বও মনে করছেন সুপ্রিম কোর্টের এ দিনের রায়ের পর রাজভবন পেন্ডিং বিল নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেবে।

পড়ুয়াদের নামে কেস তুলল রেবন্ত সরকার

এই সময়: অবশেষে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপর থেকে যাবতীয় কেস তুলে নিল তেলঙ্গনা সরকার। ইউনিভার্সিটি লাগোয়া চারশো একর জঙ্গল সাফের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমে এর আগে রাজ্য সরকারের রোষানলে পড়েন প্রতিবাদী পড়ুয়ারা। যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই পড়ে যায়। বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এ দিন কয়েক জন মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত হয়। সেই মতো পুলিশকে এফআইআর প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয় সরকার।

ফেব্রুয়ারিতে সরকার জানায়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া কাঞ্চা গাচ্চিবাউলির চারশো একর জমিতে আইটি পার্ক গড়া হবে। সে জন্য ওই জমি নিলামে তুলবে সরকার। জঙ্গল কেটে ফেলার এই সিদ্ধান্তে ক্ষেপে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু ৩০ মার্চ ওই চারশো একর জঙ্গল সাফ করতে কমপক্ষে ৫০টি মাটি ও গাছ কাটার গাড়ি পাঠায় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুব দিকের ক্যাম্পাসে রীতিমতো ব্যারিকেড করে পড়ুয়াদের আসা-যাওয়া আটকে দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তাল হয়ে ওঠে ইউনিভার্সিটি চত্বর। বিক্ষোভকারী ৫৩ জনকে আটক করে পুলিশ। দুই পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাঁরা এখনও জেল হেফাজতেই রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন অনির্দিষ্টকালের রিলে অনশন শুরু করে। দাবি একটাই, গাছ কাটা যাবে না। দুটো জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় তেলঙ্গানা হাইকোর্টে। অন্তর্বর্তী নির্দেশে গাছ কাটায় স্থগিতাদেশ দেয় তারা। সুপ্রিম কোর্ট-ও স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে এবং তেলঙ্গানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে গ্রাউন্ড রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে ওই জঙ্গল কাটার কী এত প্রয়োজনীয়তা জানতে চায় এবং পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া জঙ্গল কাটায় স্থগিতাদেশ দেয়। এই পরিস্থিতিতে তেলঙ্গানা সরকার মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে অধ্যাপক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার নির্দেশ দেয়।

রিলের নেশায়

লখনৌ: রিলের নেশা সর্বনাশা! ভিউয়ের আশায় এ বার ট্রেনের ট্র্যাকে শুয়ে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের এক তরুণ। 'মাথার উপর' দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার ভিডিয়ো দিয়ে রিল বানিয়ে উঠেও পড়লেন। মঙ্গলবার সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে জিআরপি।

উন্নাওয়ের তরুণ রঞ্জিত চৌরাসিয়া কুসুম্ভি স্টেশনের কাছের ট্র্যাকে শুয়ে পড়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা যায়, ট্র্যাকের উপরে মোবাইল নিয়ে শুয়ে পড়েছেন রঞ্জিত। ভিডিয়োর পরের কাটে ক্যামেরার উপর দিয়ে ট্রেন চলে যেতে দেখা যায়। তৃতীয় কাটে রঞ্জিত ট্র্যাক থেকে উঠে পড়ছেন।

ছত্তিসগড়ে 'গণহত্যার' শুনানি স্থগিত সুপ্রিমে!

এই সময়: প্রজাতন্ত্র তার সন্তানকে হত্যা করতে পারে না—সংঘর্ষের নামে মাওবাদী বা নকশালবাদী ভাবধারার রাজনৈতিক কর্মীদের নিকেশ-কর্মসূচির নিন্দায় কয়েক বছর আগে এমন মন্তব্য করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই শীর্ষ আদালতেই বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনীর আক্রমণে ২০১৮-য় মাওবাদী-প্রভাবিত ছত্তিসগড়ের সুকমায় ১৫ জন আদিবাসীর নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের মামলার শুনানি! 'ছত্তিসগড়ে শান্তি-প্রয়াস চলছে, ২৬ জনের আত্মসমর্পণের খবর মিলেছে আজই'— এমনই যুক্তিতে মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি



প্রায় তিনশো। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পরেই নিরাপত্তাবাহিনী, সরকারের তরফে নিহতদের 'মাওবাদী' বলে

'শান্তিপ্রয়াস ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনার' যুক্তি

আর গাভাই, বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-র বেঞ্চের বক্তব্য, এখন এই মামলায় কোর্টের হস্তক্ষেপ শান্তি-প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে। তাই এখনই এই মামলা না-শুনে ফের জুলাইয়ে শুনানি ধার্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তেলঙ্গানা সিভিল লিবার্টিজ কমিটির তরফে দায়ের এই মামলার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে অবশ্য এ দিন দাবি করেন ভারত সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অর্থের লেনদেনে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের নিয়ে পৃথক তদন্তের দাবিও জানান তিনি।

তবে ইতিমধ্যেই যে প্রশ্ন উঠেছে, অভিযোগ যেখানে ঠান্ডা মাথায় গণহত্যার, কোনও যুক্তিতেই কি সে নিয়ে শুনানি ফেলে রাখা যায়? নিহত ওই ১৫ আদিবাসীর পরিজনের কি ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নেই? প্রশ্নটা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে, কেন না, ছত্তিসগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ক্রমান্বয়ে নিহত হয়ে চলেছেন আদিবাসীরা। গত এক বছরে সরকারি হিসেবেই এমন নিহতের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। এর বিপরীতে, ছত্তিসগড়ের গান্ধীবাদী সমাজকর্মী হিমাংশু কুমাররা বার বারই দাবি করেছেন, সুকমা, দান্তেওয়াড়া, অবুঝমাড়ের জঙ্গলে যাঁদের হত্যা করে 'মাওবাদী' বলে চালানো হচ্ছে, তাঁদের বড় অংশই আসলে নিরীহ জনজাতি। অনেক সময়ে মাওবাদীরাও তাঁদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে, নিরাপত্তাবাহিনীর সহজ নিশানা হয়ে যাচ্ছেন তাঁরাই। অরণ্যসম্পদ এবং তার আড়ালে থাকা বিপুল খনিজ সম্পদ যাতে কর্পোরেট-লুটের মুক্তাঞ্চল হতে পারে, সেই লক্ষ্যেই 'অপারেশন কাগার'-এর মতো নৃশংস হত্যার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার, এমন অভিযোগও তুলেছেন সোনি সোরি, নন্দিনী সুন্দর, বেলা ভাটিয়ার মতো সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদরাও।

এমন এক পরিস্থিতিতে সাত বছর আগের ঘটনায় ১৫ আদিবাসীকে ঠান্ডা মাথায় হত্যার অভিযোগের শুনানি ক্রমান্বয়ে পিছোতে থাকলে শান্তির আশা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়বে কি না, সে প্রশ্ন উঠছে।

'আমি আসছি,' আবারও কামব্যাক-হুঙ্কার হাসিনার

এই সময়: দলকে চাঙ্গা করতে ফের ভোকাল টনিক! আরও একবার কামব্যাক-হুঙ্কার শেখ হাসিনার।

বদলের বাংলাদেশে কার্যত তলিয়ে যাওয়া আওয়ামি লিগকে লড়াইয়ের ময়দানে ফেরাতে ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন আওয়ামি-সুপ্রিমো তথা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। সোমবার রাতে প্রায় এক ঘণ্টার ভার্চুয়াল ভাষণে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি মুজিব-কন্যার আশ্বাস— 'চিন্তা করবেন না। আমি আসতেছি। আল্লা সেই জন্যই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।' একইসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে ফের 'সুদখোর', 'মানবতা-বিরোধী', 'গদ্দার' তকমা দিয়ে তাঁর তোপ— 'ওঁর ক্ষমতার লোভের জন্য আজ বাংলাদেশ জ্বলছে। কেবল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য যাঁরা আমাদের নেতা-কর্মীদের নিশানা করে জঘন্য সব কাজ করেছে, তাঁদের বিচার বাংলাদেশে হতেই হবে। আর সেটা করব আমরাই। শহিদ পরিবারদের বলব, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন। সব অভিযোগের বিচার হবে। আমি আসতেছি।'

ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে গত ৫ অগস্ট শুধু কুর্সি নয়, দেশও ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন মুজিব-কন্যা। সেই থেকে তিনি দিল্লির আশ্রয়ে। বদলের বাংলাদেশে আওয়ামি লিগও কোণঠাসা। প্রায় সব হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীই চলে গিয়েছেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। প্রাক্তন শাসক দলকে কার্যত মাঠেই নামতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্রেফ আওয়ামি-সমর্থক হওয়ার 'অপরাধে' সম্প্রতি জেলে ঢোকানো হয়েছে ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের ৮৪ জন



আইনজীবীকে। এমনকী, ভোটের ময়দানে আওয়ামিকে 'নিষিদ্ধ' করার জোরালো দাবিও উঠছে একাংশ থেকে। ও দিকে আবার হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়ে লাগাতার প্রত্যর্পণ ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে ইউনূসের সরকার। সম্প্রতি বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইউনূস। ঢাকার দাবি, ওই বৈঠকে হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, 'ভারতে বসে তিনি (হাসিনা) যে সব উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন সে প্রসঙ্গও এসেছিল বৈঠকে।' হাসিনা তবু 'কামব্যাক' মুডেই। বরং আগের থেকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট। সোমবার রাতের ভার্চুয়াল সভায় একাধিক বার তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে— 'আমি আসতেছি।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোটের আবহে হাসিনার এই বার্তা অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ।

একইরকম তাৎপর্যপূর্ণ হাসিনার 'বিচার হবে' বার্তাও। নিজে কোণঠাসা হয়ে গেলেও গত প্রায় আট মাসে একাধিক বার দলীয় কর্মী-নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সমাবেশে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সে সব ভার্চুয়াল সমাবেশের 'লাইভ লিঙ্ক' প্রত্যেকবারই নিয়ম করে আওয়ামি তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে পোস্ট করেছে। সোমবার রাতে তেমনই একটি সমাবেশ উঠে আসে সমাজমাধ্যমে। সম্প্রতি যে ভাবে আওয়ামির নেতা-নেত্রী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করে জেলবন্দির 'ছক' কষছে ইউনূস সরকার, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দল। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা ওই আলোচনাপর্বে দলের কথা মন দিয়ে শোনেন নেত্রী। কর্মী-সমর্থকেরা দাবি করেন, তাঁদের পরিবারের উপরে অকথ্য অত্যাচার চলেছে। তাঁদের আশ্বস্ত করার ঢঙেই হাসিনা বলেন, 'বিচার একদিন হবেই। সেই দিন আর বেশি দূরে নেই।' আলোচনাসভায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন 'অল ইউরোপিয়ান আওয়ামি লিগ'-এর সভাপতি মহম্মদ নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর মতো নানাবিধ আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার বার্তাও দেন হাসিনা। এর পরেই ইউনূসকে বিঁধে তাঁর তোপ— 'আমি দেশটাকে সবে যখন উন্নয়নশীল হিসেবে তুলে ধরেছি, তখনই এমন একটা গভীর চক্রান্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশকে জঙ্গিদের দেশে পরিণত করা হলো। আর দিনের শেষে এমন এক ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করল, মানুষের প্রতি যার কোনও দয়া-মায়া নেই। কোনও দিন ছিলও না।'

প্রত্যর্পণের কথা হলেও তা চূড়ান্ত না: তৌহিদ

কুদ্দুস আফ্রাদ ■ ঢাকা

ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা হলেও চূড়ান্ত কিছু হয়নি বলে জানালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন।

সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মোদীর বৈঠক হয়। সেখানে হাসিনাকে ঢাকায় ফেরত আনার বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে, জানতে চাইলে এম তৌহিদ হোসেন বলেন, 'ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক ঠিক রাখতে দু'পক্ষকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য বাদ দিতে বলা হয়েছে। দু'পক্ষই সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দিয়েছে।'

অবশ্য বিষয়টি নিয়ে ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলমের এক বক্তব্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে দু'দেশের কূটনৈতিক শিবিরে। গত শনিবার শফিকুল বলেছিলেন, 'অধ্যাপক ইউনূস যখন হাসিনার প্রত্যর্পণের ইস্যুটি তোলেন, তখনও নরেন্দ্র মোদীর রেসপন্স নেতিবাচক ছিল না।' শফিকুলের বক্তব্যকে 'দুরভিসন্ধিমূলক' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে বর্ণনা করেছিল দিল্লির একাংশ। তার ভিত্তিতেই তৌহিদ মুখ খুললেন কি না, জল্পনা তৈরি হয়েছে। তৌহিদের কথায়, 'আমরা বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য হাসিনাকে চেয়েছি ভারতের কাছে। সুসম্পর্ক ফেরাতে গেলে আপত্তিকর কথাবার্তা কোনও পক্ষ থেকেই না বলাই ভালো। আমরা এটাকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছি।' একইসঙ্গে তিস্তা-চুক্তি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'তিস্তার জলবণ্টন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এ ব্যাপারে আমরা ওপেন আছি। ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় থাকা সম্ভব, আবার চিনের সঙ্গেও থাকা সম্ভব। আমরা দেখব যে, কোন প্রজেক্টটা নিলে আমাদের জন্য সহজ হবে, সেটা নিয়েই কাজ করা হবে।'

আন্দোলনে আছি, লুটপাটেও আছি...



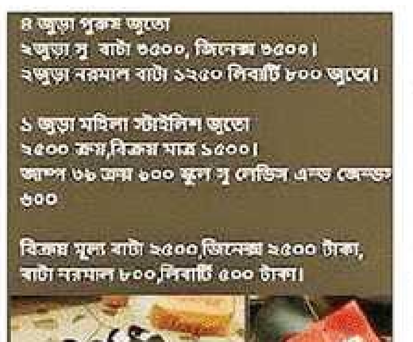
ওপারে অশান্তি 'ইজ়রায়েলি পণ্য' বয়কটের নামে সোমবার এ ভাবেই হামলা চলে একাধিক ভিনদেশি ব্র্যান্ড স্টোরে — এক্স

শান্তি দূরে নয়! ট্রাম্প বার্তায় প্রশ্ন

এই সময়: প্রায় সব রাষ্ট্রনেতাকে টপকে 'বন্ধু' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে সোমবারই আমেরিকায় পৌঁছে যান ইজ়রায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, খুব সম্ভবত ট্যারিফ-কাঁটা সরাতেই এই মরিয়া সফর ছিল নেতানিয়াহুর। তবে তার মধ্যে এত প্রস্ত কথা হলো গাজ়া নিয়েও। সূত্রের খবর, ট্রাম্প নাকি সাফ জানিয়েছেন— গাজ়ায় শান্তি আর দূরে নয়।

কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব? ইজ়রায়েল তো ধ্বংসেই মরিয়া! রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিল। একাধিক মিডিয়ার দাবি, গাজ়ায় শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে ফের প্যালিস্তিনীয়দের সরিয়ে গাজ়া উপত্যকা খালি করার কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সফররত ইজ়রায়েলি পিএমের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। তবে গাজ়া থেকে প্যালেস্তিনীয়দের কোন দেশে তিনি সরিয়ে নিতে চান, সে বিষয়ে কিছু বলেননি তিনি। তবে ফের গাজ়াকে আবাসন নির্মাণের জন্য দারুণ স্থান হিসেবে বর্ণনা করেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'গাজ়ায় নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার জন্য আমেরিকার তরফে শান্তিবাহিনী থাকলে ভালো হবে।'

'লুটের মাল' ফেসবুকে বেচতে গিয়েই শ্রীঘরে



কাল হলো বিজ্ঞাপনেই!

এই সময়, ঢাকা: ইজ়রায়েলি হামলার নিন্দায় 'গ্লোবাল স্ট্রাইক ফর' গাজ়ায় সাড়া দিয়ে সোমবার আক্ষরিক অর্থেই গোটা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ঘরের অশান্তি উপেক্ষা করেও বাংলাদেশি জনতার এ ভাবে শান্তির দাবিতে পথে নামাকে কুর্নিশ জানাতেও শুরু করেছিল একাংশ। খেলা অবশ্য ঘুরে যায় বিকেলের পরেই! 'ইজ়রায়েলি পণ্য রাখা ও বিক্রি' করার অভিযোগে সিলেট, খুলনা, চট্টগ্রামের মতো দেশের অন্তত ৬টি জেলার ১৬টি রেস্তোরাঁ ও স্টোরে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুরের খবর আসে। হতাহতের ঘটনা না-ঘটলেও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হামলার পরে সব স্টোর-রেস্তোরাঁতেই ব্যাপক লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। ওরা কারা? সোমবার রাতেই একাধিক সূত্র দাবি করে, এর নেপথ্যে রয়েছে 'তৌহিদী জনতা'! পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গেল ১২ ঘণ্টার মধ্যেই! লুটের মাল ফেসবুকে রীতিমতো অ্যাড দিয়ে বেচতে গিয়ে শুধু সিলেটেই ধৃত অন্তত ১৪। দিনের শেষে গোটা দেশে গ্রেপ্তার ৪৯! পুলিশের আইজি বাহারুল আলম সাফ বলে দিয়েছেন, 'প্রতিবাদ কর্মসূচির আড়ালে কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সহ্য করা হবে না।' গাজ়া-ইস্যুর নামে লুটপাটের প্রতি সরকারের সমর্থন নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তাঁর কথায়, 'দেশে যখন বিনিয়োগ সমাবেশ চলছে তখন আন্দোলনের নামে এই লুটপাট নিশ্চিত ভাবেই দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ছক।' বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষও সরব হয়েছে নিন্দায়। যদিও ঘটনাচক্রে প্রভাবশালী এক উপদেষ্টার ফেসবুক ওয়ালেও দেখা গিয়েছিল ইজ়রায়েলি পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে উস্কানিমূলক ভিসুয়াল ক্লিপ!

তা হলে এই অরাজকতার দায় কার? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন 'ইজ়রায়েলি পণ্য' বলে কেন কেএফসি, বাটা, পেপসি, পিৎজ়া হাটের মতো অন্য দেশের পণ্য-স্টোরে হামলা হলো? বাটা কিন্তু রাতেই বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, 'গাজ়া সংঘাতের সঙ্গে তাদের কোনও রাজনৈতিক সংযোগ নেই। বাটা বিশ্বব্যাপী একটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, যার সূচনা হয়েছিল চেক রিপাবলিকে।' বদলের বাংলাদেশ তবু যেন জুলাই বিপ্লবের 'হরির লুট' মোডেই! বিএনপি-র তোপ— 'সরকার আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে এই বদনামটা আমাদের নিতে হতো না।'

ভারতীয় তরুণীর স্ট্রিপ-সার্চে পুরুষ কেন

ওয়াশিংটন ডিসি: মার্কিন মুলুকে ফের বিপাকে ভারতীয়! বিমানবন্দরে 'অকারণে' আট ঘণ্টা আটকে রাখা শুধু নয়, শ্রুতি চতুর্বেদী নামের এক ভারতীয় তরুণী উদ্যোগপতির অভিযোগ— তাঁকে পোশাক খুলিয়ে অন-ক্যামেরা বডি সার্চ করেন এক পুরুষ অফিসার! দেশে ফিরে এক্স হ্যান্ডলে সবিস্তার ঘটনাটি লিখে মার্কিন পুলিশ ও ফেডেরাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক বন্ধুও। ঘটনাটি আলাস্কার অ্যাঙ্করেজ বিমানবন্দরের বলে জানিয়েছেন তিনি।

হ্যান্ডব্যাগে 'সন্দেহজনক' পাওয়ার ব্যাঙ্ক থাকার অভিযোগে তাঁকে আট

আমেরিকায় হেনস্থা



ঘণ্টা আটকে রাখা হয় বলে দাবি করেন শ্রুতি। লেখেন, 'অদ্ভুত সব প্রশ্ন করা হয় আমাকে। তারপর ক্যামেরার সামনে এক পুরুষ অফিসার তল্লাশি নেন, গরম পোশাক খুলে ফেলতে বাধ্য করা হয়।' তাঁকে এমনকী রেস্টরুম ব্যবহার বা কাউকে ফোন করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। শেষমেশ তল্লাশিতে কিছুই না-মেলায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ততক্ষণে অবশ্য নিজের ডেস্টিনেশন ফ্লাইট মিস করে ফেলেছেন শ্রুতি। নিজের এক্স পোস্টে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং বিদেশমন্ত্রককে ট্যাগও করেন তিনি। তাঁর পোস্ট— 'ভারতের বাইরে ভারতীয়রা একেবারে ক্ষমতাহীন।' মার্কিন প্রশাসন এখনও কোনও বিবৃতি দেয়নি।

দ্বন্দ্বে সংসদীয় টিম, ফের বৈঠক পিছোল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির

ধীরে চলো নীতি তৃণমূলের

এই সময়: তৃণমূলের লোকসভা টিমের সদস্যদের একাংশের তুমুল কাজিয়া প্রকাশ্যে আসার দিনই ফের পিছিয়ে গেল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক।

বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে দলীয় হুইপ অমান্য করে গরহাজির থাকা বিধায়কদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, সে ব্যাপারে মঙ্গলবার বৈঠকে বসার কথা ছিল তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির। এ দিকে, এ দিনই দলের লোকসভার সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌগত রায়-সহ তিন সাংসদের প্রবল সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। এই আবহে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পরিষদীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি 'ধীরে নয়।' আর এক বিধায়ক বলেন, 'এটাও দেখলাম যে, রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে ভোটাভুটিতে আমাদের এক অভিজ্ঞ সাংসদের ভোট বাতিল হয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যথাযথ পদ্ধতি মেনে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেটা না-করা ঠিক হয়নি।'

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক বারবার পিছোনোর নেপথ্যে অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও অবশ্য উড়িয়ে দিচ্ছেন না দলের একাধিক বিধায়ক। এক এমএলএ-র কথায়, 'ওই সময়ে হুইপ অমান্য করে অনেক বিধায়কই অনুপস্থিত ছিলেন। এ দিকে বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এখন একসঙ্গে এতজনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হলে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাও হয়তো হিসেবের মধ্যে রাখছেন নেতারা।'

নজরে নির্বাচনও

চলো' নীতি নিয়েছে বলে জোড়াফুল শিবিরের পরিষদীয় দল সূত্রে খবর। এ প্রসঙ্গে কমিটির সদস্য নির্মল ঘোষ মঙ্গলবার বলেন, 'এ দিন নির্ধারিত বৈঠক হয়নি। কবে হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তও হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে।'

তৃণমূলের পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, এ দিন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন শোভনদেব। তিনি ও নির্মল ছাড়াও কমিটিতে আছেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ নেতারা। গত ১৯-২০ মার্চ দলের হুইপ অমান্য করে বিধানসভায় গরহাজির বিধায়কদের যে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন, সে ব্যাপারে শোভনদেবের মধ্যে স্থির হয়। কিন্তু এই মধ্যে প্রকাশ্যে এসে পড়েছে দলের সংসদীয় টিমের সদস্যদের কাজিয়া। তাঁদের নিয়ে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কী ভাবছেন, সেটা দেখেই পরিষদীয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি চলতে চাইছে বলে জোড়াফুলের একাধিক নেতার পর্যবেক্ষণ। হুইপ অমান্য করা বিধায়কদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলে তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, সংসদীয় টিমের কোন্দলের ব্যাপারে কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? সে কারণেই আপাতত এই 'ধীরে চলো' নীতি।

দলের একাধিক প্রবীণ বিধায়কের বক্তব্য, 'বিধানসভায় হুইপ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা গরহাজির ছিলেন, তাঁরা ঠিক কাজ করেননি। কিছু সাংসদরা যে ভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন, সেটাও তো ঠিক

বোমা কল্যাণের, মমতাকে নালিশ মহিলা এমপির

▶ প্রথম পাতার পর

তৃণমূল যে (দলের) ভিতর থেকেই কেউ লিক করছে, সেটা স্পষ্ট। কে এটা করলেন, তা চিহ্নিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ সাহায্য করুন।' এই ভিডিয়ো ও চ্যাট সামনে আসার পরেই সাংবাদিকরা কল্যাণের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চান। তখন ভিডিয়োর ব্যাপারে কল্যাণ বলেন, 'ভিডিয়োটি আমাদেরই একজন সাংসদ, যে বাইরে থেকে এসেছে, সে-ই বাজারে ছেড়ে দিয়েছে।' এর পরে তাঁর ব্যাখ্যা, 'এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। ঠিক আগের দিন কীর্তি আজাদ কয়েক জন মহিলা সাংসদ, দু'-চার জন পুরুষ সাংসদকে নিয়ে চিঠি দিয়েছিল। স্পিকারের উদ্দেশে লেখা ওই চিঠিতে বলা হয়, (দিল্লির) চিত্তরঞ্জন পার্কের সন্দেশের দোকানের কাউন্টার খোলা হোক সংসদে। আমি জেনে বিরোধিতা করেছি। তৃণমূল বেসরকারি ব্যবসায় আগ্রহী নয়। আমাকে বলা হয়, প্রাইভেট ম্যাটার। তৃণমূলের প্রতীকে সাংসদ হয়েছি। সাংসদদের সই সংগ্রহ করছে। প্রাইভেট ম্যাটার হলো কী করে? চিঠি জমা দিতে পারেনি। আমার উপরে রাগ হয়েছে।' অর্থাৎ ভিডিয়ো বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট লিক যে কীর্তিরই কীর্তি, এমনই ইঙ্গিত কল্যাণের। যদিও দলের আইনজীবী-সাংসদের এই বক্তব্যের কোনও পাল্টা মন্তব্য করেননি কীর্তি আজাদ।

নাম না-করে মহিলা এমপি-কেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন কল্যাণ, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে যাঁকে তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল লেডি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এ দিন কল্যাণ তাঁর নাম না-করে বলেন, '(ওর) কোনও অবদান নেই। ২০০৯ সালের পরে এসেছে (তৃণমূলে)। কংগ্রেসের কোনও বড় নেতার বান্ধবী বলেই তো জেলার রাজনীতিতে ঢুকে গিয়েছিল! এদের সব ব্যাকগ্রাউন্ড এমনই।' এপ্রসঙ্গে শুক্রবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে কল্যাণের যুক্তি, 'আমি কেন মানব, স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমার মতো লোককে জেলে ঢোকাতে বলছে (নির্বাচন সদনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশে মহিলা এমপি বলেছিলেন বলে অভিযোগ)। বলছে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছি। তাঁর সম্পূর্ণ মিথ্যে বলা।' তাঁর আরও দাবি, 'এই যে মহিলা সাংসদ, ইনি কিছুদিন আগে সংসদে আমাকে ছোটলোক বলেছেন। আমি কিছুই নিয়ে কথা বলেছি।' কল্যাণের কটাক্ষ, 'আমি তো সংসদে সাধারণ মানুষের কথা বলি। তুমি তো এক শিল্পপতির হয়ে আর এক শিল্পপতিকে আক্রমণ করো! আরও অনেক কিছু বলব, যদি মুখ খোলে। সেটা কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে না। তুমি তো নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বলো, কিন্তু অমিত শাহের বিরুদ্ধে তো কিছু বলো না ভাই! শুধু আদানি আর নরেন্দ্র মোদী! আর বিজেপি-র কোনও নেতা নেই নাকি?' সংসদে ওই মহিলা এমপি বক্তব্য পেশের জন্য বেশি সময় চান— এমনও অভিযোগ করেন কল্যাণ। তাঁর দাবি, 'ওর রাগ হচ্ছে আমি কেন ওয়াকফ বিল নিয়ে বলেছি। তুমি

আক্রমণে বিরোধীরা

যদি সামান্য বিল নিয়ে কথা বলতে ১৮ মিনিট নাও, তা হলে ওয়াকফ বিল নিয়ে কথা বলতে আমি ৩৫ মিনিট নেব না?'

এ পর্যন্ত তবু বিষয়টা একরকম ছিল। এ দিন এই বিতর্কে ঢুকে পড়েছেন জোড়াফুলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়। শুক্রবার নির্বাচন সদনের সামনের ঘটনা নিয়ে এ দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সৌগত বলেন, 'গত ৪ এপ্রিল আমাদের সাংসদরা নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন স্মারকলিপি দিতে। আমি মিছিলে যাইনি। বিজয় চকে অপেক্ষা করছিলাম। আমি চোখে দেখিনি। (কল্যাণ) সত্যিই বলে থাকেন (কুকথা) দলের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'ওর (কল্যাণের) মন্তব্যের পরে মহুয়া রীতিমতো কান্নাকাটি করেছিলেন। আমাদের অন্য সাংসদদের, এমনকী অন্য দলের এমপি-দেরও কল্যাণের ওই মন্তব্য নিয়ে অনুযোগ করছিলেন।' বিষয়টা নিয়ে কেন সংসদীয় নেতৃত্ব পদক্ষেপ করল না? এই প্রশ্নে সৌগতর জবাব, '(লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা) সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ ছিলেন। ওয়াকফ বিলের দিন হাজির আসতে পারেন। সবটা ম্যানেজ করা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হচ্ছিল না। কারও হাতে বেশি ক্ষমতা চলে গেলে অপব্যবহার করা হয়।'

কল্যাণকে এ বিষয়টা জানাতেই আরও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। সৌগতকে আক্রমণ করে বলেন, 'নারদে টাকা নিয়েছেন, ওঁর কোনও ক্যারেক্টার নেই। দু'দিকে ব্যালান্স করে চলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে কেউ কিছু বললেও চুপ থাকেন, কিন্তু প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির নাম শুনলেই গায়ে লাগে।' তাঁর আরও কটাক্ষ, 'সব ছেড়ে এক জায়গায় চলে এসেছে— কেউ উপহার নিচ্ছে, কেউ লন্ডনে যাচ্ছে, কেউ টাকা খাচ্ছে। দু'নম্বরি লোকেরা একজোট হয়ে বেশি সময় নেয় না।' তাঁর সংযোজন, '৪০ বছর রাজনীতি করছি। দিদি (মমতা) বললে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। রাজনীতিটা আমার পেশা নয়। কিন্তু সবাই জানে, সংসদের ভিতর লড়াইটা আমি করি। আর কেউ করে না। নারদের পরে অন্যরা যখন সংসদে চোর-চোর বলে চিৎকার করত, আমি ওদের থাকতাম, জবাব দিতাম। অন্য কেউ থাকত?' এর পাল্টা সৌগত মন্তব্য, 'ওর রুচিবোধ নেই, সভ্যতার অভাব রয়েছে। একেবারে দুর্মুখ। লোকসভায় দলের সচেতকের জায়গা থেকে ওঁকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।'

এই চাপানউতোরের পরেও অবশ্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। আর এই সুযোগে বিরোধীরা একসুরে বিঁধছে রাজ্যের শাসকদলকে। রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'নারদ যে ঘিরে ঘটনা ছিল, বলছেন কে? না একজন তৃণমূল সাংসদ! শুধু আদানিকে আক্রমণ কার হয়ে, প্রশ্ন তুলছেন কে? না ওই তৃণমূল সাংসদ। তৃণমূলের এই লড়াই শুধু সংসদে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কীর্তি আজাদকে বহিরাগত বলছেন, সেটা ওদের পারিবারিক বিষয়! কীর্তি আজাদের কীর্তি আছে, আবার উনি একটু আজাদ প্রকৃতির। যেমন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বীররসের আধিক্য আছে। আসলে তৃণমূলে মুষলপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।' বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'তৃণমূল নেতাদের মুখের ভাষা দেখুন। এরাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নাম করে ভোট চাইতে গিয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূল সরকারটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কথায়, 'এটাই তো তৃণমূল। ওরা সবাই নিজেদের মতো অন্য রকম। আমি কী ভাবে পদে থাকব, আমি কী ভাবে ক্ষমতা ভোগ করব, এটাই তৃণমূল নেতাদের একমাত্র চিন্তা। এখন তো প্রকাশ্যেই ওদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে।' যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সন্দেহ, 'এটা নাটক। বাংলার মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। নিয়োগ দুর্নীতির কারণে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সেখান থেকে ফোকাস ঘোরাতেই এই খেয়োখেয়ি।'

তবে তৃণমূল সূত্রের খবর, কল্যাণের এ দিনের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট জোড়াফুলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তিনি যে ভাবে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করেছেন অনুমোদন ছাড়া, যে ভাবে নারদ মামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, তা ভালো ভাবে দেখছেন না তৃণমূল নেতৃত্ব। কল্যাণের কিছু কিছু কথায় তিনি যেন দলের ঊর্ধ্বে— এমনটাও প্রতীয়মান হচ্ছে দলের প্রবীণ নেতাদের একাংশের মত।

সুপার নিউমেরারি

▶ প্রথম পাতার পর

বলেছিলেন, এই রায়ের পরে রাজ্য সরকার আরও বিড়ম্বনায় পড়বে। তাঁর দাবি, সুপার নিউমেরারি পদ সৃষ্টির ব্যাপারটি রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনের মন্ত্রিসভায় এবং সেই কাজে সাহায্য করেছিল একটি ল-ফার্ম। সেই ল-ফার্মের নাম প্রকাশেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। তবে এ দিন সুপ্রিম-রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেল, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত ও সেই সময় পরামর্শদাতা ল-ফার্মের সুপারিশের মধ্যে কোনও ত্রুটি ছিল না। এ দিন সুপ্রিম-রায়ে রাজ্য সরকার খানিকটা স্বস্তিতে রইল। এই রায়ের পরে শুভেন্দু অবশ্য রায় নিয়ে বা ওই ল-ফার্মের ভূমিকা নিয়ে আর কোনও মন্তব্যের আগ্রহ দেখাননি।

তবে কলকাতা হাইকোর্টে যাঁরা সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের অন্যতম, সিপিএমের আইনজীবী সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, 'শিক্ষা দুর্নীতিতে রাজ্য সরকারের অনেকগুলি বিষয় নিয়েই সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। তার মধ্যে একটা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করেছে। তাতে রাজ্যের কিছুটা স্বস্তি হলো।' যদিও রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আইনি দিক বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবাই জানে, কাদের আড়াল করার জন্য রাজ্য সরকার এই পদ তৈরি করেছিল।'

এ দিন ঠিক কী বলেছে সুপ্রিম কোর্ট?

মঙ্গলবারের শুনানি চলাকালীন সিজেআই খান্না কেন সিবিআই তদন্ত সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হওয়ার সময় কেউ মন্ত্রিসভার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাননি। তা হলে কেন হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল?' আদালত আরও জানায়, রাজ্যের মন্ত্রিসভার কিছু স্বতন্ত্র ক্ষমতা রয়েছে। যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে। রাজ্যের মন্ত্রিসভার সে সিদ্ধান্তকে এ ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো যায় না। কারণ, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করতে রাজ্যপালের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, হাইকোর্টের রায়ের উপরে চাকরিপ্রাপকদের ভাগ্য নির্ভর করবে। এই ব্যাপারে রাজ্যপালের অনুমোদনও নেওয়া হয়েছিল। তাই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টেও সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির সময়ে রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়— রাজ্য সরকারের সব সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা, হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ, এতে তো গোটা মন্ত্রিসভা জেলে যাবে।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর এজলাসেই এসএসসি মামলার শুনানি চলার সময়ে সুপার নিউমেরারি পদ তৈরিতে রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিষয়টি সামনে আসে। ২০২২-এর ২৫ নভেম্বর আদালতে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের শিক্ষাসচিব মণীশ জৈনের কাছে তৎকালীন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানতে চেয়েছিলেন, 'অতিরিক্ত শূন্যপদ কেন তৈরি করা হলো?' শিক্ষাসচিব জানিয়েছিলেন, উপযুক্ত স্তর থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। এমনকী, গত বছর ২২ এপ্রিল এসএসসি রায় দেওয়ার সময়ে হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চও আলাদা করে সিবিআই তদন্তের বিষয়টি রায়ে উল্লেখ করেছিল। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বলা হয়, 'অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ নিয়ে সিবিআই তদন্তের উদ্দেশ্য— এটা সামনে আনা যে, এক্ষেত্রে কী ধরনের দুর্নীতি হয়েছে, কত বড় দুর্নীতি হয়েছে, কারা কারা তাতে জড়িত ছিলেন। এটা চমকে দেওয়ার মতো যে, জালিয়াতি করে পাওয়া চাকরি বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মন্ত্রিসভার মতো জায়গায়। বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুযোগ করে দিতে, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের কোন ব্যক্তিরা, তা নিয়ে সিবিআই আরও তদন্ত চালাতে পারবে। প্রয়োজনে পড়লে সিবিআই তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে।'

সেই রায়ই এ দিন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম-রায়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'সত্যমেব জয়তে। আদালতের রায় নিয়ে কিছু বলার থাকে না। তবে সত্যের জয় হয়েছে এটুকু আমরা বলতে পারি।' 'পুরো ক্যাবিনেট জেলে যাবে' বলে বিরোধীরা যে অভিযোগ করছিল, তার প্রেক্ষিতে বিরোধীদের কটাক্ষ করে ব্রাত্যর সংযোজন, 'বিরোধীরা তো এ রকম বলবেই। তবে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে, স্থানীয় ফুটবল লিগে কৃশাণু বল বাড়ায়, বিকাশ গোল করে। কিন্তু যখন জাতীয় স্তরে খেলা হয়, তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কৃশাণু নেই, কৃশাণু খেলা ছেড়ে দিয়েছে বা অন্য কোন পেশায় চলে গিয়েছে। তা হলে এ বার বিকাশকে কে বল বাড়াবে? গোল আর হচ্ছে না। সেজন্যই আমি এখানকার স্থানীয় নেতাদের বলছি, একটা অন্তত চিমা ওকোরির তৈরি করুন।'

নির্বাচন-মামলা গ্রহণ হাইকোর্টে

এই সময়: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া ইলেকশন পিটিশন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলা দায়ের করেছিলেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি)। মঙ্গলবার বিচারপতি সুগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, ওই কেন্দ্রের সমস্ত নির্বাচনী তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ, ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ করতে হবে নির্বাচন কমিশন ও ওই কেন্দ্রের ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারকে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ৫ মে। এ দিন বিজেপি প্রার্থীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই কেন্দ্রে যে ভাবে কারচুপি হয়েছে আদালতের এই নির্দেশের ফলে তা সামনে আসবে আশা করি।' ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল। ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয় তৃণমূল। তারপরেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি প্রার্থী।

‘উইকেট নিয়ে বললে বাওয়াল হয়ে যাবে’

ফের বিতর্কে ইডেনের পিচ

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

‘হোম অ্যাডভান্টেজ! আমি এখন আবার উইকেট নিয়ে কিছু বললে বিশাল বাওয়াল (ঝামেলা) হয়ে যাবে! আপনাদের যা মনে হয়, লিখে দিন।’

সিএবির তিন তলার মিডিয়া বক্সে তখন বেশ থমথমে অবস্থা। কেকেআর অধিনায়ক নিজেই হেসে ফেলে পরিস্থিতি কিছুটা হালকা করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। সোজা বাংলায় লিখলে, মঙ্গলবার সন্ধেয় ঘরের মাঠে ম্যাচ হেরে কেকেআর অধিনায়ক রাহানে আবারও বুঝিয়ে দিলেন তিনি বিরক্ত, বেজায় বিরক্ত। রিঙ্কু সিংয়ের এমন মরণপণ লড়াইও যেন ম্লান হয়ে গেল রাহানের ম্যাচ শেষের শ্লেষে।



লড়াই চালালেন রাহানে —অভিজিৎ আঢ্য

টিমে সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীর মতো দু’জন স্পেশ্যালিস্ট স্পিনার। যাঁদের হাতের ভেল্কি যে কোনও মুহূর্তে বদলে দিতে পারে ম্যাচের রং। কিন্তু আইপিএলের প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলিদের কাছে হেরে রাহানে বলে দিয়েছিলেন, ইডেনের উইকেট থেকে স্পিনাররা কোনও সাহায্য পাচ্ছেন না। ধারাভাষ্যকার সাইমন ডুল আরও উপরে গিয়ে বলে দিয়েছিলেন, পিচ কিউরেটর যদি টিমের কথা না শোনেন, কেকেআরের উচিত ম্যাচ ইডেনের বাইরে নিয়ে চলে যাওয়া। প্রায় একই সুরে কথা বলেছিলেন হর্ষ ভোগলেও। তার পরে বহু জল গড়ায়। রাতারাতি ঘাস একেবারে উড়িয়ে মন্থর উইকেট তৈরি করা হয়। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ফলও মেলে। জিতেছিল কেকেআর। কিন্তু এই ম্যাচে রানের পাহাড় উঠতেই রাহানে আবার ‘ক্ষিপ্ত।’ বলে গেলেন, ‘স্পিনারদের কিছুই করার ছিল না।’ তার পরেই জুড়লেন, ‘পিচ কিউরেটর তো প্রচার নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি কিছু বললে আরও প্রচার পাবেন। কিন্তু হোম অ্যাডভান্টেজ আমরা পাচ্ছি না!’

এ সব বিতর্ক বাদ দিলে দিনের ট্র্যাজিক নায়ক অবশ্যই রিঙ্কু সিং। ঘর ফেরতা ইডেনের আক্ষেপ, ‘ইস, আর একটা বল হাতে থাকলে রিঙ্কু ম্যাচটা জিতিয়ে দিত!’ আবার এটাও মানতে হবে ২২টি অতিরিক্ত রান দিয়েছে এলএসজি! টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। তবু রিঙ্কুর ১৫ বলে ৩৮ নট আউটকে মনে রাখতে হবে। গত ম্যাচ থেকে ফর্মে ফিরেছেন। এটাই স্বস্তি কেকেআরের। ম্যাচ শেষে রিঙ্কুকে দেখে সত্যিই মায়া লাগছিল। বরং এ বার আন্দ্রে রাসেল নামক ‘কাঁটা’-কে নিয়ে ভাবার সময় চলে এসেছে। যখন নেমেছিলেন, একেবারে ম্যাচ জেতানোর আদর্শ জায়গা ছিল। সেখান চার বলে সাত রান করে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ক্যারিবিয়ান জায়ান্ট। রামনদীপ সিং, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরাও ‘নায়ক’ হওয়ার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করলেন।

উইকেটের দিকে আঙুল তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের টিমের দিকেও এ বার কিন্তু ক্যাপ্টেন রাহানের আঙুল তোলার সময় চলে এসেছে।



ইডেনে লখনৌয়ের পতাকা হাতে দিমিত্রি, ম্যাকলারেন, স্টুয়ার্টরা। মঙ্গলবার —এক্স

নিকিপির নবাবিয়ানায় সুপারহিট সুপার জায়ান্টস

মরিয়া লড়াইয়েও শেষ মুহূর্তে আপুইয়া হয়ে উঠতে ব্যর্থ রিঙ্কু

রূপক বসু

লখনৌ ২৩৮-৩ (২০ ওভারে)
কলকাতা ২৩৪-৭ (২০ ওভারে)

দৈত্যের দাপাদাপি এখন কলকাতায়। সোমবার যুবভারতীর পরে মঙ্গল সন্ধেয় ইডেনেও। ফারাক একটাই। যুবভারতীর সুপার জায়ান্টরা হাসি ফুটিয়েছিল কলকাতার টিম মোহনবাগানের। ইডেনে লখনৌ সুপার জায়ান্টসের দৌরাত্ম্যে কুপোকাৎ কলকাতা। তবে দুই দৈত্যের জয়ে যদিও তৃপ্তির হাসি কলকাতার শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মুখে।

লখনৌ সুপার জায়ান্টসের কাছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হার অবশ্য অগৌরবের নয়। আইপিএলের ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করার হাতছানি ছিল কেকেআরের সামনে। সেখানে মাত্র ৪ রানে হার। আর একটা বল পেলে হয়তো তৈরি হতো নতুন রিঙ্কু রূপকথা। মোহনবাগানের আপুইয়া পেরেছিলেন, পারলেন না রিঙ্কু।

শেষ ওভার ২৪ রানের টার্গেট ছিল। চেষ্টা করেছিলেন রিঙ্কু সিং (১৫ বলে ৩৮ নট আউট)। নিজের মতো চেষ্টা করলেন হর্ষিত রানাও (৯ বলে ১০ নট আউট)। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। ট্র্যাজিক নায়ক রিঙ্কুকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক বলা যাবে না। এককে দুইয়ে না বদলে নিজের কাছে স্ট্রাইক রেখেছিলেন রিঙ্কু।

‘ইস, ওই রানগুলো যদি হতো...,’ ইডেন ফেরৎ জনতার গলায় শোনা গেল আফসোস।

ইডেন নাইটে এ দিন নিকিপিই সবচেয়ে উজ্জ্বল মুখ। কেকেআরের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন যদি দ্রে রাসের (৭) পারফরম্যান্স হয়, লখনৌর নবাব এখন তা হলে নিকিপি অর্থাৎ নিকোলাস পুরান। জার্সির পিছনে লেখা নিকি। আদর করে টিমমেটরা ডাকেন নিকিপি।



ব্যর্থ রিঙ্কুর লড়াই। ডান দিকে, নায়ক পুরান। মঙ্গলবার ইডেনে —অর্ণব চক্রবর্তী



তিনে নেমে ৩৬ বলে ৮৭ নট আউটের মারকাটারি ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা। মারলেন ৭টা চার, ৮টা ছক্কা। ২৮৮ রান করে কমলা টুপির মালিকও। মনে রাখুন, ঋষভকে ২৭ কোটিতে নেওয়ার পাশাপাশি নিকিপির জন্যও কিন্তু ২১ কোটি গ্যাঁটের কড়ি খরচা করেছেন গোয়েঙ্কা।

কমেন্ট্রি করতে গিয়ে ম্যাথু হেডেন বললেন, ‘এই ফর্ম্যাটে পুরানই সেরা। ওর স্ট্রাইক রেটটা দেখুন।’ সত্যিই তাই। টি-টোয়েন্টির দাবি মেনে এ দিন পুরানের স্ট্রাইক রেট ২৪০ প্লাস, সার্বিক ভাবে ২২৫ প্লাস। ইনসাইড আউটে সুনীল নারিনকে (৩-৩৮) ছক্কা মারার মধ্যে ছিল ক্যারিবিয়ান ঔদ্ধত্য।

উইকেটহীন বরুণ চক্রবর্তীও। হর্ষিত রানা (২-৫১) উইকেট নিলেও প্রচুর রান দিলেন। দুপুরের খেলায় টস জিতে পরে ব্যাট করার সিদ্ধান্তের মধ্যে কী চমক লুকিয়েছিল রাহানের, জানা নেই। তবে এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া, যেখানে বরুণ-নারিন স্পিন অস্ত্রকে চার ওভার করে ব্যবহারই করা গেল না! উইকেটের দোষ দিয়ে লাভ আছে?

লখনৌ তাণ্ডবের শুরু আইডেন মার্করামের (২৮ বলে ৪৭) ব্যাটে। সঙ্গী মিচেল মার্শ (৪৮ বলে ৮১)। কমলা টুপির দৌড়ে পুরানের পরেই মার্শ (২৬৫)। তাঁদের সৌজন্যে আগে ব্যাট করে আইপিএলের ইতিহাসে লখনৌ তুলল নিজেদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর ২৩৮-৩। সে জন্য ২২ অতিরিক্ত রান দিয়েও জিতল লখনৌ।

চৈত্র শেষের ম্যাচটাই হয়তো কেকেআরের নামে লিখে দেননি ক্রিকেট দেবতা। না হলে আনলাকি যে ১৩ নম্বর ওভারে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত লখনৌর, সেটাই তাদের জয়ের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল কী ভাবে? শার্দূল ঠাকুরের সেই ওভারেই যত নাটক। নিজের তৃতীয় ওভারে প্রথম পাঁচটা ডেলিভারিই ওয়াইড করলেন শার্দূল। সেই ওভারেই আউট কেকেআর ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে (৩৫ বলে ৬১)।

ক্রিকেটে মোমেন্টাম খুব জরুরি। ২০২৪ সালে ব্রিজটাউনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল মনে করুন। মেজাজে ম্যাচ জেতানোর দিকে এগোচ্ছিলেন ক্লাসেন ও মিলার। হঠাৎই ঋষভ পন্থের ‘নকল’ চোটের জন্য খেলা সাময়িক বন্ধ রাখতে হলো। ফের ম্যাচ শুরু হলো, কিন্তু ততক্ষণে মোমেন্টাম ভেঙে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। বাকিটা ইতিহাস। এ দিনও ব্যাটে-বলে প্রেমিকার মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল রাহানের। শার্দূলের ওই পাঁচটা ওয়াইডই মনসংযোগ নষ্ট করে দিয়েছিল রাহানের? সেই আউটের আগে ঋষভ চোটের জন্য একই ভাবে ব্রেক নেন।

ভিলেন হতে হতেও বেঁচে গেলেন শার্দূল (২-৫২), আকাশ দীপ (২-৫৫), আবেশ খানরা (১-৪৫)। প্রাপ্তির দিন দিগ্বেশ রাঠির (১-৪৫)। নিজের আইডল নারিনকে (১৩ বলে ৩০) আউট করে ইডেনের ঘাসে করলেন নোটবুক সেলিব্রেশন। বেঙ্কটেশ আইয়ারও (২৯ বলে ৪৫) ম্যাচ শেষ করে আসতে ব্যর্থ।

উল্টে ব্যাট করতে না এসে নিজেকে আড়াল করেও জয়ের হাসি ক্যাপ্টেন ঋষভের মুখে। বলছিলাম না, শহর জুড়ে এখন দৌরাত্ম্য সুপার জায়ান্টদেরই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: লখনৌ ২৩৮-৩ (পুরান ৮৭, মার্শ ৮১, মার্করাম, হর্ষিত ২-৫১, রাসেল ১-৩২) ; কলকাতা ২৩৪-৭ (রাহানে ৬০, বেঙ্কটেশ ৪৫, রিঙ্কু ৩৮ নট আউট, শার্দূল ২-৫২, আকাশ দীপ ২-৫৫, দিগ্বেশ ১-৩৩)।

বিগ লিগ

মনোনীত শ্রেয়স

■ এই সময়: ব্যাট হাতে মঙ্গলবার ব্যর্থ শ্রেয়স আইয়ার। তবে তাতে মার্চ মাসের জন্য আইসিসির সেরা প্লেয়ার হওয়ার জন্য মনোনীত হলেন পাঞ্জাব কিংসের ক্যাপ্টেন। ওই মাসে তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি আইসিসির এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্যই মনোনয়ন পেয়েছেন বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল। মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে তিনটি হাইপ্রেসার ম্যাচে ১৭২ রান করেছিলেন ৫৭.৩৩ গড় রেখে। ফাইনালে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ৪৮ রান করেছিলেন তিনি।

পিসিবির ৩০০ কোটি

■ করাচি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ পাকিস্তান ক্রিকেট টিম। কিন্তু পাক বোর্ডের আয়ের খতিয়ান দুর্দান্ত। পিসিবি জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করে তারা আয় করেছে ৩০০ কোটি টাকা। যা তাদের প্রত্যাশিত ২০০ কোটি টাকাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। পিসিবি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করেছিল আইসিসি। পাক বোর্ডের তরফে বাড়তি কোনও খরচ হয়নি। তবে আয়ের চূড়ান্ত খতিয়ান জানা যাবে আইসিসি তাদের অডিট প্রকাশ করলে।

বিজেপিতে কেদার

■ এই সময়: দেশের হয়ে ৭৩ আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ম্যাচ খেলা কেদার যাদবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হলো। ৩৯ বছর বয়সি এই প্রাক্তন ব্যাটার কাম কিপার যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে। গত বছরই পুনের কেদার খেলা থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিজেপি প্রধান চন্দ্রশেখর ভাওয়ানকুলের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার কেদার যোগদান করেন। চন্দ্রশেখর বলেছেন, ‘রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে কেদার যুব সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। খেলায় উৎসাহ বাড়াবেন। ওঁর যোগদান বিজেপিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করবে।’

বাটলারই আজ ফ্যাক্টর

আমেদাবাদ: এক টিমের পয়েন্ট চার ম্যাচে ছয়। অন্য টিমের চার ম্যাচে চার। তবু দু’নম্বরে থাকা গুজরাট টাইটান্সকেই সাত নম্বরে থাকা রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ফেভারিট ধরছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজস্থানের প্রাক্তন ব্যাটার জস বাটলারের ভূমিকা। এ বছর গুজরাটের হয়ে এখনও পর্যন্ত সফল ইংলিশ ব্যাটার। গুজরাটের ক্যাপ্টেন শুবমান গিল, সাই সুদর্শন ও বাটলারই দায়ী টিমের ৭০ শতাংশ রানের জন্য। তবে কাগিসো রাবাডা দেশে ফিরে যাওয়ায় তাঁকে পাবে না গুজরাট। আবার টপ অর্ডার সফল হওয়ায় টিমের মিডল অর্ডার সে ভাবে পরীক্ষায় পড়েনি। ব্যর্থ রাজস্থানের মিডল অর্ডারও।

প্রিয়াংশের সেঞ্চুরি, হার ধোনিদের

পাঞ্জাব ২১৯-৬ (২০ ওভারে)
চেন্নাই ২০১-৫ (২০ ওভারে)

এই সময়: পাঞ্জাবের হয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন আট ব্যাটার। তার মধ্যে মাত্র তিন ব্যাটার ৩০ পেরিয়েছেন। তবু তাতেই ২১৯-৬ তোলে পাঞ্জাব কিংস। জবাবে ২০১-৫ তুলে ১৮ রানে হারল চেন্নাই সুপার কিংস।

চেন্নাইয়ের হয়ে পাল্টা লড়াই শুরু করেছিলেন রাচিন রবীন্দ্র (৩৬) ও ডেভন কনওয়ে (৬৯)। তবে পরপর দু’উইকেট হারিয়ে চেন্নাই ৬২-২ হয়ে যায় সুপার কিংস। শিবম দুবে করেন ২৭ বলে ৪২। শেষ দিকে মহেন্দ্র সিং ধোনি ১২ বলে ২৭ করলেও জেতাতে পারলেন না।

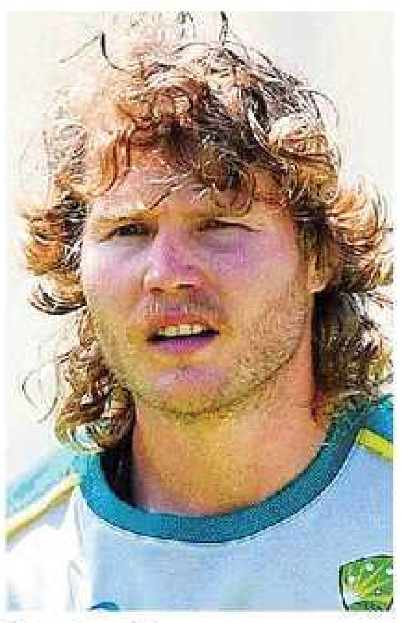


ধোনিদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির পরে প্রিয়াংশ। মঙ্গলবার মুল্লানপুরে —আইপিএল

দুই কিংসের টক্করে ধুন্ধুমার ব্যাটিং পাঞ্জাবের প্রিয়াংশ আর্যের। ৪২ বলে ১০৩ করেন তিনি। তাঁর পরের পাঁচ ব্যাটার ১০ পেরোতে পারেননি। ব্যর্থতার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার (৯), মার্কাস স্টোইনিস (৪), গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের (১) মতো নামীরা। এক সময়ে পাঞ্জাবের রান ছিল ৮৩-৫। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুশো পেরিয়ে গেল মূলত তিন জনের জন্য। প্রিয়াংশ ছাড়াও সফল শশাঙ্ক সিং (৫২ নট আউট) এবং মার্কো জ্যানসেন (৩৪ নট আউট)।

দিল্লির ব্যাটার প্রিয়াংশ চর্চায় ভারতীয়দের মধ্যে আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করে। ১৫ বছর আগে ইউসুফ পাঠান সেঞ্চুরি করেছিলেন ৩৭ বলে। প্রিয়াংশ এ দিন সেঞ্চুরি স্কোরে পৌঁছন ৩৯ বলে।

চেন্নাইয়ের স্পিনারদের মধ্যে নূর আহমেদ (১-৩২) ব্যর্থ। রবীন্দ্র জাডেজা (০-১৮) কম রান দিলেও উইকেটহীন। আবার রবিচন্দ্রন অশ্বিন দুটি উইকেট নিলেও চার ওভারে বিলোলেন ৪৮ রান। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে ওভারে ছ’টি ছক্কা মেরে নজর কেড়েছিলেন প্রিয়াংশ। নিলামে ৩০ লাখ বেস প্রাইস থেকে প্রিয়াংশের দর ওঠে ৩.৮ কোটি টাকা। গত মরশুমে মুস্তাক আলি ট্রফিতেও দিল্লির হয়ে টপ স্কোরার ছিলেন প্রিয়াংশ।



উইল পুকোভস্কি

বারবার কনকাশন, অবসর পুকোভস্কির

মেলবোর্ন: বয়স মাত্র ২৭ বছর। কিন্তু এই বয়সেই অজি ক্রিকেটার উইল পুকোভস্কিকে বলতে হবে প্রাক্তন ক্রিকেটার। বেশ কয়েকবার কনকাশনের কবলে পড়েছিলেন প্রাক্তন এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই তাই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন পুকোভস্কি। ভারতের বিরুদ্ধেই কেরিয়ারের একটি মাত্র টেস্ট খেলেছিলেন ২০২০-২১ সিরিজ়ে, সিডনিতে। ৩৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে সাতটি সেঞ্চুরি আছে তাঁর।

মাত্র ২৭-এই সিদ্ধান্ত

শেষবার পুকোভস্কির কনকাশন হয় ২০২৪ সালের মার্চে। শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে মাথায় বল লেগেছিল তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া মরশুমে তো বটেই সে বছর ইংলিশ কাউন্টি মরশুমে লেস্টারশায়ার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে অস্ট্রেলীয় টিভিতে এক ইন্টারভিউয়ে পুকোভস্কি বলেন, ‘আমি কোনও ধরনের ক্রিকেটেই আর খেলব না। খুব খারাপ একটা বছর কাটিয়েছি। কোনও পর্যায়েই আর খেলব না।’

আর একটা খুশির রাত চান মোলিনা

পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ সমর্থকরা

এই সময়: এক বছর আগের ছবিটা আর ফিরতে দিতে রাজি নন শুভাশিস বসু, জেসন কামিংসরা।

গত মরশুমেও লিগ শিল্ড জয়ের পরে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ডাবল করার লক্ষ্যে আইএসএল কাপের ফাইনালে উঠেছিল। ৪ মে যুবভারতীতে সেই ফাইনালে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে কামিংসের গোলে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচটা জিততে পারেননি আন্তনিও আবাসের টিম। ১-৩ হারতে হয়েছিল ডিফেন্সের ব্যর্থতায়।

এ বার ফের সেই ফাইনাল যুবভারতীতেই। ১২ এপ্রিল প্রতিপক্ষ শুধু আলাদা। সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি। মোহনবাগান এ বার কাপ জয়ে আত্মবিশ্বাসী টিমের ডিফেন্স আঁটোসাঁটো হওয়ায়। আশিস, টম, আলবার্তো, শুভাশিস আর আপুইয়া ডিফেন্সকে এতটাই মজবুত রেখেছেন, যে টিম আইএসএলে সবচেয়ে কম গোল হজম করেছে। আর গোল না খেলে টিমের যে কেউই যে ইনজুরি টাইমে গোল করে জেতাতে পারেন, তা এই মরশুমে বারবার বুঝিয়েছেন আলবার্তো, দিমিত্রি, আপুইয়ারা।

আপুইয়ার অসাধারণ গোলে জামশেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে মোহনবাগান। ম্যাচের নায়ক আপুইয়া বলছিলেন, ‘আচমকা নয়, কোচের নির্দেশে আমি শুরু থেকেই দূরপাল্লার শটে গোল করার চেষ্টা চালিয়েছি। সেটা থেকেই শেষপর্যন্ত গোল হয়েছে।’ কোচ হোসে মোলিনাও বলেন, ‘ওর আত্মবিশ্বাস ছিল বলেই ওই শট নিতে পেরেছে। অসাধারণ গোল করেছে।’ জামশেদপুরের বিরুদ্ধে প্রচুর সেটপিস পেয়েও তা থেকে গোল করতে পারেনি মোহনবাগান। তা নিয়ে অবশ্য চিন্তিত নন মোলিনা। তাঁর সাফ জবাব, ‘এই টুর্নামেন্টে সেটপিসে আমরা সবচেয়ে বেশি গোল করেছি। সব দিনই যে গোল হবে এমন হয় না। কিন্তু আমরা যে সারা ম্যাচে অজস্র সুযোগ তৈরি করতে পেরেছি, সেটাই বড় ব্যাপার।’ ফাইনাল প্রসঙ্গে মোলিনার মন্তব্য, ‘আশা করি আমরা আরও একটা খুশির রাত ফিরিয়ে আনতে পারব, আরও একটা ট্রফি জিতে।’

যুবভারতীতে ফাইনালের আয়োজক মোহনবাগান নয়। এফএসডিএল। তাই চিন্তা বাড়ছে সমর্থকদের। কারণ সোমবার বাগানের বহু সমর্থককে বিধাননগরের এক পুলিশ অফিসারের নির্দেশে হেনস্তা করা হয়। গেট খুলতে দেরি করে সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করা হয়। তার পরে ২২ জনকে আটক করা হয়। বলা হয়, ওরা বাজি নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। পরে বলা হয়, ওরা মদ্যপ। কিন্তু এর কোনও প্রমাণই পুলিশের হাতে ছিল না বলে অভিযোগ। ক্লাব সূত্রের এক কর্তার দাবি, ওই বিশেষ পুলিশ অফিসার নাকি ক্লাবের থেকে বাড়তি টিকিট চেয়েছিলেন। তা না দেওয়াতেই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে সমর্থকদের হেনস্তা করেন। কিন্তু ক্লাব পাশে থাকায় তাঁরা পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পান। এফএসডিএল কী ভাবে এই সব সামলাবে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

মার্কো-মার্কাসেই নয়া স্বপ্ন ভিলার

রাফিনিয়ার দিকে চোখ বার্সেলোনা সমর্থকদের

এই সময়: চার দেশের চার টিমের চার ফুটবলারের দিকে নজর থাকবে বুধবার রাতে। মার্কো আসেন্সিও, ওউসমানে দেম্বেলে, রাফিনিয়া ও সেগু গেগাসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে এ দিন ইংল্যান্ডের অ্যাস্টন ভিলা মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্সের পিএসজির। অন্য ম্যাচে স্পেনের বার্সেলোনার সামনে জার্মানির ডর্টমুন্ড। অ্যাস্টন ভিলার মার্কো আসেন্সিও এই ম্যাচে ফ্যাক্টর। কারণ তিনি পিএসজি ছেড়ে চলতি মরশুমে শীতকালীন উইন্ডোতে যোগ দিয়েছেন ভিলায়। আর যোগ দিয়েই এই টিমের হয়ে দারুণ সাফল্য তাঁর। ২৯ বছর বয়সি স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ৬ ম্যাচে করেছেন ৩ গোল। ভিলার কোচ উনাই এমেরিও আবার পিএসজির প্রাক্তন কোচ। এমেরির কথায়, ‘মার্কো আর মার্কাস আমাদের টিমে যোগ দেওয়ার পরে আমাদের অ্যাটাকিং শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমরা প্রতি ম্যাচেই গোল পাচ্ছি।’

মার্কাস মানে মার্কাস র‌্যাশফোর্ড। এই ইংরেজ ফরোয়ার্ড ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে সুযোগ না পেয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন পিএসজিতেই। কিন্তু ইউনাইটেড তাঁকে ফ্রান্সের ক্লাবে লোনে ছাড়তে চাইনি। তাই দেশের ক্লাব ভিলাতেই তিনি জানুয়ারিতে যোগ দিয়ে নিয়মিত খেলছেন। গোলও পেয়েছেন। অন্য দিকে, তিন দিন আগেই ৬ ম্যাচ বাকি থাকতে বুন্দেশলিগার খেতাব জিতেছে পিএসজি। লুইস এনরিকের টিম থেকে কিলিয়ান এমবাপে সরে যাওয়ার পরে সকলেই চিন্তিত ছিলেন টিমের হয়ে গোল করবেন কে? কিন্তু ওউসমানে দেম্বেলে সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনিই টিমকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফি তুলে আনার।



প্র্যাক্টিসে রাফিনিয়ার সঙ্গে আলোচনা কোচ ফ্লিকের —ইনস্টাগ্রাম

জার্মান কোচ হান্সি ফ্লিক নামছেন নিজের দেশের ক্লাব ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে নিজের অপরাজিত থাকার ট্র্যাক রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে। বায়ার্ন ও বার্সার কোচ হিসেবে ৬ বার ডর্টমুন্ডের সঙ্গে সাক্ষাতে ৬ বারই জিতেছেন ফ্লিক। তাঁর টিম গত সপ্তাহ পর্যন্ত দারুণ ছুটলেও কয়েক দিন আগে রিয়াল বেতিসের কাছে লা লিগার ম্যাচে আটকে গিয়েছে। টিমের ছন্দ ফেরাতে চান মরিয়া ফ্লিক। এই কাজে তাঁর প্রধান অস্ত্র ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনিয়া। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক মরশুমের পারফরম্যান্সের নিরিখে বার্সার জার্সিতে মেসির পরেই সাফল্য রাফিনিয়ার। নিজেদের ফাইনালে থার্ডে তাঁর অবদান দুরন্ত। ১০ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন। ৫ গোল করিয়েছেন। ২০১১-১২ মরশুমে বার্সার জার্সিতে মেসি ৫ গোলের অ্যাসিস্ট-সহ করেছিলেন ১৪ গোল। যা এ বার ভাঙার সুযোগ আছে রাফিনিয়ার। অন্য দিকে, নিকো কোভাচের ডর্টমুন্ডকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে তোলার কৃতিত্ব গায়ানার ৬ ফুট ২ ইঞ্চির স্ট্রাইকার সেগু গেগাসির। স্টুটগার্ট থেকে এ বার ডর্টমুন্ডের জার্সি গায়ে ২৪ ম্যাচে গোল করেছেন ১৫।

আজকের খেলা

বার্সেলোনা : ডর্টমুন্ড
পিএসজি : অ্যাস্টন ভিলা

১২-৩০
সরাসরি সোনি টেন ১, ২

স্কিল দেখালে হলুদ কার্ড!

ব্রাজিলে ক্ষুব্ধ ডাচ ফরোয়ার্ড

এই সময়: অদ্ভুত বিতর্কে জড়ালেন মেম্ফিস ডিপে। ডাচ এই ফরোয়ার্ড এখন খেলেন ব্রাজিলের কোরিন্থিয়ান্স ক্লাবে। সেখানেই স্কিল দেখাতে গিয়ে রীতিমতো ঝামেলায় পড়েছেন তিনি।

পালমেইরাসের বিরুদ্ধে ম্যাচে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে বলের উপর জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন মেম্ফিস। যা দেখার পরে প্রতিপক্ষ ফুটবলাররা তেড়ে আসেন। এই স্কিল একেবারেই পছন্দ হয়নি তাঁদের। দু’পক্ষের ফুটবলাররা জড়িয়ে পড়েন মারামারিতে। পালমেইরাসের কিপার মার্সেলো লোম্বা ও কোরিন্থিয়ান্স মিডফিল্ডার হোসে মার্তিনেস লাল কার্ডও দেখেন তার জেরে।

এই ঘটনার পরে নড়েচড়ে বসে ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। তারা রায় দিয়েছে বলের উপরে জোড়া পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লে তা ‘অপরাধ’ হিসেবেই গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে দেখানো হবে হলুদ কার্ড। আর প্রতিপক্ষ টিম পেয়ে যাবে ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক। এই নিয়ম জানিয়ে সব ক্লাবকে চিঠি পাঠিয়েছে ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থা।

এই ঘোষণায় একেবারেই খুশি হতে পারেননি মেম্ফিস। এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ব্রাজিলে এসেছিলাম জোগো বোনিতোর অভিজ্ঞতা নিতে। কিন্তু এখানে দেখছি সিবিএফ ঘোষণা করেছে, বলের উপরে জোড়া পায়ে দাঁড়ালে প্লেয়ারকে হলুদ কার্ড দেখানো হবে। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এই সুন্দর ফুটবলের দেশে এ রকম সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছে।’



ব্রাজিলে এসেছিলাম জোগো বোনিতোর অভিজ্ঞতা নিতে। কিন্তু এখানে দেখছি সিবিএফ ঘোষণা করেছে, বলের উপরে জোড়া পায়ে দাঁড়ালে প্লেয়ারকে হলুদ কার্ড দেখানো হবে। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এই সুন্দর ফুটবলের দেশে এ রকম সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছে

মেম্ফিস ডিপে

মেম্ফিসের এই স্কিলেই বিতর্ক

অর্ণব চ্যাটার্জি কর্তৃক টাইমস হাউস, প্লট নম্বর-২, ব্লক ইএম, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত; এবং টাইডিংস মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের (ঠিকানা: সিদ্ধা এসপ্ল্যানেড, নাইন্থ ফ্লোর, ৬ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ / ফোন নম্বর: ০৩৩-৬৫২২ ২৫৫৫, ই-মেল আইডি: contact@eisamay.com) তরফে হীরক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিদ্ধা এসপ্ল্যানেড, নাইন্থ ফ্লোর, ৬ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ থেকে প্রকাশিত; সম্পাদক: হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

Printed by Arnab Chatterjee and printed at Times House, Plot No. 2, Block EM, Sector V, Salt Lake City Kolkata - 700091; and published by HIRAK BANDYOPADHYAY and published at Siddha Esplanade, 9th Floor, 6 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700013 on behalf of Tidings Media & Communications Private Limited (Siddha Esplanade, 9th Floor, 6 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700013 / Phone No: 033-6522 2555, E-mail: contact@eisamay.com); Editor HIRAK BANDYOPADHYAY, RNI Regn No : WBBEN/2012/47999

The Hindu All City Editions
Editions:
Delhi, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Eerode, Hyderabad, International, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Mumbai, Thiruvananthapuram, Tiruchirapalli, Vijayawada, Visakhapatnam
The Indian Express All City Editions
Editions:
Pune, Mumbai, Lucknow, Kolkata, Jaipur, Chandigarh, Ahmedabad, Delhi

Click here to join our Telegram channel - **https://t.me/+tCO9wU79mq44OTc1**

Access to 40+ newspapers with city-specific editions
Early morning uploads—always stay ahead!
Direct PDF delivery on the channel
Access to past editions anytime
Daily The Hindu & Indian Express Special UPSC IAS Edition
Daily The Hindu Ad-Free Edition, The Hindu Editorial, TH + IE Combo Edit For UPSC IAS